

تعلق مع الله

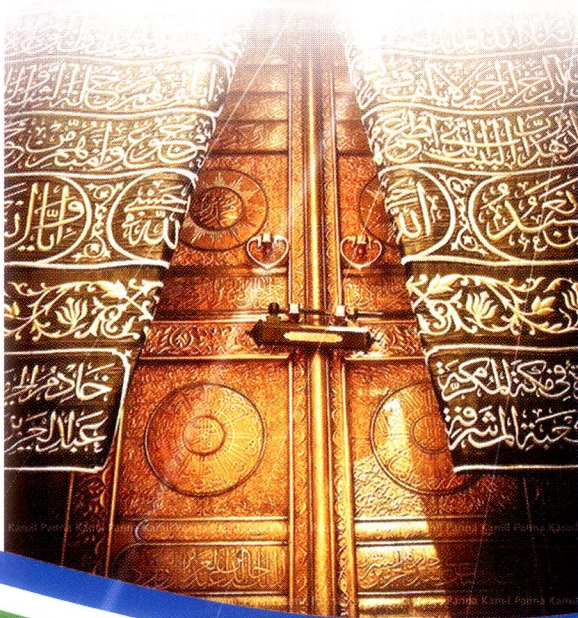


শায়খুল আরব ওয়াল-আজম

হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

তাআল্লুক মাআল্লাহ্

আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক



তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

মক্কা-শরীফের বয়ান

তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ্

(আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক)

মূল

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার
বিশ্ববিখ্যাত বুয়ুর্গ

শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফবিল্লাহ্

হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)

৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪



হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯১৪৭৩৫৬১৫

প্রকাশক
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
(মাকতাবা হাকীমুল উম্মত)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।

খানকাহ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া
ইয়াদগার খানকায়ে হাকীমুল উম্মত
৪৪/৬ ঢালকানগর, গেঞ্জুরিয়া, ঢাকা-১২০৪
০১৭১৬৩৭২৪১১, ০১৯৩৬৯০০৭৮৫

মুদ্রণকাল
১১ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী
২৭ এপ্রিল ২০১০ সন্ধ্যায়

সর্বস্বত্ব হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য : ৯০ টাকা মাত্র

شایخুল-آرب ال-آزم ہرر

● رومیے-یامانار تاوڑاڈھپور بارنی ●

ماولانا আবদول مبین (حائماہللاہ تا'آلا) آمار اذابٹ آاس دواسٹ-آاہابور مابھ اذابٹ۔ ایڑورجی ۱۹۷۰ سالو بانلادو شو یان آمار سربآرام سافر ہیلو، اذان ہیلوئو سو آمار سہٹ دویانا-آاشوور سمارآ راوھ۔ 'سو آمار ہدای-آامیر اڑرآمان' ('آمار اذابٹلا و ہدای-وونار باآاآا') (سو آمار انوکول کٹاب اوب وویاسمورور و انوبادک۔

"یو-باآی آمار کون وویاس، ویان با آمار کون اڑور انوباد ماولانا আবدول مبینور انوباد باآای پڈیاوھو، سو یون 'آمارہی اذابٹلا' 'آمارہی اذابٹہٹ ہال-ابواسمور' پار کریا لہیاوھو۔"

آانکاھ امدادیآا آاشراکیآا
ولشان-ہ-ہکبال-۲ کراآی۔

مواہماد آاآار

(آاآلاہ تاآلا آانہ)
۱۷ موررم ۱۸۷۰ ہ:
۱۸ آانویار ۲۰۰۹ ہ:

کتاب المومنین علیہ السلام
نسخہ کتب خانہ دارالاحیاء

آانقاہ امدادیہ اشرفیہ
پشاور کتب خانہ و اشرفیہ سمانیہ
آانقاہ اقبال ۷ کراآی
فون: ۷۷۹۷۸ پوسٹ بکس نمبر: ۷۷۹۷۸

آاآاہ محمد آاآار
آاآاہ کتب خانہ

مولانا عبدالمبین سلمہ اللہ تعالیٰ میرے بہت ہی خاص احباب
میں ہیں اور ۱۹۸۰ء میں جب احقر کا شبہ درس کا پہلا سفر ہو آا
اس وقت سے احقر سے وابہانہ رلوق رکھتے ہیں۔ وہ میرے درد دل
کے ترآان ہیں اور میری بہت سی کتابوں اور وادعہ کے مترآم ہیں
آن نے میرے کس وادعہ یا ترمر و تصنیف کا ترآم جو مرنا
عبدالمبین نے کیا ہو پڑو لیا اس نے آو یا میری
درد دل اور میری قلبی کیفیات کو پڑو لیا۔ عطا

آاآاہ محمد آاآار

۱۷ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

آاآاہ محمد آاآار

তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সমকালীন বুয়ুর্গানের যবানে কিতাব ও গ্রন্থকারের পরিচয়	১০
আল্লাহর মহব্বত কতটুকু পরিমাণ জরুরী	১৫
নবীজীর হাবীব কাহারো	১৬
আল্লাহর মহব্বতের ব্যাখ্যা	১৭
প্রিয়নবীর দরখাস্ত	১৮
হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ)-এর ফরিয়াদ	১৮
আল্লাহ নামে মধুর দরিয়া	১৯
মহব্বতের উচ্চ মকামের অনুসন্ধান	১৯
সুলতান মাহমুদ ও আয়াযের ঘটনা	২০
মাওলার কীমত	২২
প্রেমের রাজত্ব ও প্রেমিকের সম্মান	২৩
দুনিয়ার স্বরূপ, যৌবনের পরিণতি ও নারীর সৌন্দর্যের লীলা	২৪
সকল মোহ ও আকর্ষণের বিনাশ	২৭
মাটি যোগ মাটি কিংবা মাটি যোগ আল্লাহ	২৯
উন্নত প্রকৃতির মানুষ ও নীচু প্রকৃতির মানুষ	৩০
'আহ্লে-দিল' (দিল্‌ওয়ালা) কাহারো	৩১
দুনিয়ার হাকীকত ও মৃত্যুর লীলা	৩৩
দুনিয়ার মায়াজাল হইতে মুক্ত ও খোদাপ্রেমিক হওয়ার উপায় কি	৩৬
আওলিয়াগণ গোপন হইয়া থাকেন	৩৬
মাওলাপ্রেমিকের চোখে ও ললাটে নূর ও তাজাল্লী থাকে	৩৭
তাব্রযী সমীপে রুমীর মিনতি	৩৮
অতঃপর মাওলানা রুমী (রঃ) কী এক আবেগময় সুরে বলিতেছেন	৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
মোর্শেদের সহিত সম্পর্কের বরকত	৪০
হযরত গঙ্গুহী, হযরত থানবী ও হযরত নানুতবীর	
বে-জান ঈমানে জান্	৪০
নেস্বত ও বেলায়েত কি অনুভবযোগ্য	৪২
মাওলার মহব্বতের সর্বব্যাপী আছর (প্রভাব)	৪২
প্রেমিকের নজর এবং প্রেমিকের বুলি	৪৩
দুনিয়ার মায়া-মহব্বতই মাওলার পথের কাঁটা	৪৩
আল্লাহর ঘর আল্লাহর জন্য খালি কর	৪৪
শামসুদ্দীন তাব্রেরী এখনও পাওয়া যায়	৪৫
আসল বীমারী ও উহার সমাধান	৪৬
ছাঃহেবে-নেছবত ওলী কাহাকে বলে	৪৭
ওলীআল্লাহ হওয়ার সর্বসম্মত तरीকা	৪৭
বড় বড় ওলী হওয়ার পথ কি বন্ধ	৪৯
বড় বড় ওলী হওয়া আজও সম্ভব এবং মওজুদও আছেন	৫০
মুরীদ না হইয়াও এছলাহ্ গ্রহণের আছান পথ	৫১
হযরত থানবী কর্তৃক বিনা বায়আতে খেলাফত প্রাপ্তি	৫১
আওলিয়াদের রাস্তাই সিরাতুল-মুস্তাকীম	৫২
আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহওয়ালার সহিত সম্পর্ক	৫৩
ওলীআল্লাহর ডানার সঙ্গে উড়	৫৪
মহব্বত পাহাড়কেও পিষিয়া ফেলে	৫৭
মাওলার দেওয়ানাগণ ব্যতীত সবাই নাবালেগ	৫৮
নফ্ছ পূজারীকে নাবালেগ বলার যুক্তি	৫৯
মাটির উপর মরিয়া মাটি হইও না	৬০
কেল্লার উপর হামলা ও পঞ্চনদী অবরোধ	৬২
আর কতদিন এই মজা চাখিবে	৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যুর মোরাকাবা কর	৬৪
হযরত ইমাম গাযযালী (রঃ) এর উপদেশ	৬৫
মাওলানা রুমীর বিগলিত প্রাণের নসীহত (মৃত্যু কালীন করুণ হালতের মোরাকাবা).....	৬৩
পরম আনন্দের সময় ও চিরস্থায়ী চেরাগ	৬৭
হৃদয়ে প্রেম-সিংহাসন	৬৭
কবরে শায়িত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান	৬৮
ব্যথিত হৃদয়ের আহ্বান	৬৯
ওলী হওয়ার সমস্ত দুয়ার খোলা	৬৯
হে আলেম সমাজ ! যোগ্যতার জন্য গর্ব করিও না	৬৯
হাকীমুল-উম্মত (রঃ)-এর অমূল্য বাণী	৭০
ইমামে-রব্বানী হযরত গদ্বুহী কেন গেলেন	
হযরত হাজী ছাহেবের দরবারে	৭০
পরাজিতের সঙ্গে নয়, বরং বিজয়ীর সহিত বন্ধুত্ব কর	৭১
ফযীলতের পাগড়ী বিলীন	৭১
সোহবত প্রাপ্ত ও সোহবতহীনের জিন্দেগীর ব্যবধান	৭২
মুজাহাদাকারী আমলকীর ইয্যত ও মুজাহাদা ত্যাগী আমলকীর যিল্লত	৭২
আল্লাহর জন্য কষ্ট স্বীকারের মহা প্রতিদান	৭৫
নফ্ছের তায্কিয়াহ্ ফরয : কোন মুযাক্কী (সংশোধনকারী)	
ব্যতীত তায্কিয়াহ্ হয় না	৭৬
কোন শামসুদ্দীন তাব্রেযী তালাশ করুন	৭৭
ওলীআল্লাহ্ হওয়ার জন্য ছোটত্ব ও নম্রতা	৭৯
ধনী লোকদের কোন ওলীর সম্মুখে নত হওয়ার কি প্রয়োজন	৮০
হযরত শামসুদ্দীন তাব্রেযীর দোআ ও হীনার আমানত অর্পণ	৮০
মাওলার মহব্বতের আমানত আসমান-যমীন হইতে দামী	৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওলীদের বিশাল-আয়তন হৃদয়	৮১
আল্লাহর জন্য ব্যক্তিত্ব বিসর্জন ও উহার পুরস্কার	৮২
বিশ্বশালী ও সম্মানিতদের কোন ওলীর সম্মুখে নম্রতার যুক্তি	৮৩
আল্লাহুওয়ালাদের আদব-এহুতেরাম করা ভাগ্যবানদের হিসসা	৮৩
ডি, সি খাজা আযীযুল হাসান মজযুব হযরত হাকীমুল-উম্মতের দরবারে	৮৩
সাধারণ শিক্ষিত খাজা ছাহেব বড় বড় আলেমের পীর	৮৫
বিখ্যাত আলেম মুফতী জামীল আহমদ ছাহেব (রহঃ)	
এর প্রতি খাজা ছাহেবের মর্মস্পর্শী উপদেশ	৮৫
মাওলার মহব্বতের শরাব কি কোন মুফতের জিনিস	৮৬
অষংখ্য ঘর্ষণের ফলে দিল্ দিল্ হয়	৮৬
মাওলার জন্য কষ্ট ও সেই কষ্টের মহা পুরস্কার	৮৭
সোহবত প্রাপ্ত আলেম গভীর কূপের অব্যাহত স্রোতধারার মত	৮৮
আল্লাহর গভীর মহব্বত হাসিল হয় তিনটি জিনিসের দ্বারা	৮৯
বান্দা মাওলাকে নিয়া মশগুল, মাওলা তাহার বান্দার	
কর্মসিদ্ধিতে মশগুল	৯০
মসনবী সম্পূর্ণ এলহামী কিতাব : এবং এল্হামী জিনিস তাজা-তাজা হয়	৯০
নূরের সূর্য অন্তমিত, জীবন সূর্যও অন্তমিত	৯১
মাওলানা রুমীর ভবিষ্যদ্বাণী	৯২
এশ্ক ও মহব্বত ভরা দুইখানা কিতাব	৯২
আগে ঘরওয়ালার সহিত সম্পর্ক গড়, তারপর তার ঘরে আগমন কর	৯২
গুল্বারে-ইব্রাহীমের একটু আগুন	৯৩
মরা হৃদয় হৃদয় নয়, যেমন মরা নদী নদী নয়	৯৫
উচ্চ মর্তবার বন্ধনের জন্য উচ্চ কোরবানী জরুরী	৯৬
কী সুমধুর প্রেমডোর	৯৭
আজও উম্মত এই আলেম সমাজের মধ্যে বায়েযীদ	
বোস্তামী ও শাম্‌সে-তাবেরবী খুঁজিতেছে	৯৮
'বেলায়েত' দুইটি মাত্র অংশের দ্বারা গঠিত	৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
পীর ও মুরীদের মধ্যকার স্থানগত দূরত্ব রূহানী	
তারাকীর পথে কোন বাঁধাই নয়	৯৯
শত শত মাইল দূর হইতে তা দিয়া ডিম ফুটানো-পাখী	৯৯
ওলীআল্লাহর রুহের খাছ আছর একটি কুকুরের উপর	১০০
পরস্পর সংযোগের ফলে দেশী-আম যেরূপ লেংড়া-আম হয়	
মাওলাভোলা-দিল্‌ও মাওলাওয়ালা হয়	১০১
হযরত থানবীর এল্‌মের সাগর শ্রেফ ছোহুবতের বরকত	১০২
ঘষাখাওয়া তিল চামেলীর সংস্পর্শে থাকিয়া অতি দামী	
'রওগনে চাঞ্চেলী' (চামেলীর তেল)	১০৩
আল্লাহকে পাইতে হইলে মোজাহাদা করিতে হইবে	১০৪
মোজাহাদা কি	১০৪
মুরীদের উপর মোর্শেদের ৪টি হক	১০৫
আল্লাহর জন্য শায়খের খেদমতে শ্রেফ চল্লিশ দিন	১০৬
লায়লার তালাশে মজনু লায়লার কবর শুঁকিতেছে	১০৭
ইয়ামানের দিক হইতে আল্লাহর খোশুব পাওয়া	১০৮
পানির কদর হয় পিপাসা লাগিলে, ওলীর কদর হয় তড়প্ থাকিলে	১০৯
রূহানী তরকীর জন্য মুরীদ হওয়া শর্ত নয়	
মোনাছাবাত বা প্রাণের মিল্‌ ওয়ালা মুরব্বী শর্ত	১০৯
মাওলার যে কি দাম	১১০
একমাত্র আল্লাহর জন্য কোন আল্লাহুওয়ালাকে ধরুন	১১১
মোর্শেদকে স্বীয় হাল-অবস্থা জানান	১১২
যিকির ও ফিকিরই কামিয়াবী আনে	১১২
এশ্‌কের পুরাতন আঘাত	১১৪
বুদ্ধির গোলামী নয় বরং এশ্‌কের গোলামী	১১৪
বুদ্ধির গোলাম রুমী 'এশ্‌কের গোলাম'	১১৬
দেওয়ানার হাতে না পড়িলে দেওয়ানা হওয়া যায় না	১১৭
চিনি বেশী মধুর, নাকি উহার স্রষ্টা	১১৭
এক সাগর দুঃখ ও পৃথিবীময় কাঁটার মধ্যেও আশেকের আনন্দ	১১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওয়াটার প্রফ ঘড়ির মত দুঃখপ্রফ অন্তর	১১৯
শরীঅত ও তরীকতের সারকথা	১২০
এশকের হাতে ঘায়েল বান্দার বিজয়ী জিন্দেগী	১২১
আল্লাহুওয়ালাদের এল্‌মের বরকত, যেমন হাজী ছাহেবের সম্মুখে	
হযরত থানবী, হযরত গঙ্গুহী, হযরত নানুতবী মস্তক-অবনত	১২২
যিকির নাগা, তো রুহু ভুখা	১২৩
যিকির আত্মার খোরাক ও হৃদয়ের ঘায়ের মলম	১২৪
জরুরী সেই তিনটি জিনিস	১২৫
মরা মস্তিষ্কের চিকিৎসা হইল ফিকির	১২৫
‘ফিকির’ (চিন্তা-গবেষণা) কাহাকে বলে	১২৬
দুর্বল, অসুস্থ ও ব্যস্ত লোকের যিকির-ওয়াযা	
সুস্থ-স্বাভাবিক লোকের মত নয়	১২৭
নিঃসঙ্গ কবর-ঘরের সাথী ও সম্বল	১২৮
কবরে আল্লাহপাক সকলেরই সঙ্গী হন	১২৯
দোআ ও মুনাজাত	১৩০

মাওলার তালাশ ও মহম্মত অবলম্বনে
মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন-হুসাইনের
মায়াময় ছন্দমালা

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাকী তুই কত দূরে	১৩৪
অশ্রুতে রহমান	১৩৫
অশ্রুফুলের মালা	১৩৫
রিঙের মুনাজাত	১৩৬
জীর্ণ ঘরে মহাজন	১৩৭
ঈঙ্গিত মুরাদের পথ	১৩৯
পূর্ণিমা রজনী	১৪০
ব্যথিতের কাকুতি	১৪২
মা'বুদের মজনু	১৪৩

সমকালীন বুয়ুর্গানের যবানে গ্রন্থকারের একটু পরিচয়

আল্লাহপাকের বে-শুমার হাম্দ। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, তাঁহার আছহাবে-কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ও তামাম আওলিয়ায়ে-উম্মতের প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম। অতঃপর আরয এই যে, অত্র কিতাবের ভাষ্যকার মহামান্য ও পরমপ্রিয় মোর্শেদ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বিশ্ববিখ্যাত বুয়ুর্গানেদ্বীনের অন্যতম। চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার বরং চারি তরীকার শ্রেষ্ঠতম বুয়ুর্গ, প্রায় দেড় হাজার কিতাবের গ্রন্থকার ও ভাষ্যকার, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর সিল্‌সিলার আমানত বাহক আরেফীন ও কামেলীনের অন্যতম হিসাবে বিশ্বময় তাঁহার সুখ্যাতি রহিয়াছে।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর অতি উচ্চ স্তরের খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.)-এর তিনি খাছ আশেক্ ও খাছ খাদেম ছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় পনের বৎসর কাল তিনি ঐ মহান পরশ-পাথরের ছোহবতে, তাঁহার প্রেমবিদগ্ধ হৃদয়ের দোআ ও ধোয়ার মধ্যে কাটাইয়াছেন। হযরত শাহ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.) বলিতেন : হাকীম আখতার সর্বদা আমার সঙ্গে এইভাবে জড়াইয়া থাকে যেভাবে কোন শিশু মায়ের হাত কিংবা আঁচল ধরিয়া সর্বদা তাহার মায়ের সঙ্গে জড়াইয়া থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসর কাল তিনি সমকালীন ভারতের নকশ্বন্দিয়া তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ বুয়ুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব এলাহাবাদী (রহ.)-এর ছোহবতে অতিবাহিত করিয়াছেন। মাওলানা এলাহাবাদী (রহ.) বলিতেন, আখতার! বহুলোকের ছীনায় এল্ম ও এরফান থাকে, কিন্তু তাহার যবান থাকে না। আবার অনেকের যবান থাকিলেও এল্ম ও এরফানের দৌলত থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহপাক তোমার ছীনাকে মা'রেফাত ও মহক্বতের দৌলত দ্বারা যেমন ধন্য করিয়াছেন, তেমনিভাবে মহক্বত ও মা'রেফাতবর্ষী যবানও তোমাকে দান করিয়াছেন।

হযরত ফুলপুরীর্ এন্তেকালের পর তিনি হাকীমুল উম্মতের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফা, সুন্নতে-রাসূলের বে-মেছাল আশেক, মুহীউচ্ছুনাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর হাতে বায়আত হন। অতঃপর একদা তিনি তাঁহাকে পবিত্র কা'বা শরীফ হইতে খেলাফত প্রদান করেন। তাঁহার দোআর বরকতে আল্লাহপাক হযরতের এক কালের নিশ্চল যবানকে এমনিভাবে খুলিয়া দেন যে, বিশ্বের বড় বড় বাগ্মীরাও মহব্বত ও মা'রেফাতের সাগরবর্ষী ঐ যবানের সামনে নিজেদেরকে নিরেট বোবা বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হয়। আল্লাহপাক ঐ জান্ ও যবানকে বিশ্ববাসীর উপর আফিয়তের সহিত দীর্ঘজীবী করুন। আমীন।

হযরত মুহীউচ্ছুনাহ বলেন, বড় বড় বুয়ুর্গানেদীন স্বীয় মাশায়েখের প্রতি কিভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া জান-কোরবান খেদমত করিয়াছেন তাহা আমরা শুধু কানে শুনিয়াছি কিংবা কিভাবে পড়িয়াছি। মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের মধ্যে তাহা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিলাম।

হাকীমুল-উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা করাচীর ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব (রহ.) বলেন, আল্লাহপাক আমার প্রিয়পাত্র মুহ্তারাম মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে এমন এক রুহানী তাকত্ নসীব করিয়াছেন যাহা হৃদয় সমূহকে মসত্ ও উত্তপ্ত করিয়া দেয়। হাকীকত ও মা'রেফাতের যে এক যওক্ ও আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান, ইহা তাঁহার বুয়ুর্গানের ফয়েয-বরকত।

বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত)-এর শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব বলেন : আমি হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবের ছাত্রজীবনের সাথী। বাল্যকাল হইতেই মোত্তাকী হিসাবে তাঁহার শোহরত ও সুপরিচিতি ছিল। ছোট্ট বেলায় যখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেন, লোকেরা গভীর আগ্রহে তাঁহার নামায দেখিতে থাকিত। এরূপ নামায আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নাই। তিনি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বুয়ুর্গ।

মুহীউচ্ছুনাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, বিখ্যাত বুয়ুর্গ হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন ছাহেব (রহ.) একদা বলিতেছিলেন : হযরত হাকীম ছাহেবের ভিতর হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজিরে-মক্কী (রহ.)-এর আখলাকের প্রভাব বেশী।

হাকীমুল-ইছলাম হযরত মাওলানা কারী তাইয়েব ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, সিলেট দরগাহ হযরত শাহ জালাল মাদরাসার মোহ্তামিম হযরত মাওলানা আকবর আলী ছাহেব (রহ.) একদা আমাদের সম্মুখে হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে যমানার শামসুদ্দীন তাবরেয়ী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর খাছ খাদেম ও মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব (রহ.) বলেন : আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব হইতেছেন লেছানে-হাকীমুল উম্মত।

সারাবিশ্বে তাঁহার খলীফাদের মধ্যে রহিয়াছেন বাংলাদেশে-উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (রহ.), ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসার সাবেক মোহ্তামিম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব চাঁনপুরী হযূর (রহ.), লালবাগ মাদরাসার প্রবীণ মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ছাহেব (ঢাকার হযূর) (রহ.), পটিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব (জাদীদ), কুমিল্লার বিখ্যাত আলেম শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব (দা. বা.)। বহির্বিশ্বে হযরত বিন্নোরী (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মানসূরুল হক ছাহেব (আমেরিকা), হযরত মাওলানা মুফতী আমজাদ ছাহেব (কানাডা), হযরত মাওলানা ইউনুস পটেল সাহেব (সাউথ আফ্রিকা), শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা হারুন ছাহেব (সাউথ আফ্রিকা), দারুল-উলূম দেওবন্দ (ওয়াকফ)-এর শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আনবার শাহ ছাহেব কাশ্মীরী (রহ.), ভারত। হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল হামীদ ছাহেব (প্রধান মুফতী জামেআ আশরাফুল মাদারিস, করাচী, হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ ছাহেব শায়খুল হাদীস জামেআ আশরাফুল মাদারিছ, করাচী।

মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া,

গুলশান-এ-আখতার

৪৪/৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী সম্পর্কে কৃত্বে-আলম আরেফ্‌বিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

বিশেষ দোআ ও বাণী

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব আমার নেহায়েত খাস্
আহবাবদের একজন। আল্লাহ্‌পাক তাকে ছহীহ্-সালামতে রাখুন। আমার প্রতি তার
মহব্বত খুবই আসক্তিপূর্ণ। বাংলাদেশের সমস্ত আহবাবই মহব্বতওয়ালা। কিন্তু সে
হচ্ছে বাংলাদেশের 'আমীরে মহব্বত'। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বত
নজীরবিহীন। এটি সেই মহব্বতেরই কারামত যে, আমার যে-সকল গ্রন্থাবলীর সে
অনুবাদ করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সর্ব মহলেই যারপরনাই
সমাদৃত। কারণ, সে শুধু শব্দেরই অনুবাদ করে না, বরং আমার অন্তরের গভীর
ভাব-চিত্রও তুলে ধরে। তার লেখা ও বয়ান মহব্বতে পরিপূর্ণ। মহব্বতের তীব্রতা
ও প্রবলতা তার এলমের দরিয়াকে নেহায়েত সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ)-এর এলমী ভাণ্ডার ও
আমার রচনাবলীকে বাংলাভাষায় পেশ করার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শক্রমে সে
'হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী'টি কয়েম করেছে।

দোআ করি আল্লাহ্‌পাক তাকে এলমে, আমলে, তাক্বওয়ায় এবং পূর্বসূরী
বুযুর্গানের অনুসরণ-অনুগামীতায় আরো উন্নতি-অগ্রগতি দান করুন। তার
কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) খুব বরকত নাযিল করুন, তার অনূদিত ও রচিত সকল
গ্রন্থাবলী, তার বয়ান ও রচনা এবং তার দ্বিনি মেহ্নতসমূহকে সর্বোত্তম কবুলিয়েত
ভূষিত করুন। ঘরে-ঘরে পৌঁছিয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সদকায়ে-জারিয়া বানিয়ে
রাখুন। আমীন!

মুহাম্মদ আখতার

খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া

গুলশান-ই ইকবাল, ব্লক-২, করাচী

১১ই শাবান আল মোআযযম ১৪২৭ হিজরী

پیشہ تعالیٰ شاکہ

HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

HAZIM
MAJLIS-E-ASHRAFIA

KHANQAH IMADIA ASHRAFIA
ASHRAFUL MADARIS
GULSHAN-E-JOBAL-2, KARACHI.
P.O. BOX NO. 11182
PHONES : 461956 - 462676 - 4961958

حکیم محمد اختر

مجلس اشرفیہ اشرفیہ
خانقاہ امامیہ اشرفیہ
گلشن اقبال، کراچی

پست بکس نمبر 11182
فون : 461956 - 462676 - 4961958

عزیزم نور محمد عبدالحقین صاحب سلمہ میرے بہت ہی خاص احباب
میں ہیں اور مجھ سے بے انتہا وابستہ محبت رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش
میں سب احباب ہی اہل محبت ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش کے
امیر محبت ہیں میرے ساتھ ان کا تعلق و محبت بے مثال ہے
یہ محبت ہی کی کرامت ہے کہ میری تالیفات کا انہوں نے
جو ترجمہ کیا ہے وہ خواص و عوام میں بے حد مقبول ہے کیونکہ
وہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے میری کیفیات قلبی کی بھی
ترجمائی کرتے ہیں۔ ان کی تقریر و تحریر محبت سے لبریز ہے
محبت کے استیلاء نے ان کے دریائے علم کو نہایت شیریں
اور وجد آفریں بنا دیا ہے۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ
کے علوم اور اخلاق کی تالیفات کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کے لئے
احقر کے مشورہ سے انہوں نے حکیم الامت پر کاشفی قائم کی ہے۔ دعا
کراہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور تقویٰ اور اتباع اسلاف میں
مزید ترقیات عطا فرمائے اور ان کے قلوب خانہ میں خوب برکت نازل فرمائے
اور ان کے تراجم و تالیفات اور ان کی تقریر و تحریر اور دینی مآثرات کو
شرف حسن قبول بخشے اور مگر مکر عام کردہ اور قیامت تک کے لئے
مدد و جاریہ بنائے۔ آمین۔
محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

شعبان المظفر

তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
 أَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ
 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ
 حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ

তরজমা : সমস্ত প্রশংসা ও সকল সৌন্দর্য একমাত্র আল্লাহপাকের জন্য এবং ইহাই চূড়ান্ত কথা। আর শান্তি বর্ষিত হউক আল্লাহপাকের বিশেষভাবে মনোনীত বান্দাগণের উপর।

হাম্দ ও ছালাম পর আমি আশ্রয় চাহিতেছি আল্লাহপাকের নিকট মরদুদ শয়তান হইতে। আমি আরম্ভ করিতেছি আল্লাহপাকের নামে যিনি অসীম দয়ালু ও অতীব মেহেরবান। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করিয়াছেন:

অর্থ : এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত অত্যন্ত প্রবল।

আর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিজেও আল্লাহপাকের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন এবং আমাদিগকেও তাহা শিখাইয়া গিয়াছেন :

অর্থ : আয় আল্লাহ্ ! আপনার মহব্বতকে (আমার অন্তরে) সর্বাপেক্ষা প্রবল ও সর্বাধিক প্রিয় বানাইয়া দিন।

আল্লাহর মহব্বত কতটুকু পরিমাণ জরুরী

আমার প্রিয় বন্ধুগণ ও সম্মানিত মুরব্বীগণ, এই মুহূর্তে পবিত্র কোরআনের যে আয়াত শরীফ এবং যে হাদীছখানা আমি এখানে নির্বাচন করিয়াছি উহার মুখ্য উদ্দেশ্য ও বক্তব্য এই যে, আল্লাহপাকের সহিত মহব্বত স্থাপন করা ত সকল বান্দারই কর্তব্য, কিন্তু সেই মহব্বতের পরিমাণ কি? উহার পরিধি-পরিব্যাপ্তি

কতটুকু? আল্লাহ্‌পাক তাহার বান্দার নিকট কতটুকু মহব্বত দাবী করেন? কতটুকু ভালবাসা পাইলে তিনি তাহার বান্দার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যান এবং বান্দা তাহার মাওলার ফরমাবরদার, অনুগত ও বাধ্যগত বান্দা রূপে গণ্য হইতে পারে ?

মোটকথা, অনুগত বান্দার বন্দেগীর সনদ প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্‌পাকের সহিত কতটুকু মহব্বত ও তাআল্লুক (সম্পর্ক) কায়েম করা জরুরী, এই আয়াতখানার মধ্যে আল্লাহ্‌পাক তাহাই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই আয়াতের মর্মকথা হইল, তোমাদের জন্য দুনিয়াকে মহব্বত করা জায়েয, যেমন, মা-বাপকে মহব্বত করা জায়েয, নিজের ছেলে-মেয়েকে মহব্বত করা জায়েয, কায়-কারবার, ধন-দৌলতের প্রতি মহব্বত রাখা জায়েয। ইত্যাকার সবকিছুর প্রতি মহব্বতকে আল্লাহ্‌পাক আমাদের জন্য বৈধই ঘোষণা করেন নাই, বরং ইহাদের প্রতি গাঢ় ও প্রবল মায়া-মহব্বতেরও তিনি অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। কারণ, জন্মগতভাবে কোন প্রকৃতি দিয়া তিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, পবিত্র কোরআনে তিনি নিজেই তা গাঢ় ব্যক্ত করিতেছেন :

إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

অর্থ : নিশ্চয় মানুষ ধন-সম্পদের প্রতি দারুণ আসক্ত।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে কোন এক যুদ্ধ জয়ের পর গণীমতের মাল সমূহ যখন মসজিদে-নববীতে পৌঁছিল এবং মালের বিশাল স্তূপ আর স্তূপ হইয়া গেল, হযরত ওমর (রাঃ) তখন বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ্! গণীমতের এই মালামাল দর্শনে আমার অন্তঃকরণে আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। মালের প্রতি যদিও মায়া-মহব্বত আছে, কিন্তু সবকিছুর মহব্বতের উপর অন্তরে আপনার মহব্বতকে আপনি সর্বাধিক প্রবল করিয়া দিন।

ইহাতে বুঝা গেল, দুনিয়ার প্রতি মায়া-মহব্বত থাকা জায়েয, প্রবল মহব্বতও জায়েয। কিন্তু 'সর্বাধিক প্রবল মহব্বত' শুধু আল্লাহ্‌র হক্, আল্লাহ্‌পাকের অধিকার। আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতকে যেকোন প্রবলের উপর অধিক প্রবল রাখিতে হইবে। প্রিয় বন্ধুর প্রতি যে রূপ প্রবল ভালবাসা থাকে, দুনিয়ার প্রতিও বন্ধুবৎসল ভালবাসা পোষণের অনুমতি আছে। কিন্তু সর্বাধিক প্রিয় বন্ধু আল্লাহকে জানিবে।

নবীজীর হাবীব কাহারো ?

'প্রিয় বন্ধু' শব্দটি উল্লেখ প্রসঙ্গে একটি হাদীসের কথা মনে পড়িয়া গেল

যাহাতে প্রিয়নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদিগকে 'প্রাণপ্রিয় বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। একদা তিনি বলিয়া উঠিলেন :

مَتَى الْقَىٰ أَحَبَّابِي

“কবে আমি আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণের সাক্ষাত লাভ করিব? কবে আমি তাহাদের সহিত মিলিত হইব?”

ইহা শুনিয়া উপস্থিত সাহাবীগণ আরম্ভ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহু (ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)— اَلَسْنَا أَحَبَّابِكَ ؟

আমরা কি আপনার 'প্রাণপ্রিয় বন্ধু' নই?

হৃষ্মত বলিলেন—

اَنَا اَصْحَابِيْ وَ اَحْبَابِيْ قَوْمٌ لَّمْ يَرَوْنِيْ وَ اَمَنُوْا بِيْ - اَنَا

سِيْهُمُ بِالْاَشْوَاقِ (كنز العمال ج ١٤ ص ٥١ و ٥٢)

তোমরা আমার সাহাবী, আমার সান্নিধ্য ধন্য সহচর। আর আমার হাবীব, আমার পরমপ্রিয় ও প্রাণপ্রিয় বন্ধু হইল তাহারা যাহারা আমার ইহধাম ত্যাগের পর আমাকে না দেখিয়াও আমার প্রতি ঈমান আনিবে। চোখে না দেখিয়াও তাহারা আমাকে মানিবে এবং ভালবাসিবে। তাহারাই আমার হাবীব। তাহাদিগকে দেখিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া আছি।

আহ, আমরা যারা আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় নবীজীকে দেখি নাই, আমাদিগকেই তিনি তাঁহার হাবীব অর্থাৎ প্রাণপ্রিয় ও পরম প্রিয় বন্ধু বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। আল্লাহ্‌পাক অসংখ্য সালাম ও বেস্তমার রহমত বর্ষণ করুন আমাদের সেই দয়ালু রাসূলের উপর যিনি আমাদিগকে তাঁহার মোবারক যবানে 'প্রিয়জন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে দেখিবার জন্য এমন ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন।

আল্লাহ্র মহব্বতের ব্যাখ্যা

সারকথা এই যে, পার্থিব জগতের স্বজন-পরিজন, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির প্রবল মহব্বতেও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু, শর্ত হইল, আল্লাহ্র সঙ্গে মহব্বত, আল্লাহ্র প্রতি প্রেমাসক্তিকে প্রবলতর করিতে হইবে, ইহাকে সকল প্রবলের উপর প্রবল করিয়া রাখিতে হইবে। আমার হৃদয়-মন, অন্তঃকরণ অপেক্ষা বেশী প্রিয়

থাকিবেন আমার আল্লাহ্। আমার প্রাণের চাইতে বেশী প্রিয় থাকিবেন আমার আল্লাহ্। আমার বিবি, আমার সন্তান, স্বজন, বন্ধুজন সকলের চাইতে, সবকিছুর চাইতে পেয়ারা ও মাহবুব আমার আল্লাহ্। ইহারা আমার প্রিয়, ইহাদিগকে আমি ভালবাসিব। কিন্তু ইহাদের চেয়ে বেশী প্রিয় মহান আল্লাহ্। তাই, আল্লাহ্র মহব্বত ও আল্লাহ্র সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধকে সকলের উপর অগ্রগণ্য করিব এবং জীবন ভরিয়৷ সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিয়াই জিন্দেগী কাটাইব।

প্রিয়নবীর দরখাস্ত

হযূর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এই মহব্বতেরই দরখাস্ত করিয়াছেন এই ভাষায় :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ

الْبَارِدِ.....

আয় আল্লাহ্! আপনার মহব্বতকে আমার অন্তঃকরণে আমার জানের চেয়ে বেশী, আমার মালের চেয়ে বেশী, আমার পরিবার-পরিজনের চেয়ে বেশী এবং ঠাণ্ডা পানির চেয়ে বেশী প্রিয় ও প্রবল করিয়া দিন।

অর্থাৎ পিপাসার্তের নিকট ঠাণ্ডা পানি যত প্রিয়, আপনার মহব্বত ও ভালবাসাকে আমার প্রাণে ততোধিক প্রিয় ও প্রবলতর করিয়া দেন। এই সবকিছুই আমার নিকট প্রিয় বটে, কিন্তু হে মাহবুব! হৃদয়-মনে আপনাকে আমি এতদপেক্ষা বেশী মাহবুব রূপে পাইতে চাই, এতদপেক্ষা প্রিয় বানাইয়া রাখিতে চাই।

এই হইতেছে আল্লাহ্র মহব্বত ও দুনিয়ার প্রতি মহব্বতের সুনির্ধারিত সীমারেখা, চৌশদ্দি ও ব্যবধান যাহা স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিজের জন্য চাহিয়াছেন এবং আমাদিগকেও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ)-এর
ফরিয়াদ :

বিশ্ববিখ্যাত মহান বুয়ূর্গ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ) কা'বা শরীফের গেলাফ ধরিয়া উক্ত হাদীসের শেষোক্ত মর্মবাণীটি এইভাবে আরখ করিয়াছিলেন :

پیاسا چاہے جیسے آبِ سرد کو
تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھکو ہو

পিয়াছা চাহে জ্যায়ছে আ-বে হুর্দ কো

তেরী পিয়াস্ উছছে ভী বাঢ় কর্ মুঝকো হো ।

“মাওলা, পিপাসায় ছটফটকারীর বুকে ঠাণ্ডা পানির যেরূপ পিপাসা লাগে, আমার অন্তরে ‘তোমার পিপাসা’ তদপেক্ষা বেশী করিয়া লাগাইয়া দাও । তোমাকে পাইবার পিপাসায় আমাকে আরও বেশী পিপাসিত করিয়া দাও ।”

আল্লাহ্ নামে মধুর দরিয়া

খরতাপা রৌদ্রেপোড়া পিপাসিত মানুষ যখন ঠাণ্ডা পানি পান করে, ঐ পানি তাহার কলিজা ঠাণ্ডা করিয়া দেয় । তাহার শিরায়-শিরায়, অস্থিমজ্জায়ও স্বস্তি, প্রশান্তি ও শীতলতা পৌঁছিয়া যায় এবং সে এক নতুন জীবন ফিরিয়া পায় । তদ্রূপ, যাহারা আল্লাহ্‌পাকের আশেক, তাহারা যখন আল্লাহ্‌পাকের নাম নেয়, ঐ আল্লাহ্‌ নাম যপের সময় তাহাদেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থা হয় । আল্লাহ্‌ নামের যিকিরে হৃদয়-মন জুড়াইয়া যায়, কলিজা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, অন্তকরণে ও সর্ব বদনে এক অপার্থিব প্রশান্তির আমেজ, শীতল পরশ ও কোমল আবেশ অনুভূত হয় । মস্নবী শরীফের ষষ্ঠ ভাগের এক ছন্দে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) তাহাই বলিতেছেন :

نام او چوں بر زبانم می رود

هر بن مواز عسل جوئے شود

নামে-উ চুঁ বর যবানাম মী-রাওয়াদ

হর বোনে-মো আয-আছাল জো-য়ে শাওয়াদ ।

‘আমার যবান যখন ঐ পেয়ারা মাওলার নাম লয়, আমার যবান, আমার হৃদয়-মন ও সর্ব অঙ্গ তখন মধুর দরিয়া বনিয়া যায়, দেহের প্রতিটি বিন্দু ও প্রতিটি পশম মূলে নহর ও ফোয়ারার ন্যায় কোন্ এক অমিয় মধুর ঋণাধারা বহিয়া যায় ।”

মহব্বতের উচ্চ মকামের অনুসন্ধান

আমার প্রিয় বন্ধুগণ, এখন আমাদেরকে সন্ধান করিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌ পাকের সহিত মহব্বতের এই মকাম কিরূপে হাসিল করা যায় । অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মহব্বতকে সকল মহব্বতের উপর প্রবল করার পন্থা জানিয়া সেই পথ ধরিতে

হইবে। কারণ, ইহা ব্যতীত পূর্ণ ফরমাবরদার ও পূর্ণ অনুগত প্রেমিক হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কেন? কারণ, যদি মন ও মনের কামনা-বাসনা আমার নিকট মাওলার চেয়ে, মাওলার ইচ্ছা ও পছন্দের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়, তবে যেখানে যে-কাজে আমার মনে আঘাত লাগিবে, কষ্ট হইবে, সেখানে মনের কামনা-বাসনাকে পূর্ণ করার জন্য আল্লাহর পছন্দ ও আল্লাহর কানুনকে আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিব (নাউযু বিল্লাহ)।

পক্ষান্তরে আল্লাহর সহিত মহব্বত ও সম্পর্ক যদি নিবিড়, প্রগাঢ় ও প্রবলতর হয় তবে মনের কামনা-বাসনাকে চূর্ণ করিয়া আল্লাহর হুকুম ও আল্লাহর ইচ্ছাকেই আমরা পূর্ণ করিব। যেমন কোন নারী কিংবা সুশ্রী বালক-তরুণ কিংবা উহার ছবিও যদি সামনে পড়িয়া যায়, সেক্ষেত্রে মনের চেয়ে মনের বানানেওয়ালা আল্লাহ যদি প্রিয় হয়, তবে মনের উপর আঘাতকে সাদরে বরণ করিয়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিয়া দিব। আর যদি মন ও মনের কামনা-বাসনার মায়া-মোহ প্রবল হয়, আর আল্লাহর সহিত মহব্বতের সম্পর্ক দুর্বল হয়, তবে মনের সবল কামনা ও লিপ্সা ঐ দুর্বল সম্পর্কের উপর জয়ী হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় মানুষ পাপাচার ও হারাম লালসা চরিতার্থ করা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, কিংবা তাহা অতি দুষ্কর হইয়া পড়ে। তাই, নাফরমানী হইতে বাঁচিবার জন্য অন্তরে আল্লাহর সহিত সবল ও প্রবল মহব্বত পয়দা করা জরুরী।

সুলতান মাহমুদ ও আয়াযের ঘটনা

এই মহা সত্যকে বুঝানোর উদ্দেশ্যেই মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) তাঁর মসনবী শরীফে একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুলতান মাহমুদ তদীয় গোলাম আয়াযের প্রতি অত্যধিক স্নেহপ্রবণ ছিলেন। এই কারণে উযীরগণ ইহাকে অহেতুক অতি প্রীতির আচরণ মনে করিয়া সুলতানের প্রতি পক্ষপাতদুষ্টতার ধারণা পোষণ করিতেছিলেন। উদ্ধৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সুলতান অসাবধান ছিলেন না। একদা তিনি তাঁর মন্ত্রী পরিষদের ৬৩ জন উযীরের এক পূর্ণাঙ্গ সভা আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার রাজভাণ্ডারের একটি দুর্লভ মোতি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য উযীর মহোদয়গণের প্রতি হুকুম জারী করিলেন। প্রত্যেক উযীরই তাহা ভাঙ্গিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন এই বলিয়া যে, সুলতানের রাজভাণ্ডারে এমন দুর্লভ ও অনুপম মোতি দ্বিতীয় আর একটি নাই। এত দামী শাহী মোতি কোন মতেই আমি ভাঙ্গিতে

পারিবনা। একের পর এক প্রত্যেক উযীরই অসঙ্গত ও যুক্তি-বিবেচনার বহির্ভূত মনে করিয়া সুলতানের হুকুম তামীল করিতে অস্বীকার করিলেন।

আসলে সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল এই কথা প্রমাণ করা যে, একমাত্র আয়াযই আমার সাক্ষা আশেক, নিঃস্বার্থ-নির্লোভ ভক্ত ও খাঁটি প্রেমিক। আর তোমরা হইতেছ নিছক বেতনভুক্ কর্মচারী, টাকার নওকর। তাই, সুলতান সবশেষে আয়াযকে ডাকিয়া বলিলেন, আয়ায, আমার হুকুম, এই মোতি ভাসিয়া তুমি চূর্ণ করিয়া ফেল। আয়ায তৎক্ষণাৎ সজোরে একটি পাথর ছুঁড়িয়া মোতিটিকে টুকরা-টুকরা করিয়া ফেলিল। শাহী মহলে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। উযীরগণ সহ সকলে আয়াযকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল যে—

ایں چہ بے باکی ست واللہ کافرست

ছি! কী ধৃষ্টতা! কি দুঃসাহসিক আচরণ! সুলতানের সহস্র নেআমত ভোগকারীর কী অকৃতজ্ঞপূর্ণ এক মূর্থ কাণ্ড!

সুলতান বলিলেন, আয়ায, যে কাজ করিতে উপস্থিত সভাসদের একটি মানুষও সাহস করিল না, সেই কাজটা তুমি কিরূপে করিতে পারিলে, উযীরদের সম্মুখে উহার ব্যাখ্যা পেশ কর, উত্তর দাও।

گفت ایاز اے مہتران نامور

امر شہ بہتر بقیمت یا گھر؟

গোফ্ত আয়ায আয় মেহ্তরানে নামওয়ার

আমরেশাহ্ বেহ্তর বকীমত ইয়া গোহার?

আয়ায তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে সম্মানিত সভাসদ, বলুন, বাদশার হুকুমের দাম বেশী, না মোতির দাম বেশী?

আয়াযের এ যুক্তিপূর্ণ ও মর্মপূর্ণ বক্তব্য শুনিয়া নিজদিগকে জ্ঞানী-সম্মানী বলিয়া দাবীকারীরা অজ্ঞান বনিয়া লজ্জাশ্লীল মন্তক অবনত করিয়া ফেলিল।

কহিল আয়াযঃ মহামাননীয়, গুণবান, মহাজন

মহতী সমীপে অধম বিনীতের বিনীতেক নিবদেন।

শাহী ফরমান মূল্যবান অতি?

নাকি কীম্বতি সুলতানী মোতি?

তাআ'ল্লুহু মাআ'ল্লাহ

সুলতান যেমন মহা সুলতান

সুলতানী হুকুম সুলতানী মান,

মাণিক ত তাঁহার মামুলী সামান

ফরমানে শাহী অতি মহীয়ান্ ।

জানিয়া ফরমান সম-সুলতান

ভাঙিয়া করিয়াছি মোতি খান খান ।

ঘৃণ্য আমি তাই, গুণাগার অতি?

এই কি জ্ঞানধার বিবেকের জ্যোতি ?

শুনিয়া তাবৎ শির-উন্নত

লজ্জানুতাপে মস্তক নত,

সত্যি ত আয়ায শত অনুগত

মিথ্যে গরবেই মোরা গর্বিত ।

বন্ধুগণ, তদ্রূপ, আবাদের মন ভাঙ্গে ভাঙ্গুক, মনে আঘাত লাগে লাগুক । কিন্তু সকল বাদশার বাদশা মহান আল্লাহর ফরমান যেন না ভাঙ্গে । মন ভাঙ্গা তো অতি সামান্য ব্যাপার, কিন্তু ঐ বাদশার হুকুম ভাঙ্গা বা লংঘন করা খুবই কঠিন ও অতি ভয়াবহ । মনের হারাম কামনা-বাসনা যা আল্লাহকে নারায করে, আমাদের রুচিতে ও দৃষ্টিতে উহা দামী মোতির মত কীমতী বলিয়া মনে হইলেও আল্লাহর শাহী হুকুমের পাথর দ্বারা ঐ মোতিকে অকুণ্ঠচিত্তে গুঁড়া-গুঁড়া করিয়া দিতে হইবে । কামুক মন তার কুৎসিত বাসনা পূরণের জন্য যতই লালায়িত হউকনা কেন, নামাহুরাম-ভিন্ নারী ও দাড়ি-গোঁফহীন সুশ্রী বালক-তরুণের প্রতি কোনক্রমেই আমরা দৃষ্টিপাত করিব না ।

মাওলার কীমত

আমার বন্ধুগণ, বস্তুর ইহাই আল্লাহর মহক্বতের যথার্থ হক্ ও দাবী । যদিকে তাঁর আদেশ, আমরা সেদিকে ছুটিব । প্রতিটি আদেশ যেমন মানিব, প্রতিটি নিষেধও অবশ্যই মানিব । হযরত মাওলানা শাহ আবদুলগনী ফুলপুরী (রঃ) বলিয়াছেন যে, জনৈক বুয়ুর্গ কোথাও যাইতেছিলেন । পথিমধ্যে হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, হে আল্লাহ, আপনার কীমত কত ? আসমান হইতে গায়্বী আওয়ায আসিল, উভয় জগৎ আমাকে সঁপিয়া দাও । জবাবে তিনি বলিলেন—

قیمت خود هر دو عالم گفته
نرخ بالا کن که ارزانی هنوز

হে আল্লাহ্, আপনার কীমত কি শুধু এই দুইটি জগত ? নিজের কীমত আপনি এত মামূলী বলিতেছেন ? হে মহান, আপনি অতি মহীয়ান, আপনার কীমত এত মামূলী বলিয়া নিজেকে এত সস্তা দামে পেশ করিতেছেন ? তাই, দাম বৃদ্ধি করুন। বলুন, আপনি আরও কি কি চান? হে পাক-যাত, আপনার কীমত এত সামান্য বলিলে নিশ্চয়ই তাহা অতি সামান্য হইয়া যায়। হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযুব (রঃ) এই মর্মেই বলিয়াছেন :

دونوں عالم دے چکا ہوں مے کشو
یہ گراں مے تم سے کیا لی جائیگی

লভিতে মাওলার প্রেমের সুরা
সঁপি নু তাহারে দোজাহান পূরা,
হে প্রেমিকদল এ যে প্রেম-মদিরা
দোজাহানও হেথা দাম অতি থোড়া।
দানিব কি আর তারে ভাবি হয়রান
পাক মহা যাতের এ প্রেম শারাবান।

অর্থাৎ ইহ-পরকালের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াও যদি আল্লাহকে রাযী করিয়া লওয়া যায় তবে 'খুব সামান্যের' বিনিময়েই ঐ মহাপাক মাওলা তার নাপাক বান্দার সহিত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গেলেন। অতএব, অতি অল্পক্ষণের এ জীবনে তাহার কয়েকটি মাত্র আদেশ ও নিষেধ মান্য করিয়া চলিতে যাহা কিছুই বিসর্জন দিতে হয় তজ্জন্য আমরা সদা পত্তৃত, সদা উৎসর্গীত, সদা সমর্পিত ও অদম্য অবিরত চেষ্টায় রত থাকিব, ইহাই মাওলার হুক্ এবং ইহাই তাহার প্রেম-মহব্বতের যথান্যায্য দাবী।

প্রেমের রাজত্ব ও প্রেমিকের সম্মান

আল্লাহপাক যাহাকে তার প্রেমের দান ও প্রেমিকের সম্মানে ভূষিত করেন, এ বিশ্বজগতে বিনা মুকুটেই সে বিশ্বসম্রাট। তাই ত হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দিছেদেহ্লবী (রঃ) দিল্লীর জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া দিল্লীর সিংহাসনাধিপতি মোগল সম্রাট মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :

دلے دارم جواهر پارۂ عشق ست تحویلش
کہ دارد زیر گردوں میر سامانے کہ من دارم ؟

সিংহাসনে আরোহণের মত মহা সম্মানের অধিকারী হে রাজন্যবর্গ, মহান আল্লাহ এই ওয়ালীউল্লাহর বুকের মধ্যে তাহার প্রেমের বিপুল মণি-মাণিক সমৃদ্ধ একটি হৃদয় দান করিয়াছেন। হৃদয়রাজ্যের প্রেমসিংহাসনের এরূপ মুকুটবিহীন সম্রাট ও সিংহাসন বিহীন সিংহাসনাধিপতি, সম্পদে এরূপ মহা ধনী ও ঐশ্বর্যশালী এই আসমানের নীচে, যমীনের উপরে যদি কেহ থাক, তবে আস, ওলীউল্লাহ তাহাকে দেখিতে চায়। কারণ, তোমাদের ধন-দৌলত, ব্যাংক-ব্যালেন্স, তোমাদের মস্তিষ্ক, রাজত্ব, তোমাদের রাজমহল, রাজমুকুট, রাজসিংহাসন এবং সকল রাজকীয় আসন-ফ্যাশন সবকিছু একদা এই মাটির উপরই পড়িয়া থাকিবে। আর সহস্র বিভূ-সামগ্রী ও ঐশ্বর্যের স্থলে মাত্র দুই গজ সাদা কাফনের কাপড়ে পেচাইয়া একটি গর্তের ভিতর মাটির বিছানার উপর শোওয়াইয়া দিয়া শাহী বুকের উপর মাটি চাপিয়া দেওয়া হইবে, যে মাটির উপর মহা প্রতাপে কখনও রাজত্ব করিতেছিলে এবং ধন ও দালানের গর্বে অতিশয় গর্বিত ও দগ্ধিত ছিলে। তখন বুঝিবে যে, এই দুনিয়ার কি হাকীকত, কি সারবত্তা ? এবং তখন বুঝিবে এ দুনিয়ায় আগমনের ও দুনিয়ার জীবনের সফলতা-স্বার্থকতা কিংবা দীনতা, নিঃস্বতা ও অপূরণীয় ব্যর্থতা।

দুনিয়ার স্বরূপ, যৌবনের পরিণতি ও নারীর সৌন্দর্যের লীলা

দুনিয়ার হাকীকত ও প্রকৃত স্বরূপ সঙ্গন্ধে আমারই একটি ছন্দ শুনুন :

یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی
قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی
خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

অর্থ : দুনিয়ার মোহনীয়-কমনীয় রূপ-লাবণ্যের প্রতি, স্বাদ-গন্ধের প্রতি কতনা লালায়িত ও মোহাবিষ্ট ছিলাম। কবর ঘরে প্রবেশ করিতেই দুনিয়ার হাকীকত খুলিয়া গেল, কল্পিত সব আসলই এখানে ঘৃণিত নকল রূপে ধরা পড়িল। হায় পরিতাপ, সে ত বিভ্রান্তিপূর্ণ ও মিথ্যা কাহিনীর এক স্বপ্নপুরী ছিল।

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) বলেন :

زلف جعد و مشکبار و عقل بر
آخرا و دم زشت پیر خر

হে যুবক-তরুণেরা, শোন, লাভণ্যময়ী, রূপবর্তী যে ষোড়শী যুবতী অদ্য তোমাদিগকে পাগল করিতেছে, কামুক রঙে-ঢঙে তোমাদের প্রিয় দ্বীন-ঈমানকে ধ্বংস করিতেছে, তোমাদের দৃষ্টিকে লজ্জাহীন ও চরিত্রহীন করিতেছে, একটিবারও উহার সর্বনাশা পরিণতি তোমরা ভাবিয়া দেখিতেছ কি? আমরা স্বীকার করি যে, মেশকের মত সুগন্ধ ছড়ানো ও ঘনকালো কৌকড়ানো কেশদাম ও যৌবন দ্বারা উহারা তোমাদেরকে পাগলকারিণী, তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি হরণকারিণী বটে। কেন স্বীকার করিব না, স্বয়ং রাসূলুল্লাহু ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামই ত বলিয়াছেন যে, নারীরা যদিও জন্নগতভাবেই স্বল্পবুদ্ধিশীলা, কিন্তু ইহারা বড় বড় বুদ্ধিমানের বুদ্ধি-বিবেক হরণকারিণী। কিন্তু শোন, আজ যে নারীর সুগন্ধ ছড়ানো কৌকড়ানো কেশদাম বিবেক-বুদ্ধি হরণ করিয়া তোমাকে বোকা বানাইয়া দিতেছে, ইহার পরবর্তী একটা ঘণিত পরিণতিও তো আছে? যখন তাহার বয়সসীমা ৭০/৮০ বৎসরের কোঠায় পৌঁছিব, সাড়ে পাঁচ নব্বরের চশমা লাগাইয়া লাঠি ভর দিয়া কোমর বাঁকাইয়া ছোবড়ার মত দাঁতশূন্য মুখখানা লইয়া হাটিবে- চলিবে, সেদিনের এ তাপসীরূপী বুড়ীকে দেখিয়া এক কালের সেই রূপসীকে তুমি এই তাপসীর মধ্যে আর খুঁজিয়া পাইবে? ইনিই ত সেদিনের সেই রূপসী যার কেশরাজি হাজার যুবক-তরুণকে পাগল করিয়া রাখিয়াছিল। অদ্য তাহাই বৃদ্ধ গাধার বিশ্রী-বীভৎস লেজে পরিণত হইয়াছে।

মাওলানা রুমীর কবরকে আল্লাহপাক নূরে ভরিয়া দিন। তিনি যদি বৃদ্ধ গাধার লেজের সহিত তুলনার স্থলে জোয়ান গাধার লেজের উল্লেখ করিতেন তাহা হইলে কিছু কিছু আহাম্মক লোক ইহাতেই হয়তঃ ধোকাগ্রস্থ হইয়া যাইত যে, আরে, কিছু ত এখনও আছে। তাই, বৃদ্ধা-নারীর চুলকে তিনি বুড়া-গাধার সহিত তুলনা করিয়াছেন যাহা শুনিয়া অন্তরে ঘৃণা পয়দা না হইয়া পারেনা। আত্মিক ব্যাধি সমূহের সফল চিকিৎসায় মনস্তত্ত্বে পারদর্শীতা অপরিহার্য।

একবার ১৯৭৬ ইং সনে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী হযরত মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী ছাহেব করাচীতে শুভাগমন করেন। আমি তাঁহাকে ঐ মুহূর্তে তৈরী আমার একটি তাজা ছন্দ শুনাইয়াছিলাম যাহা একটু পরেই

পরিবেশিত হইবে। তৎপূর্বে মর্মস্পর্শী আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ছন্দ পেশ করা হইতেছে—

کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی
کوئی ناناہوا ، کوئی نانی ہوئی

প্রিয়তমা জ্ঞানে যারে, করেছ নাদানী
কোমর বাঁকিয়া আজি তিনি এক নানী।
সুদর্শন রতন সেই চন্দ্র মুখ থানা
ওই যে চাহিয়া দেখ তিনি এক নানা।

তাজাতর ঐ ছন্দে অতি সংক্ষেপে সেই সর্বনাশা চিত্রটাই অংকন করা হইয়াছে যে, আজকের বালক কয়েকদিন পর তরুণ হয়, আবার যৌবনে পা দেয়। আজকের ছোট্ট মেয়েটি অল্পদিন পর তরুণী, যুবতী, যোড়শী হয়। এভাবে শৈশবের পর তরুণ্য আসে, তরুণ্য শেষ হইয়া যৌবনকাল আসে। যৌবনও স্থায়ী থাকে না। একদিন যৌবন খতম হইয়া বার্ধক্য আক্রমণ করিয়া বসে। দাঁত পড়িয়া যায়, দেহ ভঙ্গিয়া যায়, গর্দান নুইয়া যায়। কোমর বুকিয়া পড়ে। মুখ, ওষ্ঠ, কেশদাম ও সর্বাঙ্গের সৌন্দর্য-সৌষ্ঠব বিগড়াইয়া বিকৃত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। আবার বার্ধক্যের অপ্রিয় আক্রমণের পর একদিন মৃত্যু আসিয়া নিষ্ঠুর থাবা মারিয়া বসে। যৌবন গেল, সৌন্দর্য গেল। সকল উন্মাদনা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কালক্রমে একদিন জীবনের ক্ষীণ বেলাটুকুও হঠাৎ নিভিয়া গিয়া স্বপ্নপুরীর সকল খেলাই সাস্ত করিয়া দিল। সকল উজ্জ্বাস ও উন্মাদনার চিরদিনের তরে ইতি টানিয়া দিল। সূর্যের নিত্যকার উদয়-অস্ত শত-সহস্র তরুণ-তরুণীর, যুবক-যুবতীর সুদর্শন আকৃতিকে বিকৃত করিয়া দিতেছে, রূপ-লাবণ্য কাড়িয়া নিতেছে। সূর্যের উদয়-অস্ত ও দিবারাত্রের পরিবর্তন আমাদের কালো চুলকে সাদা করিয়া দেয়, আমাদের দন্ত সমূহকে মুখের বাহিরে সরাইয়া দেয়। আমাদের গাল ও কপালে ভাঁজ ঢালিয়া কুঞ্চিত করিয়া দেয়। ক্র্যুগলকে নীচে লটকাইয়া দেয়। কোমল-সদুর্শন চেহারা সমূহ ভঙ্গিয়া সুদর্শনকে কদাকার ও কুদর্শন বানাইয়া দেয়। সূর্যের উদয়-অস্তের প্রভাবে কালের অবিরাম পরিবর্তন যদি সূচিত না হইত তবে কোন বস্তুই আমাদের সৌন্দর্য ও কমনীয়তা ছিনাইয়া নিতে পারিত না।

তাই ত যখন ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসান ঘটিয়া জান্নাতে প্রবেশ নসীব হইবে, সেখানে চির কান্তিমান, চির সজীব দেহ, যৌবন ও রূপ-লাবণ্য দান করা হইবে, যাহা আর কোন দিন ক্ষয় হইবে না। সেখানে বার্ষিক্য আসিবেনা, চুল শ্বেতবর্ণ হইবে না, মুখ ধসিবেনা, দাঁতও পড়িবে না। কারণ, সেখানে সূর্য নাই, উদয়াস্ত নাই, দিবারাত নাই, সপ্তাহ-মাস নাই, বৎসর নাই, দিন-তারিখ কিছুই নাই। তাই সেখানে অব্যাহত পরিবর্তন নাই, ক্ষয় নাই, পতন বা বিয়োগও নাই।

হযরত মুফতী ছাহেবকে যেই তাজা ছন্দটি শুনাইয়াছিলাম তাহা হইল :

یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو
تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قریباں کرے

মনোহর এ গুলিস্তান
হবে একদিন মরুদ্যান,
কহিও খবর বুলবুলিকে
জীবন না দেয় অসুবিধান।

অর্থাৎ মনোহর ও সুগন্ধ ফুলে-ফুলে সুশোভিত জীবন-যৌবনের গুলিস্তানকে বুলবুলির ন্যায় খোদার প্রিয় বান্দা-বান্দীরা যেন কোন রকম ধোকায় পড়িয়া অপরিণামদর্শীতার শিকার হইয়া বরবাদ না করিয়া ফেলে। কারণ, সাবধান, হে বুলবুলিরা, রূপ-লাবণ্য ও জীবন-যৌবনের এগুলিস্তান একদিন শুষ্ক ও শীহীন মরুদ্যানে পরিণত হইবে। তাই, এমন যেন না হয় যে, কোন বুলবুল বোকার মত ধোকাগ্রস্ত হইয়া এমন কোন ফুলের আকর্ষণে অমূল্য এ জীবনকে বিসর্জন করিয়া বসে যে-ফুল একদা শুকাইয়া যাইবে এবং অবশ্যই একদিন ঝরিয়া পড়িবে।

সকল মোহ ও আকর্ষণের বিনাশ

যেদিন মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে ও নিঃসঙ্গ গোরে প্রবেশ করিবে, সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পাইয়া যাইবে যে, যাহাদের জন্য মরিতেছিলে, উৎসর্গ হইতেছিলে, সেখানে তাহারা কোন্ উপকারে আসিবে? উহারা তো ফানী ও ধ্বংসশীল ছিল। ধ্বংসশীলের ছায়া তো আজ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ ত একমাত্র আল্লাহপাকের সহিত পালা, আল্লাহপাকের হাতে সকল মামলা ও মোয়ামলা।

একবার আকুড়াখটক হইতে প্রকাশিত আল-হক পত্রিকায় এ অর্থবহ ছন্দটি আমার নজরে পড়িয়াছিল :

جوچمن سے گذرے تو ای صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے
کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے

হে প্রভাত সমীরণ, হয় যবে তব ফুলবাগে বিচরণ

কহিও বুলবুল, বসন্তের প্রেমে মজিওনা অকারণ।

বসন্তের পরে আসিছে হেমন্ত, সাবধান প্রীতিধন

উজাড়িয়া সবি বসন্তের পদে মরিওনা কুমরণ।

অর্থাৎ বসন্তকালে সকল বাগান, পুষ্পোদ্যান শ্যামল-সজীব, পত্রপল্লবে পল্লবিত, ফুলে-ফলে সুশোভিত, সুরভিত থাকে। উহার আকর্ষণে মজিয়া বসন্তকেই সকল আশা-ভরসা বানাইয়া নেওয়া বুলবুলির বড় ভুল হইবে। কারণ, বসন্তের পর হেমন্ত আসিবে, হেমন্ত আসিয়া সুরভি ও শ্যামলিমা কাড়িয়া নিবে। সজীবকে নির্জীব করিয়া দিবে, পত্রপল্লব ও ফুল-মূলকে বিবর্ণ বানাইয়া, ঝরাইয়া শুকাইয়া সকল রূপ-শ্রী-লাবণ্য ছিনাইয়া নিবে। বসন্তের প্রীতিময় স্মৃতি সমূহ মুছিয়া, ফেলিবে। তাই পল্লবিত বসন্তের প্রেমে ডুবিয়া যাওয়া বুলবুলের অন্যায় হইবে, বোকামী হইবে। এখনই তাহাকে হেমন্তের কথা স্মরণে রাখিয়া সাবধানে কদম রাখিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় পথ ও প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে। মনোভোতা তারুণ্য, যৌবন, সুন্দর চেহারা ও সুশ্রীদেহের সকল সৌন্দর্য অচিরেই মলিন, ও বিলীন হইয়া যাইবে। তাই, উহার বদলে পরম সুন্দর আল্লাহর উপর উৎসর্গ হও, যাহার সৌন্দর্য চির-অমলিন।

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযুব (রঃ) লক্ষৌর ডেপুটি কালেক্টর (বর্তমানে যাহাকে ডি. সি. বলা হয়) ছিলেন এবং তিনি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)এর খলীফা ছিলেন। একবার লক্ষৌয়ে ভয়সরয়ের আগমন উপলক্ষ্যে সমগ্র লক্ষৌ শহরকে সাজানো হইয়াছিল। অসংখ্য পতাকা, তোরণ ও অসংখ্য বাতির দ্বারা এমনভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আলোকসজ্জিত করা হইয়াছিল যে, পুরা শহরটাকে এক রূপসী দুর্লহান বা নববধু বলিয়া মনে হইতেছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া খাজা সাহেব (রঃ) একটি শিক্ষণীয় ছন্দ রচনা করিয়া হযরত শাহ আবদুলগনী ফুলপুরী (রঃ)-কে বলিলেন, হযরত, এইমাত্র এই ছন্দটি তৈরি হইয়াছে :

رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل
یہ خزاں ہے جو بہ انداز بہار آئی ہے

রূপরাঙাদের প্রেমের ফাঁদে পড়িস্নে অবুঝ মন,
ইহা হেমন্ত যদিও সুকান্ত, বাসন্তী-আচ্ছাদন।

অর্থাৎ মন হরণের আকর্ষণপূর্ণ সকল রঙ-রূপই দেখিতে বসন্তের মত লোভনীয় মনে হইলেও উহার মধ্যেই লুক্কায়িত আছে হেমন্তের মত অপূরণীয় ধ্বংস ও বিনাশ। কারণ, এ হারাম আকর্ষণ ও হারাম সম্পর্ক স্থাপন দীন-দুনিয়া উভয়েরই ভয়াবহরূপ ধ্বংস সাধন করে, যাহার ক্ষতিপূরণ অতি দূরূহ ব্যাপার।

মাটি যোগ মাটি কিংবা মাটি যোগ আল্লাহ

মোটকথা, দুনিয়া ও উহার রূপের বাহার একটা ধোকা ছাড়া কিছু নয়। তাই, আমরা যদি আমাদের জীবন ও যৌবনকে, আমাদের দেহের মাটিকে, দেহমাটির প্রতিটি অংশকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ফরমাবরদারী ও আনুগত্যের অধীন রাখিতে পারি তাহা হইলে যোগ অংকের মত আমাদের মাটির সহিত আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যোগ হইয়া যাইবেন এবং এই মাটির সহিত আল্লাহ-রাসূলের এই যোগ ও যোগাযোগের সূত্র কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। ফলে, বান্দা + আল্লাহ ও রাসূল-এর সুমহান মর্যাদা নসীব হইয়া যাইবে। ক্ষুদ্র মাটি আল্লাহ-রাসূলের যোগসূত্রে গ্রথিত হওয়ার যোগফল স্বরূপ আমাদের এ মাটি বড় দামী হইয়া যাইবে। আর এই দেহমাটিকে শুধু খানাপিনা, আহার-বিহার আর হাগা-মুতার কাজেই যদি ব্যয় করিতে থাকি, তবে এক মাটিকে আর এক মাটির উপর উৎসর্গ করা হইবে, যাহার পরিণাম সহজে অনুমেয়। এক মাটি যদি আরেক মাটির উপর উৎসর্গ হয় তবে মাটি + মাটি, যোগফলও দাঁড়াইবে মাটি।

নামী-দামী শামী কাবাবও আসলে মাটি। পোলাউ-কোর্মাও মাটি। উহাকে দাফন করিয়া রাখ, কিছুদিন পর দেখিবে উহা মাটি হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ মূলতঃ এই নারীও মাটি, দালান-কোঠা, ঘরবাড়ীও মাটি। সবই মাটির জিনিস, মাটিই উহার অবশেষ। আমরা যদি এসব মাটির মধ্যেই মজিয়া ও ডুবিয়া থাকি, দুনিয়ার নেআমত সমূহের ভোগ-উপভোগেই মশগুল থাকি, কিন্তু এসব নেআমতের যিনি দাতা, সেই নেআমতদাতাকে যথানুরূপ স্মরণ না করি, তাহার হুকুম-আহকাম পালন

না করি, তাহা হইলে আমরা নিজ মাটিকে মাটির উপর বিলীন করিয়া দিলাম।
অতএব, কিয়ামত দিবসে দেখা যাইবে, এক ত আমাদের দেহের মাটি, সেইসঙ্গে
+ মাটি + মাটি + মাটি। যোগফল = মাটি। এই হইবে শেষ পরিণতি।

পক্ষান্তরে যদি আমরা আল্লাহ ও রাসূলকে রাযী করিয়া লইতে পারি, অর্থাৎ
বিবি-বাচ্চার হকও আদায় করিলাম, নিজের দেহের হকও আদায় করিলাম,
রুযি-রোযগার, কায়কারবারও করিলাম, কিন্তু আল্লাহপাকের আনুগত্যের সহিত,
আল্লাহপাকের হুকুমের মধ্যে থাকিয়া করিলাম, আল্লাহকে নারায করিলাম না,
আল্লাহর দাসত্ব, আনুগত্য, আল্লাহর মহব্বতের সম্পর্ক ও আল্লাহর হুকুম
তামীলকারী বান্দা হইয়া থাকার সম্পর্ক নষ্ট করিলাম না, তাহা হইলে কিয়ামতের
দিন আমাদের এই তুচ্ছ মাটির সহিত আল্লাহ ও রাসূল যোগ হইয়া এ মাটি বড়ই
দামী হইয়া যাইবে। তখন মাটি + মাটি + মাটির স্থলে মাটি + আল্লাহ +
রাসূলুল্লাহ হইয়া যাইবে। মজনু + লায়লার স্থলে মজনু + মাওলা—এই নেআমত ও
ইয্য়ত নসীব হইবে। এ হীন মাটি মাওলাকে পাইয়া ধন্য হইয়া যাইবে।

তাই বলি, হে প্রিয়বন্ধু, এ মাটিকে মাটির উপর বিলীন করিয়া দিওনা, বরং
মাটির স্রষ্টার উপর, সুন্দর পৃথিবী ও সুনীল আসমানের স্রষ্টার উপর উৎসর্গ কর।
তাহা হইলে তুমি বড় ভাগ্যবান হইবে, বড়ই কল্যাণ ও সাফল্য লাভে ধন্য হইবে,
দোজাহানে তুমি বড়ই সুখী হইবে।

উন্নত প্রকৃতির মানুষ ও নীচু প্রকৃতির মানুষ

এ সম্পর্কে আমার একটি মর্মময় ছন্দ শুনুন।.....

کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو
جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو

মাটি করোনা মাটির তরে

তোমার মহৎ জীবনটারে

জীবন যোবন দাতা যিনি

বিলাও জীবন তাহার তরে।

হযরত খাজা সাহেব মজযুব (রঃ) বলেন :

ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے
جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے

হায় কি যুলুম করিতেছ তুমি?

মরাদের উপর মরিতেছ তুমি?

নহে রুচি-মন উন্নত তব

রূপের নেশায় উন্মাদ তুমি!

অর্থাৎ মৃত্যু যাহাদের অবধারিত, যে রূপ-যৌবনের ধ্বংস ও পতন সুনিশ্চিত, তাহাদের সহিত ঘৃণিত সম্পর্কের বিযুক্ত জীবন অবলম্বন করিয়া তোমার মহৎ জীবনের উপর তুমি কঠিন যুলুম করিতেছ। ফানাশীল-পতনশীলদের জন্য জীবনপাত করা উন্নত মন, উন্নত রুচি, উন্নতশিরের কাজ কিছুতেই নয়। তাই যাহারা মরিয়া পচিয়া-গলিয়া দুর্গন্ধময় লাশে পরিণত হইবে তাহাদের সহিত মন লাগাইও না। যিনি যৌবন দান করিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে শৈশবেই তিনি মৃত্যুও তো দিতে পারিতেন। তাই, যিনি জীবন দিয়াছেন, যৌবন দিয়াছেন, আমাদের বুকের মধ্যে একটি হৃদয় দান করিয়াছেন, এ হৃদয়মন একমাত্র তাহার জন্যই উৎসর্গ করা উচিত। একমাত্র তিনিই উপযুক্ত আমাদের উৎসর্গীত প্রাণ ও নিবেদিত হৃদয় পাওয়ার।

‘আহ্লে-দিল্’ (দিল্‌ওয়ালা) কাহার

বিখ্যাত মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্দোরী (রঃ)-এর খেদমতে আমি আমার ‘মাআরেফে মসনবী’ কিতাবখানা হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিলাম। হাতে নিয়া কিতাব খুলিতেই আমারই রচিত একটি ফার্সী ছন্দ তাঁহার চোখে পড়িল। ছন্দটির বক্তব্য এই ছিল যে, দিল্ তো আল্লাহ্‌পাক ইনসান, মুসলমান, কাফের, ফাসেক কুন্তা, বিড়াল সকল প্রাণীর সীনাতেই দান করিয়াছেন। তবে কেন খোদাশ্রেমিক ওলী-আওলিয়া ও বুযুর্গানেদ্বীনকেই শুধু ‘আহ্লে দিল্’ (বা দিল্‌ওয়ালা) বলা হয়? এ ছন্দে আমি এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছি :

اهل دل آنکس کہ حق را دل دهد

دل دهد او را کہ دل را می دهد

'আহ্লে দিল্' বা প্রকৃত হৃদয়ওয়ালা তাহারা যাহারা আপন হৃদয়খানা আল্লাহকে দিয়া দেয়, যাহারা আল্লাহর প্রেমে, আল্লাহর জন্য হৃদয়কে উৎসর্গ করিয়া দেয়। মায়ের গর্ভাশয়ে থাকা কালে আমাদের সীনায় যিনি হৃদয় স্থাপন করিয়াছেন, হৃদয়কে যখন সেই আল্লাহর জন্য সঁপিয়া দেওয়া হয়, হৃদয়মন ও হৃদয়ের প্রেম-ভালবাসা আল্লাহকে দান করা হয়, ইহাতে ঐ হৃদয়ের মূল্য পরিশোধ হইয়া যায়। কারণ, আল্লাহপাকের যাত অতি কীমতী যাত্। সেই পাক্ যাতে হাতে হৃদয় সঁপিয়া দিলে এ হৃদয়ও কীমতী হইয়া যায় এবং হৃদয় নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত হইয়া যায়। বস্তুতঃ এজন্যই খোদাপ্রেমিক আহলুল্লাহগণকে 'আহলেদিল্' বা 'হৃদয়ওয়ালা' নামে ভূষিত করা হয়। কারণ, তাঁহারা হৃদয়কে হৃদয়ের বানানেওয়ালার হাতে অর্পণ ও উৎসর্গ করিয়াছেন। ফলে, তাঁহাদের হৃদয়ই 'হৃদয়' এবং তাঁহাই 'প্রকৃত হৃদয়ওয়ালা' বান্দা।

হযরত মাওলানা বিনৌরী (রঃ) এই ছন্দটি পড়িয়া আবেগাপ্ত হইয়া দুর্লভে লাগিলেন। অতঃপর তিনি আরবীতে এমন একটি কথা বলিলেন যাহার আমি উপযুক্ত নই। শুধু বরকত স্বরূপ তাহা উল্লেখ করিতেছি। কারণ, বুয়ুগানেদ্বীনের সুধারণা ও সুধারণামূলক উক্তিকে আমি নিজের জন্য মস্তবড় নেআমত ও সৌভাগ্য মনে করি এবং নেক-ফালী তথা নেক্ ভবিষ্যতের শুভলক্ষণ সূচক নেক্ উক্তি বলিয়া মনে করি। তিনি বলিলেন, আখতার, তোমার এই ছন্দটি দেখিয়া আমার মনে হইতেছে—

لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَوْلَانَا رُؤْمَ

তোমার মধ্যে ও মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তুমি ও রুমী আমার নজরে এক ও অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

আমার 'মাআরেফে-মসনবীর্' উপর তিনি অতি উচ্চমানের একটি অভিমতও লিখিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, ঐ সব ভাষা উদ্ধৃত করিতেও আমি শরম বোধ করি। এ সকল আকাবেরের নেক্ ধারণার বরকতে এ অধমকে আল্লাহপাক তদ্রূপই বানাইয়া দিন। (আমীন)।

হযরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আহমদ ছাহেব (রঃ) আহ্লে-দিলের মকামকে এভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا
اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا

অর্থাৎ আল্লাহর শোকর যে, আমার অন্তরে মাওলার প্রেমের ব্যথা এখন 'স্থায়ী' হইয়া গিয়াছে। মনে হয় আমার দিল এখন দিল হইয়া গিয়াছে।

প্রেমের স্থায়ী ব্যথা লাভ করা মানে, সব সময় দ্বীনের উপর কায়েম থাকা, সুনুত-শরীঅত ও তাকওয়ার উপর অটল থাকা। ইহা নয় যে, কখনও তো খুব ইবাদত-বন্দেগী, আবার কখনও একদম শয়তান। মাওলানা এখানে 'মনে হয়' কথাটি বিনয় বশতঃ বলিয়াছেন, যাহাতে দাবী করা না হইয়া যায় (যে, আমি প্রকৃত দিলওয়ালা লোক)।

শোকর খোদার দিলের ব্যথা

এখন মোস্তাকিল,

এবার বুঝি পেয়ে গেছি

দিলের মত দিল।

দুনিয়ার হাকীকত ও মৃত্যুর লীলা

বন্ধুগণ, এ দুনিয়ার হাকীকত কতটুকু? দুনিয়াকে কেন্দ্র করিয়া মনে মনে মানুষ কতনা জল্পনা-কল্পনার জাল বুনিতে থাকে। ঐ যমীন, ঐ বাড়িটা খরিদ করিব, অমুক প্লানের একটা দালান বানাইব, এই কারখানা তৈরী করিব, আগামী ইলেক্শনে প্রধান মন্ত্রীর পদের জন্য লড়িব, ইত্যাদি। হঠাৎ যেদিন আযরাঈল (আঃ) আসিয়া উপস্থিত হন, সেদিন আমাদের, সকল জল্পনা-কল্পনার কী পরিণতি হয়? দুনিয়ার সেই হালত ও হাকীকতকে আমি আমার এই ছন্দের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছি :

آکر قضا باهوش کو بے ہوش کر گئی
ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی

মৃত্যু আসিয়া সচেতন যত

অচেতন করিয়া গেল

জীবনের কত সাধ-জল্পনা

শীতল করিয়া দিল।

কল্পনার কতনা মোহময় প্রোথাম, রঙ্গীন সংসার, কতনা শক্তির দাপটকে
মিস্মার করিয়া দিল। আশা-আকাংখার কতনা প্রাসাদকে ধূলিস্যাত করিয়া দিল।

দুনিয়ার ধ্বংসলীলার করুণ চিত্র সম্পর্কে নখীর আকবরাবাদী তাঁর এক ছন্দে
বলেন :

کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا
معطر کفن تھا ، مشین بدن تھا
جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا
نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا

চন্দ্রবদন শত শত জন
করিয়াছি মোরা মাটিতে দাফন
কোমল কান্ত প্রিয়-দরশন
ছিল সুগন্ধ মোহিত কাফন।
কিছুদিন পর পুরাতন কবর
খুঁড়িয়া মরমে লাগে যে ব্যথা
কোথায় বদন, কোথায় কাফন
চিহ্ন কিছুই নাহি কো হেথা।

অর্থাৎ বহু গোরস্থানের এ মর্মবিদারী দৃশ্য আমি অবলোকন করিয়াছি যে,
কোমল বদন, সুদর্শন চেহারার কত পরম সুন্দর-পরমাসুন্দরী তরুণ-তরুণী,
যুবক-যুবতীদিগকে নিদারুণ অসহায় অবস্থায় গোরস্থানের মাটিতে দাফন করা
হইতেছিল। তখন তাহাদের মুখমণ্ডল চন্দ্রের মত সমুজ্জ্বল দেখাইতেছিল।
কাফনের কাপড়ও ছিল সুগন্ধময়। কিছুদিন পর পুরাতন হইয়া তাহাদের কবর সমূহ
যখন ধসিয়া পড়িল, তো চাহিয়া দেখি, হায়, সেই দেহের না একটি অঙ্গও বর্তমান,
না সেই কাফনবস্ত্রের একটি সুতাও সেখানে বিদ্যমান। এ করুণ দৃশ্য আমাকে
হতবাক করিয়া দিল, আমার বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়মনকে ভাবাইয়া তুলিল। বন্ধুগণ, যে
দেহের শোভা-সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দিবারাত আমরা ব্যস্ত, যাহার জন্য আমাদের
হৃদয়মন সর্বদাই বড় মগ্ন ও মত্ত, এই ত হইবে সেই দেহখানার নির্মম পরিণতি।
হায়, যেই রূপ-লাবণ্য ও সুন্দরের পাগল হইয়া মানুষ দীন-ঈমান ও আখেরাত
বর্বাদ করে, এই বুঝি উহার চরম পরিণতি !

মওলানা রুমী (রঃ) বলেন, হে মানুষ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ক্ষণস্থায়ী রূপ-রঙের পূজা না বর্জন করিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে সুদর্শন সুদর্শনাদের অবৈধ প্রেম-ভালবাসা বিরাজমান থাকিবে, কোন বালক বা নারীর সহিত হারাম সম্পর্কে লিপ্ত থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহকে পাইবে না এবং আল্লাহর সহিত প্রেমের সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত থাকিবে। মাওলানা রুমী আল্লাহপাকের পক্ষ হইতে বলেন :

آدمای معنی دلبندم بجزو

ترك قشر و صورت گندم بگو

আদম তনয় প্রেমের বাঁধন আমার সনে গড়
মূর্তিপীতি, বাকলপূজা আমার প্রেমে ছাড়।

হে আদম সন্তান, তোমরা আমার সহিত প্রেমের বন্ধন পয়দা কর, আমার সহিত ভালবাসা গড়িয়া তোলার মর্মময় পথ অনুসন্ধান কর এবং সেই পথ ধরিয়া আগে বাড়। রূপ-মূর্তির পূজা ও অসাড় ছাল-বাকলের ভালবাসা পরিহার কর।

রূপ-আকৃতি, মূর্তি প্রীতি ত্যাগিয়া বন্ধুগণ,
চিন্তা মাঝে নিত্য দেখ অযুত ফুল কানন।
আদমতনয় মাওলাপ্রেমের নিবিড় বাঁধন গড়,
মূর্তিপীতি, বাকলপীতি মাওলাপ্রেমে ছাড়।

হে আদম সন্তান, তোমরা আমি মাওলার সহিত প্রগাঢ় ও নিবিড় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হও, আমার সঙ্গে ভালবাসা গড়িয়া তোলার মর্মময় পথ অনুসন্ধান কর। রূপ ও আকৃতির মূর্তি পূজা এবং দুনিয়ার প্রতি অন্ধ অবৈধ ভালবাসা বর্জন কর। তবেই তুমি মাওলাপ্রেমের পথে বিছানো কাঁটা সরাইয়া দিলে। আর এই কাঁটা সরাইতে পারিলেই তুমি মাওলাকে পাইয়া গেলে।

অতঃপর তিনি বলেন :

گرز صورت بگذری ای دوستار

گلستان است گلستان است گلستان

রূপ-আকৃতির মূর্তিশ্রীতি ত্যাগিলে বন্ধুগণ,
হৃদয়ে লভিবে অযুত পুষ্প, অযুত ফুলকানন ।

অর্থাৎ বাহ্যিক চাকচিক্য, রূপ-লাবণ্য বর্জন করিলে, নাপাক সম্পর্ক হইতে বিরত থাকিলে আল্লাহ্‌পাক তাহাকে আপন প্রেমের নিবিড় সান্নিধ্য প্রদান করিবেন, হৃদয় কাননকে ফুলবাগানের মত নূরে-নূরে পরিপূর্ণ করিয়া এক সুমধুর প্রেমকানন বানাইয়া দিবেন ।

দুনিয়ার মায়াজাল হইতে মুক্ত ও খোদাপ্রেমিক হওয়ার উপায় কি?

এখন প্রশ্ন হইল, এই রূপ-লাবণ্য ও ছাল-বাকলের মোহ হইতে মুক্তি লাভ হইবে কিরূপে ? উহার উত্তরে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মহান খোদাপ্রেমিক হযরত শামসুদ্দীন তাবরেযী (রঃ)-এর সোহবত ও সান্নিধ্য অবলম্বন না করিয়াছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার শত এল্‌ম্ ও বিদ্যাবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও উহার উপর আমার যথার্থ আমল নসীব হয় নাই । আমলবিহীন এল্‌ম্ ও জ্ঞানের বোঝাই শুধু বহন করিতেছিলাম । যখন হযরত শামসুদ্দীন তাবরেযীর মোলাকাত ও তাঁহার সোহবত নসীব হইল, তিনি আমার অন্তর ও আত্মাকে আল্লাহ্র প্রেম-মহব্বত যোগে গরম করিয়া দিলেন, প্রেম-উত্তাপে দক্ষীভূত হৃদয় লাভের পরই এল্‌মের উপর আমলের তওফীক হইতে লাগিল, মাওলার সন্তুষ্টি লাভের এক অব্যবহিত পিপাসা, তদুদ্দেশ্যে বন্দেগী পালনের জিন্দেগী নসীব হইয়া গেল ।

আওলিয়াগণ গোপন হইয়া থাকেন

তবে, এখানে খুব লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল, আল্লাহ্র ওলীগণ গোপন হইয়া জীবন যাপন করেন, প্রকাশ হইতে চান না । হযরত তাব্রেযী (রঃ)ও খুব তাওয়াযু' তথা দীনতা-হীনতা ও ক্ষুদ্রতার আড়ালে নিজেকে গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন । বলিলেন, আমি কিছু না, আমার নিকট কিছুই নাই । অনর্থক কেন আমার পাছে পড়িতেছ ? উত্তরে মাওলানা রুমী (রঃ) বলিলেন :

بوئے می را اگر کسی مکنوں کند

چشم مست خویشتن را چوں کند ؟

গোপন যদি করল কেহ গন্ধ মদিরার,
নেশাগ্রস্ত চক্ষু দু'টি পথ কি ঢাকিবার ?

কোন মদ্যপায়ী মদ পান করিয়াও পান না করার ভান করিয়া লং, এলাচি, দারুচিনি চিবাইয়া উহার ঘ্রাণের আড়ালে মদের গন্ধ গোপন করার চেষ্টাও যদি করে, তবুও তাহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে নেশাগ্রস্তের চিহ্ন ও আলামত যেভাবে ভাস্বর হইয়া আছে, উহাকে সে কি দিয়া গোপন করিবে ? নেশাগ্রস্ত চক্ষুদ্বয় যালেম সুরাপায়ীর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দেয়। অতএব, হে মহান খোদাপ্রেমিক হযরত তাব্রেযী, আপনি যে দিবারাত্রি মাওলা-পাকের প্রেম-আগুনে পুড়িতেছেন, রাত্রিবেলা মাওলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেছেন, সদা-সর্বদা আপনি মাওলা-পাকের যিকিরে-ফিকিরে মশগুল থাকেন, মাওলার ধ্যানে মগ্ন থাকেন, এভাবে দিবারাত মাওলার প্রেমের শরাব পানে মস্তু ও মত্ত থাকেন, উহার নূরানী চিহ্ন সমূহ ত আপনার চক্ষে, চেহারায ও ললাটে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। আপনি তাহা কিরূপে গোপন করিবেন ? লুকাইবার জন্য হাজার চেষ্টা-তদ্বীর সত্ত্বেও আপনার চোখযুগলই ত সকল তথ্য ফাঁস করিয়া দেয়। অযুত কৌশল-কৌশলের পরও আপনার তামাম ভেদ প্রকাশ হইয়া পিপাসার্ত অনুসন্ধানীর নজরে ধরা পড়িয়া যায়। চক্ষুদ্বয়ই বলিয়া দেয় যে, ইনি মাওলার প্রেমশরাবের শত শত মটকা পানকারী এবং তাঁহার হৃদয় মাওলার সহিত নিবিড় বন্ধনের নেশাগ্রস্ত।

স্বয়ং নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

إِذَا رَأَوْا ذِكْرَ اللَّهِ

“আল্লাহুওয়ালাদের ছুরত দেখিলেই আল্লাহু ইয়াদে আসিয়া যায়, আল্লাহর কথা স্মরণই হইয়া যায়।”

মাওলাপ্রেমিকের চোখে ও ললাটে নূর ও তাজাল্লী থাকে

অতএব, আপনার চক্ষুদ্বয়ই বলিয়া দিতেছে যে, আপনি আল্লাহপাকের প্রেমশরাবের অসংখ্য মটকা পানকারী এক সুমহান মাওলাপ্রেমিক। যেমন কোন এক কবি বলিতেছেন :

تاب نظر نهیں تھی کسی شیخ و شاب میں
ان کی جھلک بھی تھی مری چشم پر آب میں

শক্তি কাহার দৃষ্টি রাখার আমার দৃষ্টি পরে ?
 মাওলা পাকের বৃষ্টি নূরের আমার দৃষ্টি পরে ।
 অশ্রুসজল চোখ যুগলে নূরের ঝলক তার
 যুবা-বৃদ্ধ কাহার তাকত্ দৃষ্টি ধরিবার ?

চক্ষুদ্বয় হইতে মাওলার খওফে বা মাওলার মহব্বতে যে অশ্রু বাহির হয়, সেই অশ্রুর মধ্যে মাওলাপাকের বহুত-বহুত নূর ও তাজাল্লী থাকে । অজস্র নূর ও তাজাল্লীযুক্ত সেই অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকানো তখন বড়ই মুশকিল হইয়া পড়ে । এধরনের অনেক ঘটনাও রহিয়াছে ।

তাব্রেয়ী সমীপে রুমীর মিনতি

সে যাহাই হউক, অতঃপর মাওলানা রুমী (রঃ) মহামান্য হযরত তাব্রেয়ী (রঃ) সমীপে বড় আকুলপ্রাণে দরখাস্ত করিয়া বলিলেন :

شمة از گلستان باما بگو
 جرعة بر ریز برما زیس سبو

ফুলবাগানের একটু খবর

মম কর্ণে কহ,

একটি ফোঁটা দান করিয়া

মিটাও বক্ষদাহ ।

অর্থাৎ হে শাম্বে তাব্রেয়ী, আল্লাহপাকের কোরব ও মহব্বতের, মাওলা পাকের গভীর প্রেম ও সান্নিধ্যের যে দৌলত আপনি আপনার বক্ষ মাঝে ধারণ করিয়া আছেন, এশুক ও মহব্বত, নূর ও তাজাল্লীর বিপুল সমাহার সমৃদ্ধ যে ফুলবাগানে আপনি সর্বদা বিচরণ করিতেছেন, হৃদয়-প্রাণে লালিত সে প্রেমকাননের, মাওলার সেই সান্নিধ্যকাননের কিছু খবর, কিছু তথ্য অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাদিগকে বলুন, আমরা তাহা শুনিতে ও জানিতে উদগ্রীব । হে প্রেমসাগরে নিমজ্জিত শাম্বে তাব্রেয়ী, আপনি আল্লাহর প্রেম-মহব্বতের হাজার হাজার মটকা পান করিতেছেন । দয়া করিয়া সেই প্রেমশরাবের অন্ততঃ এক-আধ ফোঁটা পান করাইয়া আমাদিগকেও মাওলাপ্রেমে পাগল বানাইয়া দিন ।

তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ
 একটি ফোঁটা দাওনা প্রিয়
 পিয়াস্ কাতর জানে,
 লায়লাথ্রেমের শিকল ছিঁড়ে
 ছুটছি মাওলা পানে ।
 কাতরা প্রেমের শরাব দিয়া
 জুড়াও যদি আঁখি,
 দাসের মতন রইব জনম
 ওহে মহান সাকী ।
 লায়লা নামের যপ্-তপে মোর
 ধ্বংস জীবন-প্রাণ,
 মাওলা নামের মধুর শরাব
 আমায় কর দান ।

অতঃপর মাওলানা রুমী (রঃ) কী এক আবেগময় সুরে
 বলিতেছেন :

خونداریم اے جمال مهتری
 کہ لب ماخشک و توتنها خوری

আপাদমস্তক নূরে ডুবন্ত, ফুলের মত কোমলস্বভাবী হে মহান মোর্শেদ,
 প্রশস্তপ্রাণ ও উদারহস্ত খোদাপ্রেমিকদের শীর্ষস্থানীয় হে ওলী, ইহা কিরূপে সম্ভব
 হইতে পারে যে, শুষ্কঠোটে, শক্‌নামুখে আমরা শুধু চাহিয়া চাহিয়া দেখিব, আর
 মহব্বত ও মারেফাতের সমস্ত শরাব আপনি একলা-একলাই শুধু পান করিতে
 থাকিবেন এবং অনবরত আরও মস্‌ত্ ও প্রেমোন্মত্ত হইতে থাকিবেন । মহৎপ্রাণ,
 বদান্যতাশীল শাম্‌সে-তাবরেয়ীর প্রতি কাঙ্গাল রুমীর একরূপ ধারণা পোষণ কিরূপে
 শোভা পায় ? এত বড় দানশীল নিজেই সবটুকু পান করিবেন, আর কাঙ্গাল রুমী
 শুক্‌নামুখে মাহরুম ফিরিয়া যাইবে ? পরমানন্দে প্রেমশরাব পান করা যেমন
 আপনাদের আখলাক, এই দুয়ারে দাঁড়াইয়া করজোড়ে অন্ততঃ যাকাত প্রার্থনা তো
 এ কাঙ্গালদের আখলাক হওয়া উচিত । হে প্রিয় মোর্শেদ, কেন আমি মাহরুম

থাকিব ? আপনার উপর আমার হুকু ও তো আছে। ওস্তাদ ও পীরের যেমন তাহার শাগরেদের উপর হুকু আছে, তদ্রূপ শাগরেদেরও তো তাহার ওস্তাদ ও মোর্শেদের উপর হুকু আছে। আমি আপনার হাত ধরিয়াছি। তাই, আপনি সদা খুব পান করুন, তবে সেই সঙ্গে শাগরেদ হিসাবে এ অধমকেও তো কিছু দান করুন।

মোর্শেদের সহিত সম্পর্কের বরকত

হাত ধরার আলোচনা প্রসঙ্গে বহু পুরাতন একটি ছন্দ মনে পড়িয়া গেল, যাহার অর্থ হইল, আল্লাহকে পাইবার জন্য আল্লাহর ওলীদের হাত ধরিলে আল্লাহপাক তাহার জন্য রাস্তা খুলিয়া দেন, যে রাস্তা তাহাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। এক বুয়ুর্গ বলেন :

مجھے سہل ہو گئیں منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے
تیرا ہاتھ ہاتھ میں آگیا تو چراغِ راہ کے جل گئے

সুগম লাগিতেছে মন্ডিল অতি

গিয়েছে বদলে হাওয়ারও গতি।

তোমার হস্তের পরশ লভিয়া

জ্বলিতেছে পথে বাতি আর বাতি।

যখন কোন আল্লাহুওয়ালার হাত ধরার তওফীক হয়, অর্থাৎ যখন কোন আল্লাহুওয়ালার সহিত এছলাহ ও তরবিয়তের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, চরিত্র গঠন ও সংশোধন এবং আত্মার ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার জন্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তদনুযায়ী কাজ করা হয় তখন আল্লাহপাকের মহব্বত ও মারফাত হাসিলের রাস্তার চেরাগ সমূহ জ্বলিয়া উঠে, অন্ধকার দূরীভূত হইয়া সর্বদিক আলোকোজ্জ্বল হইয়া যায় এবং সুন্নত ও শরীঅতের উপর আমল করা ও পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকা আত্মান হইয়া যায়।

হযরত গঙ্গুহী, হযরত থানবী ও হযরত নানূতবীর

বে-জান ঈমানে জান্

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী

থানবী (রঃ) বলিতেন, কোন কোন বেওকুফ এরূপ ধারণা করে যে, মাওলানা কাসেম নানুতবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানবী প্রমুখ আলেমগণ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ হাযেব (রঃ)এর হাত ধরিয়ান্নে বলিয়াই তিনি ঐতটা সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়ান্নে। অন্যথায় কে চিনিত বেচারা হাজী হাযেবকে ? ঐই কথা বলিয়া হযরত থানবী বড়ই জোশ্ ও আবেগাপ্ত কণ্ঠে বলিতেন : আল্লাহর কসম, এরূপ মন্তব্যকারীরা বড়ই নাদান। তোমরা স্বয়ং ঐ আলেমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ যে, হাজী হাযেবের হাত ধরার পূর্বে তাঁদের কি অবস্থা ছিল ? আর হাত ধরার পর তাঁদের মধ্যে কি পরিবর্তন ঘটিয়ান্নে ?

হাজী হাযেবের তাআল্লুক ও সোহবতের ফয়েয লাভের পূর্বেও আমাদের মধ্যে এল্‌ম ছিল, কিন্তু তা ছিল নিস্প্রাণ। পূর্বেও আমাদের মধ্যে ঈমান ছিল, কিন্তু তা ছিল নির্জীব, বে-জান। অর্থাৎ সেই ঈমান ছিল 'ঈমানে-আকলী' ও 'ঈমানে-এস্তেদলালী' যা শুধু জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-বিবেচনার ফসল মাত্র। মহব্বত ও মারেফাতের রসহীন ঐ ঈমানে জান ছিল না।

অনুরূপ معیت اعتقادیہ عقلیہ و عامہ ত হাছিল ছিল,

কিন্তু معیت ذوقیہ حالیه خاصه ছিল না। অর্থাৎ একজন মোমেন হিসাবে একটা শুক ও মুখস্ত বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্পাক আমার সঙ্গে আছেন। আল্লাহ্পাকের বাণী—وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন—

ঐই বাণীকে বিশ্বাস করিয়া আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন, এমন একটা ধারণাই শুধু পোষণ করিয়ান্নি—যাহার অধিকারী প্রতিটি মুসলমান। কিন্তু যখন হযরত হাজী হাযেব (রঃ) এর হাত ধরলাম এবং আল্লাহর যিকির শুরু করলাম, ইহাতে অন্তরের দরজা সমূহ খুলিয়া গেল, আল্লাহ্পাকের নূর অন্তরে দাখেল হইল এবং ঈমানে এস্তেদলালী-ঐ'তেকাদী তথা মুখস্ত বিশ্বাসের নিরস ঈমানের স্থলে উপভোগ্য ও রসপূর্ণ সুমধুর 'ঈমানে হালী' নসীব হইয়া গেল। আল্লাহ্পাক আমার সঙ্গে আছেন-এর শুক ধারণার স্থলে এখন সদা-জ্যাস্ত, সদা-সজীব এক মধুময় অনুভূতি নসীব হইয়ান্নে যে, বাস্তবতঃই এবং সত্যসত্যই আল্লাহ্পাক আমার সঙ্গে আছেন। আমি মাওলার সঙ্গে আছি, মাওলা আমার সঙ্গে আছেন, দিবারাত এখন ঐই বিশ্বাসকে এক বাস্তব সত্যরূপে অনুভব করিতেছি এবং উপভোগ করিতেছি। আমার প্রাণের বিশ্বাস এখন এক জীবন্ত বাস্তব, জীবন্ত ঘটনা। মনোপ্রাণের অনুভূতি

দ্বারা সর্বদা আমি ইহার মধুস্বাদ আশ্বাদন করিতেছি। এমনকি, স্বয়ং আমার অন্তরও অনুভব করিতেছে যে, অন্তরে কে একজন বিরাজমান আছে, অর্থাৎ আল্লাহ।

নেস্বত্ ও বেলায়েত কি অনুভবযোগ্য ?

(ওলী হইয়া গেলে তাহা অনুভব হয় ?)

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযুব (রঃ) জৌনপুরে হযরত হাকীমুল-উম্মতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হযরত, মানুষ যখন আল্লাহুওয়াল্লা হইয়া যায় এবং অন্তরে নেস্বত্ নামক এক দৌলত দান করা হয়, তখন কি সে অনুভব করিতে পারে যে, আল্লাহ্পাক আমাকে বেলায়েতের নেস্বত দান করিয়া স্বয়ং তিনি আমার ক্বলবের মস্নদে, হৃদয়-সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিয়াছেন ? হযরত থানবী বলিলেন, খাজা সাহেব, আপনি যখন বালেগ হইয়াছিলেন তখন কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই যে, আপনি বালেগ হইয়াছেন ? নাকি বন্ধু-বান্ধবের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল যে, বন্ধুগণ, আযীযুল হাসান কি বালেগ হইয়াছে ? দেখুন, হযরত থানবী কী চমৎকার এক উদাহরণ পেশ করিয়াছেন। অতঃপর হযরত বলিলেন, অনুরূপভাবে একটা উল্লেখযোগ্য মুদ্রত পর্যন্ত আহলুল্লাহর (ওলীদের) সোহবতের ফয়েয হাসিলের ফলে, যিকির-ফিকিরের ফলে এবং পাপাচার হইতে মুক্ত থাকার ফলে যখন রুহ বালেগ হইয়া যায়, আল্লাহুওয়াল্লা হইয়া যায় তখন এই প্রাণের মধ্যে এক নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তখন ব্যাথাভরা এক অন্তর নসীব হয় এবং অন্তর খোদ অনুভব করে যে, আল্লাহ্পাকের 'মাইয়াতে খাছ্বাহ' নসীব হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক অন্তরে বিরাজমান আছেন, আল্লাহ্পাক সঙ্গে-সঙ্গে আছেন, একথা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মত বাস্তবে অনুভূত হইতে থাকে।

মাওলার মহক্বতের সর্বব্যাপী আছর (প্রভাব)

হযরত থানবী (রঃ) বলেন, 'এক বধূ তাহার শাশুড়ীকে বলিতেছিল যে, আশ্বাজান, যখন আমার বাচ্চা হইতে শুরু করে তখন আমাকে জাগাইয়া দিবেন। এমন না হয় যে, আমি ত ঘুমাইয়া রহিলাম, আর ওদিকে আমার বাচ্চা হইয়া গেল। শুনিয়া শাশুড়ী বলিলেন, বেটী, যখন তোমার বাচ্চা পয়দা হইবে তখন এমনই এক অসহনীয় ব্যথা আরম্ভ হইবে যাহার ফলে শুধু তুমিই জাগিবেনা বরং সমগ্র মহল্লা

সহ জাগাইয়া তুলিবে। হযরত হাকীমুল-উম্মত (রঃ) এই দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া বলেন যে, আল্লাহ্‌পাক যখন কাহাকেও আপন মহব্বতের ব্যথা বা প্রেমের-বেদনা নসীব করেন তখন যেভাবে সে নিজেও জাগিয়া উঠে ও জাগ্রত থাকে, তদ্রূপ ঐ প্রেমবেদনা লইয়া সে যেখানেই যায়, সর্বত্রই সে আল্লাহ্‌পাকের মহব্বতের পয়গাম পৌঁছাইতে থাকে। সদাসর্বদা প্রেমের কথা গাহিয়া বেড়ায়। প্রেমের বাণী শুনাইয়া শুনাইয়া শত শত মানুষকে সে একই ব্যথায় ব্যথিত করিয়া তোলে।

প্রেমিকের নজর এবং প্রেমিকের বুলি

এক বুয়ুর্গ এই মর্মে বলেন :

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں
کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں

“হে মাওলা, আমি যেখানেই যাই, তোমার কথাই শুধু গাহিয়া বেড়াই। দিকে দিকে তোমার প্রেমের বাণী ছড়াইয়া দিই। যে কোন মাহফিল দৃষ্টিগোচর হইলে হে প্রিয়, আমার নজরে তাহা শুধু প্রেমের মাহফিল বলিয়াই মনে হয়। জলে-স্থলের সকল রঙরূপে, সকল দৃশ্যমালায় তোমার প্রেমের ছবি এবং তোমার মারেফাতের কীর্তিগাঁথাই শুধু ভাসিয়া উঠে।”

অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেম-বেদনা বিরাজ করে সেই বেদনা তাহাকে সর্বদা, সর্বত্র, সকল সমাজে, সকল পরিবেশে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিতে ও আল্লাহ্র হইয়া থাকিতে বাধ্য করে। অন্যথায় তাহার বাঁচিয়া থাকাই যেন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আমি যেথায় থাকি, যেথায়ই যাই,
তোমার কথাই শুধু গাহিয়া বেড়াই,
হব্ মাহফিলে, হব্ পরিবেশে
প্রিয় হে, নিমিষে-নিমিষে
তোমার প্রেমের গন্ধ পাই,
তোমাকেই স্মরিয়া বেড়াই।

দুনিয়ার মায়া-মহব্বতই মাওলার পথের কাঁটা

বন্ধুগণ, আমার বয়ান এ বিষয়ের উপর চলতেছিল যে, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার হৃদয়-মন দুনিয়ার প্রতি বিরাগী ও

বিস্কৃক না হইবে, দুনিয়ার ভালোবাসা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর হইতে মুছিয়া না যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহপাকের সহিত খাছ তাআল্লুক ও খুব ঘনিষ্ঠ প্রেমের বন্ধন তোমার নসীব হইবে না। একটিমাত্র দিল, ইহাকে হয় খোদার হাতে সঁপিয়া দাও, না হয় দুনিয়ার হাতে সঁপ। হয় খোদার জন্য উৎসর্গ কর, না হয় দুনিয়ার জন্য।

সে একই মজলিসে আমিও ছিলাম, যখন হযরত মুফতী শফী ছাহেব (রঃ) তাঁহার মজলিসে বলিতেছিলেন : দুনিয়াকে হাতে রাখা জায়েয, পকেটে রাখাও জায়েয, কিন্তু অন্তরের মধ্যে রাখা নাজায়েয। অন্তর আল্লাহর ঘর। আল্লাহর ঘরে গায়রুল্লাহকে রাখা হারাম।

আল্লাহর ঘর আল্লাহর জন্য খালি কর

তাই হাকীমুল-উম্মতের খলীফা হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযুব (রঃ) বলেন :

نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب

خدا کا گھر پئے عشق بتاں نہیں ہوتا

হে মজযুব, অন্তরকে সকল সুন্দর-সুন্দরীদের নাপাক ভালবাসা ও স্মরণ হইতে পবিত্র কর। কারণ, খোদার ঘর মূর্তিদের আখড়া হইতে পারে না।

পবিত্র কর হৃদয় কা'বা

মূর্তি-প্রীতি হতে

খোদার ঘরে বানাও মন্দির

বল, কোন্ হিম্মতে ?

দিল্ তো আল্লাহর ঘর, আল্লাহর সিংহাসন। ইহা কোন মন্দির বা আখড়া তো নয় যে, ইহার মধ্যে তুমি মূর্তি ঢুকাইবে ? হে বন্ধু, মনে রাখ, অন্তরে যদি গায়রুল্লাহর মহব্বত ঢুকিয়া যায় তাহা হইলে এই মাটি আরেক মাটির উপর মাটি হইয়া বস্ মাটি হইয়া যাইবে। দেহের মাটি দুনিয়ার মোহে বিলীন হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যদি এই মাটির মধ্যে আল্লাহর মহব্বত পয়দা করিয়া লইতে পার, তাহা হইলে এই মাটি খুব দামী হইয়া যাইবে।

শামসুদ্দীন তাব্‌রেযী এখনও পাওয়া যায়

এখন প্রশ্ন এই দাঁড়াইবে যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত কিভাবে হাসিল হইবে? কোথা হইতে সংগ্রহ করা যাইবে? বন্ধুগণ, ইহার জন্য সর্বাধিক সহজ পন্থা হইল, আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সহিত সম্পর্ক গড়িয়া তোলা। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আজকাল লোকেরা বলে, এখন আর কোন ওলীআল্লাহ্‌ নাই, এখন ত আর হাজী এমদাদুল্লাহ নাই, শামসুদ্দীন তাব্‌রেযী নাই, বায়েযীদ বোস্তামী নাই। অথচ হাকীমুল-উম্মতের মত ব্যক্তি কসম করিয়া বলিতেছেন যে, এই যামানাতেও বায়েযীদ বোস্তামী আছেন, শামসুদ্দীন তাব্‌রেযী, জালালুদ্দীন রুমী, জুনাইদ বাগদাদী ও বাবা ফরিদুদ্দীন আন্তার আছেন। কিন্তু তাহাদেরকে চিনিবার মত পিপাসিত চক্ষুর প্রয়োজন।

اے خواجہ درد نیست وگر نہ طبیب هست

আসলে তোমার মধ্যে ব্যথাই নাই। অন্যথায় ডাক্তার অবশ্যই মওজুদ আছেন।

বন্ধুগণ, আসল কথা হইল, আমাদের মধ্যে পিপাসা নাই। অন্তরে যদি ব্যথা থাকে, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার তালাশ ও পিপাসা থাকে, তবে আজও আমরা কুতুব ও আবদাল দেখিতে পাইব। কারণ, আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কোরআনে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সকল মানুষের জন্য হুকুম করিয়াছেন—

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“তোমরা ছাদেকীনের সঙ্গ অবলম্বন কর।”

ছাদেক্‌ অর্থ খাঁটি মোত্তাকী, খাঁটি ওলী। ছাদেকীন ছাদেকের বহুবচন। আল্লাহ্‌পাক এখানে ছাদেকীন, মুত্তাকীন ও কামেলীনের সঙ্গ অবলম্বনের, ওলীদের সোহবতে বসার হুকুম দিতেছেন। এতদসত্ত্বেও কোন কোন যুগে তিনি কামেলীন পয়দা করিবেন না, ইহা কি করিয়া হইতে পারে? ইহা কি সম্ভব যে, কোন পিতা তাঁর ছোট্ট ছোট্ট অবোধ শিশুদেরকে হুকুম দিবেন যে, তোমরা প্রত্যহ আধা সের করিয়া দুধ পান করিবে, তাহা হইলে তোমরা খুব হুস্ট-পুস্ট ও শক্তিশালী হইবে, অতঃপর তিনি তাহাদের জন্য দুধের কোন ব্যবস্থাই করিবেন না? তাই আল্লাহ্‌পাক

যখন কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সকল মানুষের প্রতি তাহার ওলীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও সোহবত অবলম্বনের, তাঁহাদের সহিত উঠা-বসা, নসীহত শ্রবণ ও হেদায়াত গ্রহণের নির্দেশ দিতেছেন, ইহা দ্বারা একথাও সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌পাক তাহার ওলী-আওলিয়া সৃষ্টি করিতে থাকিবেন। (তাঁহাদের নাম হয়তঃ জুনাইদ, শিবলী, রুমী প্রভৃতি হইবে না, কিন্তু তাঁহাদের কুর্সী সমূহ খালীও থাকিবেনা।)

আসল বীমারী ও উহার সমাধান

অতএব, কেহ যদি এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, ওলী-আওলিয়া সব শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আর কেউ নাই, তবে তাহা নফ্‌ছের ধোকা ছাড়া কিছু নয়। আসল বীমারী এই যে, নফ্‌ছ আমাদেরকে আমাদের নজরে খুবই দামী বানাইয়া রাখিয়াছে। কুচক্রী নফ্‌ছ আমাদের মধ্যে এই মন্ত্র ফুঁকিয়া রাখিয়াছে যে, তুমি খুব বড় মানুষ, উচ্চ স্তরের মানুষ। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জুনাইদ বাগদাদীর সাক্ষাত না জুটে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার চিকিৎসা অসম্ভব। কে আছে তোমার চিকিৎসা করিবার লোক ?

আমার প্রিয় বন্ধুগণ, যত ওলী-আওলিয়াই আজ তক দুনিয়াতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের জীবদ্দশায় লোকেরা তাঁহাদের প্রতি এই ধারণাই করিয়াছে যে, ইঁহারা ত মামুলী ও সাধারণ মানুষ। অসাধারণ ছিলেন পূর্বকার বুয়ুর্গগণ। কিন্তু ইন্তেকালের পর ইঁহাদের কদর বুঝে আসে।

দেখুন, এখানে এই মক্কা শরীফে যদি কেহ জ্বরে আক্রান্ত হয়, তবে কি সে এই অপেক্ষায় থাকিবে যে, দিল্লীর কবরস্থান হইতে সুবিখ্যাত হাকীম আজমল খান উঠিয়া আসিবেন, তারপর আমি আমার রোগের চিকিৎসা করাইব ? কারণ, আমি বড় মানুষ, আমার বড় ব্যক্তিত্ব, বড় বড় ডাক্তার দ্বারাই চিকিৎসা করাইব। কেহই এমন করিবেন না। বরং দেহের যে সকল ডাক্তার বর্তমান আছেন তাহাদের দ্বারাই চিকিৎসা করাইবেন। কারণ, তার রোগমুক্তির দরকার। বন্ধুগণ, অনুরূপভাবে বর্তমান যমানায় আল্লাহ্‌পাক যে সকল রুহানী ডাক্তার সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের চিকিৎসা ও সোহবত গ্রহণ করিয়াই আমরা-আপনারা বায়েবীদ বোস্তামী ও হাজী এমদাদুল্লাহ হইতে পারি। অর্থাৎ তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে না পারিলেও 'ছাহেবে নেছবত' তথা ওলীআল্লাহ ত হইতে পারি।

সর্বোচ্চ সত্য ও আসল হকীকত ত ই যে, আল্লাহর রেযামন্দি বা সন্তুষ্টি লাভই হইতেছে মূল উদ্দেশ্য। মকাম, মর্তবা, স্তর ও নম্বরের ত কোন চিন্তাই না করা চাই। বস্, তাক্ওয়া হাসিল হইয়া যায়, পাপের বদঅভ্যাস ছুটিয়া যায়, ছাহেবে-নেছবত ও আল্লাহুওয়াল্লা হইয়া যাই, আমাদের জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট এবং এতটুকুই বিশাল ও বিপুল।

ছাহেবে-নেছবত ওলী কাহাকে বলে ?

মোত্তাকী মোমেনকে 'ছাহেবে-নেছবত' (বা ওলীআল্লাহ) বলে। কারণ, পবিত্র কোরআনে ওলীর পরিচয় সম্পর্কে ইহাই বলা হইয়াছে :

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

ওলীআল্লাহু তাহারা যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও তাক্ওয়া এখতিয়ার করিয়াছে।

অতএব, ঈমান ও তাক্ওয়া এ দু'টি বস্তু হাসিল হইয়া গেলেই সে 'ছাহেবে নেছবত' তথা ওলীআল্লাহু হইয়া যায়। স্বর্ণীয় যে, তাক্ওয়া অর্থ গুনাহ বর্জন করা ও শরীঅতের বাধ্যতামূলক হুকুম সমূহ পালন করা। তাই, মোত্তাকী সকল গুণাহ বর্জনকারী ও বাধ্যতামূলক বিধান সমূহের উপর আমলকারীকে বলে।

ওলীআল্লাহু হওয়ার সর্বসম্মত তরীকা

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, আল্হামদু লিল্লাহ, ঈমান তো আমাদের হাসেল আছেই। কেবলমাত্র তাক্ওয়া হাসিল করিতে পারিলেই আমরা ছাহেবে-নেছবত তথা আল্লাহুওয়াল্লা হইয়া যাইব। হাজার বৎসর হইতে চিশ্টিয়া, সোহারওয়াদিয়া, নক্শবন্দিয়া, কাদেরিয়া আমাদের এই চারি সিলসিলার বুয়ুগগণের সর্বসম্মত নীতি অনুসারে ছাহেবে-নেছবত হওয়া তিনটি কাজের উপর মওকুফ :

১। কোন ছাহেবে-নেছবত ওলীর সহিত তাআল্লুক (সম্পর্ক) কায়েম করা। কারণ, চেরাগের দ্বারা চেরাগ জ্বলে। চেরাগ বিনে চেরাগ জ্বলে না।

قريب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کردو
یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے

যেই দিল মাওলার এশ্কের আগুনে জ্বলিতেছে, হে বন্ধু, তোমার শীতল দিলকে তুমি সেই গরম দিলের নিকটবর্তী করিয়া দাও। তাহা হইলে তোমার

শীতল দিল্‌ও উহার তাজীয়ে গরম হইয়া যাইবে। উহার সংস্পর্শে তোমার হৃদয়েও প্রেমের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। হে বন্ধু, এ আগুন আপনাতেই জ্বলিয়া উঠে না বরং জ্বলাইতে হয় এবং তা এই ভাবেই জ্বলাইতে হয়। অর্থাৎ, তোমার দিল্‌কে কোন ওলীর সহিত যোগ করিয়া দিলে সেই আগুন তোমার দিলেও জ্বলিয়া উঠিবে।

হযরত খাজা ছাহেব (রঃ) বলেন :

جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت

اک سینہ بہ سینہ ہے ، اک خانہ بخانہ ہے

এশকের স্বভাব একদম আগুনের স্বভাবের মত। যেই ঘরে আগুন লাগিয়াছে সেই ঘর হইতে অন্যান্য ঘরে আগুন লাগে। তদ্রূপ, যেই সীনার মধ্যে প্রেমের আগুন জ্বলিতেছে সেই সীনা হইতে আর এক সীনায় সেই আগুন জ্বলে।

আগুন যেমন গৃহ হইতে

আর এক গৃহে লাগে

প্রেমও তেমনি সীনা হইতে

আর এক সীনায় লাগে।

এক ঘরে আগুন লাগিয়া উহার লেলিহান শিখায় পার্শ্ববর্তী ঘরেও আগুন লাগিয়া যায়। আর আল্লাহর প্রেমের আগুন এক অন্তর হইতে আর এক অন্তরে লাগে। তবে শর্ত এই যে, যাহাদের হৃদয় এশকের আগুনে জ্বলিতেছে, তোমার হৃদয়কে তাঁহাদের হৃদয়ের সহিত মজবুত ভাবে গাঁথিয়া দিতে হইবে। টিলাঢালা সম্পর্ক নয় বরং গভীর সম্বন্ধ ও অটুট বন্ধন পয়দা করিতে হইবে।

এশকের স্বভাব আগুনের স্বভাব

আগুনের মতই এশকের প্রভাব।

পোড়াগৃহের অগ্নি যেমন

পোড়ে আরও ঘর,

পোড়াবুকও পোড়ে তেমনি

অসংখ্য অন্তর।

বড় বড় ওলী হওয়ার পথ কি বন্ধ ?

কাহারও মনে এই প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে, আল্লাহপাক কি 'বেলায়েতের রাস্তা' (ওলীআল্লাহ হওয়ার পথ) বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ? আমরা কি আমাদের বাপ-দাদাদের মত (অর্থাৎ অতীতের ওলীদের মত) ওলী হইতে পারি না ? প্রিয় বন্ধুগণ, নবুয়তের দরজা তো কিয়ামত পর্যন্তের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, বেলায়েতের দরজাও বন্ধ হওয়ার ধারণা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি। অদ্য আমি হরম শরীফের সীমানার মধ্যে ঘোষণা করিতেছি যে, বেলায়েতের সমস্ত দরজা এখনও খোলা আছে। আল্লাহর সহিত দৃষ্টী স্থাপনের সকল দরজাই সম্পূর্ণ উন্মুক্ত আছে। হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানবী এবং হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে-মক্কীর মত ব্যুর্গানের লীনার মধ্যে আল্লাহপাক যে বেলায়েত দান করিয়াছিলেন, অত বড় উচ্চ স্তরের বেলায়েতের দরজাও বিল্কুল খোলা রহিয়াছে। শ্রেফ নবুয়তের দরজাই শুধু বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা-আপনারা আজও বড়-ছে বড় ওলীআল্লাহ হইতে পারি। এমনকি, বেলায়েতের সর্বোচ্চ স্তর 'মাকামে হিন্দীকিয়ত'-এর দরজাও খোলা রহিয়াছে। তাই আজও আমরা 'আওলিয়ায়ে হিন্দীকীন'ও হইতে পারি। কারণ, আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে হিন্দীকীন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'হিন্দীকীন' বহুবচন, যার অর্থ হয় বহু বহু হিন্দীক।

হযরত হিন্দীকে-আকবর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মত কোন হিন্দীক কিয়ামত পর্যন্ত কেহই হইবে না বটে। কিন্তু আরও অসংখ্য হিন্দীক পয়দা হইতে পারে এবং হইতেও থাকিবে। হিন্দীকে হিন্দীকে মর্তবা ও মর্যাদার দিক দিয়া ব্যবধান হইতে পারে। তাই, হিন্দীকে আকবর (রাঃ) একমাত্র হিন্দীক ত নন। হাঁ, তাঁহার সমকক্ষ কেহই হইতে পারিবে না। কারণ, তিনি ছিলেন হিন্দীকিয়তের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন। তিনি ছিলেন সর্বাধিক কামেল হিন্দীক। কিন্তু আল্লাহপাক তাহার পাক কোরআনে হিন্দীকীন শব্দ প্রয়োগ করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, হিন্দীকে আকবর (রাঃ) ছাড়াও দুনিয়াতে আরও অসংখ্য হিন্দীক পয়দা হইবে। তাই, আমরা যাহারা একরূপ ধারণায় ভুগিতেছি যে, এখন আর আমরা 'হাজী এমদাদুল্লাহ' হইতে পারিব না, ইহা খোদার সহিত বেলায়েতের গভীর হইতে গভীর, উচ্চ হইতে উচ্চ স্তরের সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারে আমাদের অনাগ্রহ ও গাফলতগ্রস্থ মনের গাফিলতির বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বড় বড় ওলী হওয়া আজও সম্ভব এবং মওজুদও আছেন

বন্ধুগণ, খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখুন, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর ওলী-আওলিয়া পয়দা হইতে থাকিবেন। আমি আবার বলিতেছি, বেলায়েতের সব দরজাই খোলা আছে। এমনকি, সর্বোচ্চ বেলায়েতের দরজাও খোলা রহিয়াছে। এই নয় যে, এই যামানায় ছোট-খাট বেলায়েতই শুধু মিলিতে পারে, এখন যাহারা ওলী হইবেন সব নিম্ন মানের, নিম্ন স্তরের হইবেন। কস্মিনকালেও এরূপ ধারণা করিবেন না। ইহা সম্পূর্ণ গলত আকীদা।

আমাদের সকলেরই পরম মান্যবর হযরত হাকীমুল-উম্মত থানবী (রঃ) এর প্রতি তো আমাদের ভক্তি-বিশ্বাস রহিয়াছে? তিনি কসম করিয়া বলিয়াছেন : খোদার কসম, ওলীআল্লাহদের সমস্ত কুর্সিই পূর্ণ রহিয়াছে, নবুয়তের দরজাই শুধু রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি এই ছন্দটি আবৃত্তি করিলেন :

هنوز آن ابر رحمت درفشان ست

خم و خمخانه با مهر و نشان ست

রহমতের সেই মেঘমালা

মুজা বর্ষে আজও,

শ্রেমশরাবের পানশালা ও

মটকা মজুদ আজও।

আল্লাহর রহমতের দরিয়া আজও ঢেউ মারিতেছে কোলে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিবার জন্য। এশুকে-মাওলার মোহরযুক্ত খাঁটি ও অতি দামী শরাবের মটকা, শরাবখানা ও শরাবপানে নিত্য নেশাগ্রস্ত আশেকীন আজও মওজুদ আছেন। কত্বুল-আকতাব, গাওজ ও আবদাল আজও মওজুদ আছেন। কিন্তু আফসোস, তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু নেওয়ার মত প্রার্থী ও পিপাসিতের সংখ্যা আজকাল একদম কমিয়া গিয়াছে। আফসোস, তাঁহাদের পেয়ালা হইতে পানকারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। হায়! মাওলার এশুকের শরাবখানায় আজও নিশান উড়িতেছে। কিন্তু, কে আছে যে সেইদিকে চোখ মেলিয়া দেখে? কে আছে যে মাওলার তলাশে 'নিশান' দেখিয়া দৌড়াইয়া গিয়া শরাবখানায় ঢুকিয়া পড়ে?

মুরীদ না হইয়াও এছলাহ্ গ্রহণের আছান পথ

বন্ধুগণ, আমি আল্লাহুওয়ালাহ হওয়াব তবী' বাতলাইতেছিলাম। এই দৌলত হাসিলের জন্য কোন 'ছাহেবে-নেছুবত' ওলীর ন হত (যথাযথ নিয়মানুসারে) সম্পর্ক জুড়িয়া লউন, তাঁহাকে নিজের চরিত্র ও ডিনে নীচ এছলাহী মুরব্বী বানাইয়া নিন। ঠিক আছে, মুরীদ হওয়ার দরকার নাই, শুধু উপদেষ্টা বা পবামর্শদাতা বানাইয়া তাঁহার পরামর্শাদি গ্রহণ করুন এবং তাহা গানিয়া চলুন। পীর বানানোরও দরকার নাই। কোন আল্লাহুওয়ালাকে পীর রূপে গ্রহণ করিতে অনেকের ভয় লাগে যে, কে জানে, আবার কয়েদীর মত কোন বন্দী জীবন শুরু হয়? কত কি শিকল ও বেড়ী পবিত্রে হয়? ঠিক আছে, পীর শব্দটাই বাদ দিয়া দিন। শ্রেফ মুশী'ব তথা উপদেষ্টা (পবামর্শদাতা) রূপেই গ্রহণ করুন না? সব দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীরাও তো নিজের জন্য উপদেষ্টা নিযুক্ত করে? আপনিও কোন আল্লাহুওয়ালার সহিত শ্রেফ পবামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতার সম্পর্কই কায়েম করিয়া লউন না? বলিবেন যে, ছুব্ব আপনার সহিত আমি এছলাহী সম্পর্ক কায়েম করিতে নাই আপনি সম্মত হইলে আপনার নিকট হইতে এছলাহে নফছ বা চরিত্র সংশোধন ও জীবন গঠন সম্বন্ধীয় পবামর্শাদি গ্রহণ করিব।

(অতঃপব ডাক্তারের নিকট বিস্তারিত হালত জানাইয়া দেও'বে তাহার পরামর্শ গ্রহণ কবিয়া ঔষধ সেবন করতঃ সুস্থ ও রোগমুক্ত হওয়াব চেষ্টা করা হয়, তদ্রূপ, আপনাব যান্ত্রীয় দ্বীনী বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে শুরু করুন। আজই শুরু করুন না? এই মহৎ কাজ যত তাড়াতাড়ি শুরু কবিবেন, ততই আপনি আগে বাড়িবেন, আল্লাহুপাকের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইবেন। আল্লাহ্ সহিত প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনে আপনি অগ্রগামী থাকিতে চান, নাকি পশ্চাদগামী? আপনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।)

হযরত থানবী কর্তৃক বিনা বায়'আতে খেলাফত প্রাপ্তি

দেখুন, হযরত মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব কেমেলপুরী (রঃ) মস্ত বড় আলো- বুয়ুর্গ ও শাইখুল-হাদীছ ছিলেন। তিনি মুরীদ হন নাই বরং হযরত থানবীর সহিত জীবনগঠন বিষয়ক এছলাহী সম্পর্কই শুধু প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অল্পকাল অতিক্রমের পর হযরত থানবী যখন অনুভব কবিলেন যে, এখন তাঁহার কুলব 'মোফাদ্দা' তথা নয়লামুক্ত নব ও কামালাতের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং নফছের

এছলাহ্ ও পরিমার্জনে সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহাকে খেলাফতে বিভূষিত করিলেন। মাওলানা বলিলেন, হযরত, আমি ত এখন পর্যন্ত মুরীদও হই নাই, অথচ, আপনি আমাকে খেলাফত প্রদান করিতেছেন? হযরত থানবী বলিলেন, নফসের এছলাহ্ ফরয। (এবং তরীকতের মধ্যে এই ফরযই সর্বোচ্চ বড় কাজ।) আপনি সেই ফরয আঞ্জাম দিয়াছেন। আর বায়আত হওয়া ত সুন্নত। চলুন, এখন বায়আতও করিয়া নিই। অতঃপর তাঁহাকে বায়আত করিয়া নেন। ফলে, মাওলানা খেলাফত পাইয়াছেন আগে, আর মুরীদ হইয়াছেন পরে। বুঝা গেল, নফসের এছলাহ্ ফরয, যেভাবে নামায ফরয, রোযা ফরয। আর ফরয যে সুন্নত-মুস্তাহাব অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য, তাহা ত সুস্পষ্ট।

(অবশ্য বায়আত হওয়ার দ্বারা মুরীদ ও শায়খের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পয়দা হয়, শায়খের প্রতি মুরীদের এবং মুরীদের প্রতি শায়খের একটা টান ও মহব্বত পয়দা হইয়া যায়। ইহা যেমন স্বভাবজাত ব্যাপার, অন্যদিকে সুন্নতেরও বরকত। কিন্তু, সুন্নতের উপর আমলের হিম্মত না হইলে অন্ততঃ ফরযের উপর ত এখনই আমল শুরু করি।)

আওলিয়াদের রাস্তাই সিরাতুল-মুস্তাকীম

একবার হযরত থানবী (রঃ) একজন আলেমের সম্মুখে বলিতে ছিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোন ওলীর সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। মাওলানা সাহেব বলিলেন, আপনি ইহাকে জরুরী ও অবশ্য কর্তব্য বলিতেছেন কোন্ যুক্তিতে? হযরত বলিলেন, নফসের (তথা ভিতরের কুপ্রবৃত্তির) এছলাহ্ করা ফরয। ইহার প্রমাণ এই যে, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহপাক সিরাতুল-মুস্তাকীমের অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছেন। আর স্বয়ং আল্লাহপাকই সিরাতুল মুস্তাকীমের পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন :

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

আরবী গ্রামারের ফর্মুলা অনুসারে এখানে হিরাতালায়াযীনা আন'আমতা আলাইহিম্ ইহা সিরাতুল-মুস্তাকীমেব 'বদুলুল কুল'। গ্রামারবিদগণের নিকট ইহা সর্বজন স্বীকৃত যে, বদল-মুবদাল মিন্‌হুর তরকীবে বদল্‌ই মাকছূদ হইয়া থাকে। অতএব, সারাবিশ্বের আরবী-গ্রামার বিশারদদের স্বীকৃত ফর্মুলা অনুসারে এই আয়াতের চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট তাফসীর বা অর্থ ইহাই যে, মুন্‌আম আলাইহিম্ অর্থাৎ আল্লাহপাকের

নেআমত ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত খাস্ বান্দাগণ-এর রাস্তাই সিরাতুল মুস্তাকীম অর্থাৎ ইহাই আল্লাহকে পাওয়ার ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বরকম বক্রতামুক্ত সবল সোজা রাস্তা। আবার স্বয়ং আল্লাহপাকই অন্য আয়াতে 'মুনআম আলাইহিম'-এর ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়াছেন যে, ইহারা হইতেছেন নবীগণ, ছিদ্দীকীন, শহীদগণ ও ছালেহীন।

ফলকথা এই দাঁড়াইল যে, আল্লাহুওয়ালাদের রাস্তাই আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তা এবং ইহাই সিরাতুল-মুস্তাকীম। অতএব, মুনআম আলাইহিম্ তথা আল্লাহুওয়ালাদের হাত ধরার দ্বারাই অর্থাৎ কোন আল্লাহুওয়ালার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার হেদায়াত ও পরামর্শের আলোকে জীবন গড়ার দ্বারাই আল্লাহকে পাওয়ার পথ অতিক্রম হইবে। কোন ওলীআল্লাহর দ্বারাই নফ্‌ছের এছলাহ্ হইবে, প্রকৃত হেদায়াত নসীব হইবে। এই সিরাতুল-মুস্তাকীম ধবিয়া হাটিয়া হাটিয়া সোজাসুজি পরম আরাধ্য আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাবে।

আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহুওয়ালার সহিত সম্পর্ক

হযরত ডাক্তার আবদুল হাই ছাহেব (রঃ) তাহাই বলিয়াছেন তাঁহার এই ছন্দের মধ্যে :

ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ
ملنے والوں سے راہ پیدا کر

মাওলার সনে মিলতে কি তুই

চাহিস বন্ধু, বল ?

মাওলাপ্রাপ্ত কোন ওলীর

হাত ধরিয়া চল।

তাহার সনে প্রেম করিবার

একটি মাত্র পথ,

প্রেমিক সনে প্রেম করিয়া

মিটবে মনোরথ।

অন্য এক ব্যুৎপত্তি বলেন :

انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے
وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں یا بیوالے

যাহারা খুজিয়া বেড়'র, তাহারা তাহাকে পাইয়াই যায়। সত্য কথা এই যে, যাহারা ও রূপকে পাইবে যাহারা পরমপ্রিয় মাওলা পর্যন্ত পৌঁছিবেন, তাহারাই তাহার তলাশে বাগিয়া যায়।

বন্ধুগণ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য প্রথম কাজ হইল কোন আল্লাহওয়ালার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। শাওলানা রুমী (ঃ) বলেন, হে মানুষ, গুনাহ করিতে করিতে আর আল্লাহকে ভুলিয়া গাফলতের জিন্দেগীতে ডুবিয়া থাকিতে থাকিতে তোমাদের রূহানিয়াত বা রূহের তাকত কমজোব হইয়া গিয়াছে। তোমাদের রূহ নফ্‌ছের সহিত যুদ্ধের কাজে খরগোশে পরিণত হইয়াছে। আর পাপের খোঁরাক খাওয়াইতে খাওয়াইতে নফ্‌ছকে পরিণত করিয়াছ ব্যাঘ্রে। খবগোশ কখন বাঘ শিকার করিতে পারে না। লড়াই করিয়া বাঘকে হারাইয়া জয়ের মহা সম্মান অর্জন করা হীনবল খবগোশের কাজ নয়।

شیر باطنی سحرده خرگوش نیست

মাওলান রুমী বলেন, দুর্বল ঈমান, দুর্বল ঈশানীয়তের ফলে তোমরা খরগোশ হইয়া গিয়াছ। আর নাফরমানীর অজস্র ভিটামিন খাইয়া নফছ বনিয়াছে ব্যাঘ্র। দুর্বল রুহ লইয়া নফছ নামক শক্তির ব্যাঘ্রের মোকাবিলায় তুমি জয় লাভ করিতে পারিবেনা। তাই, জলদি কোন আল্লাহুওয়ালার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। আল্লাহর ওলীর মহা শক্তিশালী কহের সহিত তোমার দুর্বল রুহের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সবল রুহ হইতে দিবারাত তুমি শক্তি সংগ্রহ কর। এভাবে স্বীয় দুর্বল রুহকে সবল করিয়া তোমার যাহাতে শত সহস্র সিংহের শক্তিতে নফছের উপর হামলা চালাইয়া তাহাকে কঠোরভাবে পর্যদন্ত করিয়া ছাড়িতে পার।

ওলীআল্লাহর ডানার সঙ্গে উড

ହସରତ କ୍ଲମ୍ବି (ରଃ) ବଲେନ :

ہیں میرا کہ باپ رہائے شیخ
تابہ بینی کرو فرہائے شیخ

(আল্লাহর ওলীর রুহের অসংখ্য শক্তিশালী ডানা থাকে আল্লাহুপাকের দিকে উড়িবার জন্য।) তুমি নিজে ত উড়িতে পারিবা না। তাই, কোন ওলীআল্লাহর ডানার সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা কর। তোমার নফছ নামক শুকূনের ডানা দ্বারা উড়িতে চেষ্টা করিও না। কারণ, শকূন যেমন স্থায়ী নোংরা রুচির দরুন পচা মূর্দা লাশ খাওয়ার পাগল, তদ্রূপ, নফছের শকূনও তোমাকে দুনিয়া নামক মরা লাশের দিকে, হারাম ও পাপের দুর্গন্ধপূর্ণ মড়কের দিকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে। তাই, তুমি কোন আল্লাহুওয়ালার রুহানী ডানা সমূহের সহিত নিজেকে অতি মযবুত ভাবে বাঁধিয়া লও। কারণ, আল্লাহুপাকের সহিত গভীর ও নিবিড় প্রেম বন্ধনের ফলশ্রুতিতে সদা তাঁহাদের উর্ধ্বগতি সম্পন্ন আকর্ষণ ও সম্বন্ধ থাকে 'আলমে কুদুহ' অর্থাৎ মানবচোখের অদৃশ্য উর্ধ্ব জগতের সঙ্গে। তুমি যদি মহব্বত, আনুগত্য ও ভক্তি-বিশ্বাসের সুশক্ত রজ্জু দ্বারা নিজের সত্তাকে সেই ওলীআল্লাহর রুহের পালকরাজি বা ডানার সহিত কষিয়া বাঁধিয়া দাও, তাহা হইলে তিনি নিজেও যেমন মহা উল্লাসে উড়িয়া আরাধ্য মন্থিলে পৌঁছিবেন, সেই সঙ্গে তোমাকেও তিনি দুনিয়া নামক মরা লাশের মোহ-মায়া, লোভ-লালসা ও সম্পর্ক জাল হইতে মুক্ত করিয়া আপন ডানার সাহায্যে উড়াইয়া লইয়া গিয়া তোমার প্রাণের পরম আরাধ্য, মনমহাজন, মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন।

হে বন্ধু, আরও গভীর মনোযোগ দিয়া শোন, মাওলানা রুমী কী বলেন ?

ہیں میرا کہ باپرہائے شیخ

ওলীআল্লাহর ডানার সঙ্গে

ডানা বেধে উড়

তাঁহার রুহের নূরের জোরে

আপন ভাগ্য গড়।

মাওলানা বলেন, আল্লাহুপ্রেমিক, আল্লাহুওয়ালার মোর্শেদের ডানার সাহায্য ছাড়া উড়িও না। অর্থাৎ কোন ওলীর হেদায়াত ও পরামর্শ ব্যতীত এবং ওলীর রুহানী নূরের-ফয়েয ব্যতীত আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়া যে কোন পথিকের জন্যই ভুল ও ব্যর্থ পদক্ষেপ। তাই, আল্লাহুওয়ালার ডানার জোরে উড়। তাঁহার অন্তর-আত্মার ডানা সমূহ শকূনপনার কুরুচি হইতে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁহার অতি উচ্চ মানসম্পন্ন ও সুকৃতিপূর্ণ আত্মা তোমাকে ধ্বংসশীল-পচনশীল-নাপাক দুনিয়ার উপর পড়িতে

দিয়ে না। তাঁহার রূহের কী তাকত, কী শক্তি এবং কত যে বরকত, তাহা তুমি পথে পথে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে।

আল্লাহুওয়ালাদের কী যে শান, কী যে মোবারক জীবন ও অবস্থান, মাওলানা রুমী (রঃ) সেই সম্পর্কে বলিতেছেন :

باز شاهی گشتم و نیکو بیم
فارغ از مردارم و کرگس نسیم

শাহ্বায়, আমি তাই ত আমার

উন্নত মন, উন্নত রুচি,

নহি মূর্দা ও মড়ক পাগল

উহা তো নোংরা শকূনের রুচি।

তিনি বলেন যে, প্রত্যেক আল্লাহর ওলীর আত্মা পরমানন্দে এই ঘোষণাই দিতে থাকে যে, আমি এখন মহান বাদশাহ আল্লাহর শাহ্বায় পাখী, আমি তার পরম সান্নিধ্য প্রাপ্ত 'মোকদ্দরাব বান্দা' হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী। আমার উন্নত মন, উন্নত আশা-আকাংক্ষা ও অতি উন্নত রুচি। আমার রুচির গতি মহা পাক্ষাত আল্লাহর প্রতি, তাহার নূর ও তাজাল্লীর প্রতি, তাহার নিবিড় সান্নিধ্য এবং তাহার মহব্বত ও মারেফাতের অকূল সংগরের মধুশরাবের প্রতি। আমি শকূন নই যে, শকূনের রুচি মিটানোর জন্য পাপের পচা লাশ খুঁজিয়া বেড়াইব, আর দুনিয়ার নোংরা মড়ক ভক্ষণ করিয়া ফিরিব।

দারমর্ম এই যে, মানুষ যখন 'ছাহেবে নেছবত' বা ওলীআল্লাহ হইয়া যায় তখন তাহার পূর্বকার নোংরা ও কদাকার স্বভাবগুলি পরিবর্তন হইয়া তাহার মধ্যে স্বচ্ছ-মার্জিত স্বভাব-চরিত্র ও সুন্দর গুণাবলী পয়দা হয়। দুনিয়ার মোহ-মায়ায় শিকল ছিন্ন করিয়া দুনিয়াপ্রেম হইতে সে স্বাধীন হইয়া যায়। এই দৌলত ও এই জিন্দেগী এ্যাযুছা মোবারক জিন্দেগীওয়ালাদের সোহবতের বরকতেই শুধু হাসিল হইয়া থাকে। তাই মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) বলেন : রোমের মানুষ আমাকে মৌলবী সাহেব বলিয়া সম্বোধন করিত। অতঃপর মহান আল্লাহপ্রেমিক হযরত শামসুদ্দীন তাব্রেযী (রঃ)-এর মাত্র কয়েক দিনের সংসর্গ ও গোলামীর বেদৌলতে

আল্লাহপাক রুমীকে কী এক অভূতপূর্ব অক্ষয় সম্মানের অধিকারী করিয়া দিলেন।

مولوی هرگز نشد مولا ئے روم
تا غلام شمس تبریزی نه شد

অর্থ : এক কালের মৌলবী রুমী পরে রোমসম্রাট তথা সমগ্র রোমবাসীর পূজনীয়, মহা মাননীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়াছে, যখন সে হযরত শামসুদ্দীন তাব্রেযীর গোলামী কবুল করিয়াছে। আজ সমগ্র রোম, বরং সমগ্র পৃথিবী তাহাকে অতি শ্রদ্ধার সহিত 'মাওলানা রুমী' নামে অভিহিত করে।

মহব্বত পাহাড়কেও পিষিয়া ফেলে

(আল্লাহুওয়ালার সাহচর্যের বদৌলতে যেদিন আল্লাহর মহব্বত ও প্রেম নসীব হইয়া যায়, সেদিন এক নতুন জীবন ও স্বর্গীয় অধ্যায় শুরু হয়।) মাওলানা রুমী বলেন, যেদিন তোমার অন্তরে আল্লাহপ্রেমের দৌলত অর্জিত হইবে, সেই দিন দেখিবে ঐ মহাপ্রেমের প্রচণ্ড আঘাতে প্রেমের পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী যতসব কঙ্কর ও প্রস্তর সমূহ কিভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

عشق ساید کوه را مانند ریگ
عشق جوشد بحر را مانند دیگ

অর্থ : এশক ও মহব্বত পাহাড়কে পিষিয়া বালু-বালু বানাইয়া দেয়। দ্বীনের পথে, আল্লাহর পথে চলিতে মানুষ শত রকমের যেসব মুশকিল, সমস্যা ও বাধাবিপত্তি দেখিতে পায়, এত সব সমস্যা ও বাধাবিপত্তির পাহাড় সে ততক্ষণ পর্যন্তই দেখে যতক্ষণ তাহার অন্তঃকরণে আল্লাহপাকের প্রেম- মহব্বত পয়দা না হয়। যেদিন হৃদয়ে প্রবল মহব্বত পয়দা হইয়া মাওলার সহিত প্রেমের গভীর বন্ধনে তুমি আবদ্ধ হইয়া যাইবে, বাধাবিপত্তি ও মুশকিলের তাবৎ পাহাড় সমূহকে তোমার মধ্যকার 'ঐ প্রেম' ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া খান্ খান্ করিয়া দিবে, নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবে। মাওলানা (রঃ) বলেন, আল্লাহর মহব্বতের এত বড় শক্তি যে, স্বীয় শক্তির আঘাতে বিশাল সাগরকেও সে তরঙ্গ আর তরঙ্গ বানাইয়া নাচাইতে থাকে কাঁপাইতে থাকে। বল, তোমার-আমার সীনা ও হৃদয় ঐ সাগরের সম্মুখে এমন আর কি চীজ যাহাকে সেই-প্রেম নিজের প্রচণ্ড শক্তির প্রভাবে তবৎ যিত করিতে পারিবে না ?

মাওলার দেওয়ানাগণ ব্যতীত সবাই নাবালেগ

আমার দোস্তুগণ, অন্য এখানে আমি 'হুদুদে হরমের' মধ্যে মাওলানা রুমীর সুবিখ্যাত মস্নবী শরীফের প্রেমের সবক দোহরাইতেছি, আওড়াইতেছি। বস, আজ দরসে-মস্নবী চলিতেছে, পাশাপাশি মহব্বতের বিভিন্ন ময়মুনও বয়ান হইতেছে। কারণ, মস্নবীয়ে-রুমীর একমাত্র উদ্দেশ্যই হইতেছে হৃদয় সমূহে আল্লাহর মহব্বত ফুঁকিয়া দেওয়া। মাওলানা রুমী বলেন :

خلق اطفال اند جزمست خدا

نیست بالغ جز رهیده از هوا

“সমস্ত মানুষই অবোধ শিশু ও নাবালেগ, একমাত্র ঐ সমস্ত মানুষ ব্যতীত যাহারা খোদাপ্রেমে মত্ত-মাতোয়ারা, যাহারা খোদাকে পাওয়ার জন্য মস্তু ও পাগলপারা হইয়া গিয়াছে। একমাত্র ঐ সব লোকই বুদ্ধিমান ও সাবালক বলিয়া গণ্য। কারণ, যে ব্যক্তি মহান বাদশাহু আল্লাহর হুকুম না মানিয়া মনের হুকুম মত চলে, মাওলার গোলামী কবুল না করিয়া কুমন্ত্র ও কুবুদ্ধি দাতা নফ্ছের গোলামী বরণ করিয়া নফ্ছের শলা-পরামর্শে চলে, এমনতর ব্যক্তিকে কোন ক্রমেই সাবালক বলা চলে না। সে ত নিরেট নাবালক। বুদ্ধিমান ও সাবালক ত সেই ব্যক্তি যে নফ্ছের গোলামী বর্জন করিয়া দয়াময় আল্লাহর গোলামী গ্রহণ করিয়াছে। মনের তাবৎ তন্ত্র-মন্ত্রের কপালে লাথি মারিয়া, মনের দাসত্বের শিকল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সাদরে আল্লাহর দাসত্বের শিকল পরিয়াছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত নফ্ছের খাহেশাত, মনের কুখোয়াল-কুরুগির দ্বারা প্রভাবিত থাকিবে, মন যাহা চাহিল তাহাই করিল, আল্লাহর ফরমানকে ভুলুষ্ঠিত করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া মনের প্রস্তাবের উপর আমল করিল, নফ্ছ বিজয়ী আর সে নফ্ছের কাছে পরাজিত থাকিল, ইহাতে প্রমাণ হয় যে, তাহার রুহ এখনও বালেগ হয় নাই। অর্থাৎ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে নাই, আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় নাই। রুহ যদি আল্লাহুওয়ালা হইয়া যায়, সেই রুহ নফ্ছের উপর বিজয়ী থাকে। ঐ রুহ আল্লাহর হুকুমের সম্মুখে মাথা বুকাইয়া দেয়, আর নফ্ছ ও উহার কামনা-বাসনাকে দু'পায়ে দলিয়া চরমভাবে ব্যর্থ করিয়া দেয়। তাই, নফ্ছের খাহেশাত ও অশুভ মন্ত্র ও চক্রান্ত হইতে যাহারা পাক হয় নাই, তাহারা প্রত্যেকেই নাবালেগ। মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন :

تاهاوا تازه ست ايمان تازه نيست
کين هوا جز قفل آن دروازه نيست

নফছানী খাহেশাত, কুশ্‌ভাব-কুপ্রবৃত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সবল ও সজীব আছে, নিশ্চয়ই তাহার ঈমান দুর্বল এবং নির্জীব। কারণ, নফছের প্রতিটি কুশ্‌ভাব আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্যের দরজায় এক-একটি তালা স্বরূপ।

নফছ পূজারীকে নাবালেগ বলার যুক্তি

মাওলানা রুমী (রঃ) 'নফছুয়িন্দা ও রুহুয়ুর্দা' লোকদিগকে যে নাবালেগ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন সেজন্য কেহ যেন তাহার প্রতি খামখা ভুল ধারণা ও ভুল উক্তি না করে, তাই তিনি সম্মুখে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়া বলিতেছেন :

هندي و قبيحاقى و تركى و حبش
جمله يك رنگ اند اندر گورخش

দেখ, হিন্দুস্তানী, কায়চাকী, তুর্কী, হাবশী প্রভৃতি বিভিন্ন জাত-গোত্রের যত বর্ণের মানুষই তোমরা হওনা কেন, কবরে যাওয়ার পর পৃথক পৃথক রং ও বর্ণ আর থাকে না, সকলেই সেখানে এক ও অভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া যায়।

মনে করুন, এখানে মক্কা শরীফে চারি জন হাজী সাহেব আগমন করিলেন। তন্মধ্যে একজন হিন্দুস্তানী, একজন কায়চাকী (তুর্কী জাতি হইতে উদ্ভূত একটি ছোট্ট জাতি), একজন তুর্কীস্তানী আর একজন হাবশী। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বর্ণ। হাবশীরা ত হয় ঘোর কালো বর্ণ। তুর্কীরা হয় লালবর্ণ। হিন্দুস্তানী গোধূম বর্ণ। আর কায়চাকীরা খানিকটা ফ্যাকাশে বা সাদাটে বর্ণের হইয়া থাকে। এখানে আগমনের পর চারি জনেরই মৃত্যু হইয়া গেল। অতঃপর তাহাদিগকে কাফন পরাইয়া কবরস্থানের মাটির নিচে শোওয়াইয়া দেওয়া হইল। ছয় মাস পর উহাদের প্রত্যেকের কবর খনন করা হইল। বস্, মাটি আর মাটির স্তূপই শুধু দেখিতে পাওয়া গেল। কোথায় তুর্কীর রক্তিম বর্ণ? কোথায় হাবশীর কৃষ্ণবর্ণ? কোথায় হিন্দুস্তানীর গোধূম বর্ণ? আর কোথায় কায়চাকীর শুভ্র বর্ণ? কিছুই নাই। সবকিছু নিশ্চিহ্ন হইয়া মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। নফছের মন্ত্রে মজিয়া আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়া দুনিয়ার রূপ-রঙ ও মোহ-মায়ায় যাহারা ডুবিয়াছিল, কবরের পেটে সোপর্দ হইবার পর অতীত জীবনের বিচারে অদ্য তাহারা অবোধ সাব্যস্ত হইল, নাকি বুদ্ধিমান? কিংবা যাহারা এই রূপ-রঙের পাগল, তাহারা যদি নাবালেগের মত নাবুঝ্ না হইত, তবে

এই মাটির প্রেমে স্বীয় অমূল্য জীবন ক্ষয় করিত ? এজন্যই মনপূজারী নফ্‌ছের গোলামদিগকে মাওলানা রুমী নাবালেগে আখ্যা দিয়াছেন।

মাটির উপর মরিয়া মাটি হইও না

আমার বন্ধুগণ, কি হইল যে, তোমরা কতগুলি নিষ্প্রাণ মূর্তির উপর অমূল্য জীবন ক্ষয় করিতেছ ? প্রকৃতপক্ষে এসবকিছুই হইতেছে মাটি, যে মাটির উপর আল্লাহ্‌পাক কিছু রূপ-লাবণ্য লেপিয়া দিয়া সুন্দর ও আকর্ষণীয় করিয়া দিয়াছেন। আমাদের প্রতি মাওলানা রুমীর অপরিশোধনীয় এহুসান যে, আমাদের মহা কল্যাণের আকাংখায় বিষয়টিকে তিনি আরও পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। বলিতেছেন :

ايس شراب و ايس كباب و ايس شكر
خاك رنگين ست و نقشين آه پسر

প্রিয় বৎসরা, শোন, লোভনীয় এই শরাব, কাবাব, গুড়, চিনি ইত্যাদি মূলতঃ এই সবই হইতেছে মাটি। আল্লাহ্‌পাক ইহাদিগকে নানাহ ক্ষণস্থায়ী স্বাদ, গন্ধ ও রূপের দ্বারা অল্পদিনের জন্য রঙ্গীন ও মোহনীয় করিয়া রাখিয়াছেন। মাটিকে তিনি যথেষ্ট রূপ দানে সক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ কোন মাটিকে তিনি কাবাব করিয়াছেন, আর কোন মাটিকে শরাব। অনুরূপ কোন মাটিকে তিনি মানুষ করিয়াছেন, কোন মাটির দ্বারা অন্য আর এক মানুষ বানাইয়াছেন। ঐ মাটির মূর্তির মধ্যে কিছু রূপ-সৌন্দর্য ছিটাইয়া দিয়াছেন। বিবেকব্ধ মানুষ ঐ ছিটা-ফোঁটাকেই মহা কাম্য ও পরম আরাধ্য বানাইয়া কী চমৎকার মেধা ও বুদ্ধিরই না পরিচয় পেশ করিতেছে ! হে মানুষ, সুন্দর-মনোহর যাহা কিছু দেখিতেছ, সত্য সত্যই উহা মাটির উপাদানেই তৈরি বস্তু। হে বন্ধু, এই সত্যকে তোমার হৃদয়ের মধ্যে বসাও।

از خمير ے شبر و اشترمي پژند
کودکار از حرص او کف می زنند

হযরত রুমী বলেন, তোমরা কি দেখ নাই যে, অনেক মায়েরা আটা গুলিয়া উহার খামীর দ্বারা উট-বাঘ ইত্যাদি তৈয়ার করে। ইহা দেখিয়া অবোধ শিশুরা বলিতে শুরু করে যে, আম্মা, এই উট আমার, এই বাঘ আমার, ইহা আমি নিব। আর এক শিশু প্রতিবাদ জানাইয়া বলে, না, তা হইবে না, ইহা আমার, ইহা আমি

নিব। এভাবে আটার তৈরী উট ও বাঘ লইয়া শিশুদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়।
অতঃপর বলেন :

شیر و اشتر نان شود اندر دهان
این مگر ناید به فهم کودکان

মজার এই বাঘ ও উট তো বাঘ ও উট নহে। আকৃতিতে বাঘ-উট দেখিলেও আসলে উহা রুটি। শিশুদের অবোধ মনের সেদিকে কোন খেয়ালই যাইতেছে না। তাই ত তাহাদের মধ্যে এহেন লড়াই। মুখের মধ্যে গিয়া ইহা না বাঘ থাকিবে, না উট থাকিবে। বরং রুটি হইয়া যাইবে। নাবালকেরা তাহা বুঝিতে না পারায় পরস্পর ঝগড়া পর্যন্ত করিতেছে।

মাওলানা বলেন, আমার এ দৃষ্টান্ত পার্থিব মোহে বিভোর জগদ্বাসীকে অবোধ ও নাবালক শিশু বলিয়াই ত প্রমাণ করিতেছে। কারণ, হে জগদ্বাসী, হৃদয়ের কান পাতিয়া ক্রমীর কথা শোন এবং বোঝ। তোমাদের অবস্থা কি ঐ শিশুদের মতই নয় ? নিশ্চয়ই। অবশ্যই। কারণ, তোমরা নারীর পাগল, গাড়ীর পাগল, ধনের পাগল, সন্তানের পাগল, দালানকোঠার পাগল। তোমাদের হৃদয়মন এইসব কিছুর প্রতি মোহান্বিত। ইহাদের প্রেমে অন্ধ। অথচ, এই নারী মাটির, গাড়ীও মাটির, দালানকোঠা মাটির, সন্তান-সন্ততি, পোলাউ, বিরিয়ানী সবই মাটির। মাটির উপর নানাহ রূপ-আকৃতি অংকন করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কবরে যাওয়ার পর সবই মাটি হইয়া যাইবে।

উপরন্তু একদিন তোমাকে এই সবকিছুই ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যেই বস্তু হইতে তোমাকে বিচ্ছিন্ন হইতেই হইবে, উহার সহিত বেশী আঁঠালো সম্বন্ধ না গাঁথাই ত উচিত। তাহাই ত খুব যুক্তিযুক্ত। যেমন, কোন সরকারী কাগজপত্র যদি মক্কা শরীফ হইতে রাজধানী রিয়াদে পাঠাইতে হয় তবে বড় একটা খামের মধ্যে পুরিয়া হালকাভাবে আঁঠা লাগাইয়া সাঁটিয়া দেওয়া হইবে যাহাতে খুলিবার সময় কোন ঝামেলা বা জটিলতা না হয়। কারণ, অচিরেই ইহা খুলিতে হইবে। তদ্রূপ, যেই দুনিয়া হইতে আমাদিগকে জুদা ও আলাদা হইতেই হইবে সেই দুনিয়ার সহিত সম্পর্কের গাঢ় আঁঠা দ্বারা শক্তভাবে সাঁটিয়া যাওয়া তো অনুচিত ও অযৌক্তিক। অর্থাৎ হৃদয়ের সম্বন্ধ দুনিয়ার ও দুনিয়ার যে কোন বস্তুর সহিত হালকা ও মামূলী ধরনের হওয়া উচিত। আর আল্লাহপাকের সহিত হৃদয়ের যোগসূত্র খুবই গাঢ় ও গভীরতর হওয়া উচিত। অতি গাঢ় সম্বন্ধের আঁঠা দ্বারা একমাত্র মাওলাপাকের

যাতের সঙ্গেই খুব সুশক্তভাবে সাঁটিয়া যাওয়া উচিত। কারণ, মাওলার 'সম্বন্ধ' হইতে কশ্মিনকালেও আলাদা হওয়া যাইবে না। উপরন্তু, যেই সম্পর্ক আল্লাহর সহিত সম্পর্ক গড়নে বাঁধা, সেই সম্বন্ধকে ছেদন করাই ত বান্দার চরিত্র হওয়া চাই। ভদ্র বান্দার ইহাই ত পরিচয়।

কেল্লার উপর হামলা ও পঞ্চনদী অবরোধ

এই মর্মেই মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) এক চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হে মানুষ, তোমরা ঐ বাদশার মত বোকামী করিওনা যে বাদশা তাহার কেল্লার বাহির হইতে কেল্লার অভ্যন্তরে তার সাধের 'সুহাদু সম্পদ' আমদানীর সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ বাহিরের লাইন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে অতি প্রয়োজনীয় এই সম্পদ লাভের জন্য কেল্লার অভ্যন্তরে কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। অর্থাৎ জনৈক বাদশাহ সংযোগ খাল খনন করাইয়া পাঁচটি दरিয়া হইতে শাহী কেল্লার ভিতরে পানি প্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কেল্লার মধ্যে কোথাও পানির একটি কুয়াও ছিল না। একদা উযীর বলিলেন, হুযূর, কেল্লার ভিতরে একটি কুয়া খনন করাইয়া নিন। বিপদ-মুহূর্তে কেল্লার মধ্যকার একটি লোনা পানির কুয়াও বিরাট উপকারে আসিবে। অমুক দুশমন বাদশাহ যদি আক্রমণ করিয়া বসে, তবে পাঁচ दरিয়ার সংযোগ-মুখই সে বন্ধ করিয়া দিবে। ঐ দুঃসময়ে কেল্লার একটি লোনা পানির কুয়ার দ্বারা অন্ততঃ জীবন রক্ষার তো ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

বাদশা বলিলেন, উযীর, তোমার কথা শুনিয়া মনে হয়, নিশ্চয় তুমি কোন মোল্লা-মৌলবীর সংস্রবে উঠাবসা করিতেছ। আর সেজন্যই কিনা মোল্লাদের মত পরিণাম-পরিণতির জন্য অগ্রিম চিন্তা-ভাবনা ও অগ্রিম প্রস্তুতির ধানায় পড়িয়াছ। উযীর, মোল্লাদের কথা তুমি বাদ দাও।

آج تو عیش سے گذرتی ہے

عاقبت کی خبر خدا جانے

“আমরা বুঝি নগদ সুখ, নগদ সুখের চিন্তা-ভাবনা ও তাহার ব্যবস্থাপনা। পরিণামের খবর আল্লাহই ভালো জানেন। উহার জন্য অগ্রিম ভাবনা নিষ্প্রয়োজন।”

কিন্তু হায়! ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! সত্য সত্যই ঐ দুশমন রাজা একদা ঐ বাদশাহ কেল্লার উপর আক্রমণ অভিযান চালাইয়া বসিল। এবং এই তথ্যও সে

সংগ্রহ করিয়াছিল যে, কেল্লার অভ্যন্তরে পানির কোন ব্যবস্থা নাই। তাই, মোক্ষম রণকৌশল বুঝিয়া পঞ্চ দরিয়ার সব কয়টির পথই সে বন্ধ করিয়া দিল। 'পরিণামে' পানিবিহীন অবরুদ্ধ কেল্লার মধ্যে বাদশাহ ও শাহজাদাগণ সহ সকলেই পিপাসার আগুনে জ্বলিয়া ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল।

মাওলানা রুমী বলেন, অনুরূপভাবে তোমাদের দেহের কেল্লার মধ্যে স্বাদ-লয্যত বলিতে কিছু নাই। তোমরা এই দেহরূপী কেল্লার বহির্ভাগস্থ পঞ্চ দরিয়ার মাধ্যমে এই কেল্লার ভিতরে বিভিন্ন রকমের মজা আমদানী করিতেছ। চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া দেখিয়া লয্যত হাসিল কর। এই দরিয়ার নাম দৃষ্টি শক্তি। আবার কানের পথে গান-গীত ও ইত্যাকার নিষিদ্ধ বিষয়াদি শুনিয়া শুনিয়া হৃদয়-মনকে খুব মজা চাখাও। এই দরিয়ার নাম শ্রবণশক্তি। নাকের দ্বারা ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়াও মনের মধ্যে নানাহ ঘ্রাণজ বস্তুর স্বাদ পরিবেশন কর। এই দরিয়ার নাম আঘ্রাণ শক্তি। আবার এমনও কিছু জিনিস আছে যাহার সহিত দেহের স্পর্শন ও ঘর্ষণের সাহায্যে মজা লও এবং পুলকিত হও। ইহার নাম স্পর্শন শক্তি (বা ত্বক)। তদ্রূপ, বহু জিনিস আছে যে, চোঁট কিংবা জিহ্বার দ্বারা চাটিয়া-চুষিয়া উহার স্বাদ আশ্বাদন করা হয়। ইহার নাম আশ্বাদন শক্তি।

এই পঞ্চইন্দ্রিয় বা পঞ্চনদীর সাহায্যে মনের মধ্যে আমরা কত রকম মজা ও আনন্দ আমদানী করি। কত না লয্যত উপভোগ করি। যে যত বড় আমীর বা কোটিপতিই হউকনা কেন, এই পাঁচ রাস্তা ছাড়া আর কোন পথ নাই যাহার মাধ্যমে নফ্‌ছের মুখে লয্যত পৌছানো যায়। কোটিপতি, আরবপতি, বাদশা, ভিখারী, সবল, দুর্বল সকলে এই পঞ্চপথে নফ্‌সের মধ্যে মজা আমদানী করে। ইহা ভিন্ন আর কোন পথ নাই যদ্বারা দুনিয়ার লয্যত নফ্‌ছের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

আর কতদিন এই মজা চাখিবে ?

মাওলানা রুমী বলেন, হে মানুষ, আর কতক্ষণ আর কতদিন তুমি দুনিয়ার লয্যত এই পঞ্চপথে নফ্‌ছকে চাখাইতে থাকিবে ? এই উল্লাস ও উন্মাদনা আর কতদিন চলিবে ? অতিশীঘ্রই এক দিন হযরত আযরাসীল (আঃ) আসিয়া হাযির হইবেন। তখন তোমার মজা আমদানীর এই পঞ্চপথের উপর কঠোর প্রহরা ও কার্য্যু জারী করা হইবে। চক্ষুর উপর কার্য্যু, নাকের উপর কার্য্যু, কানের উপর কার্য্যু, জিহ্বা ও ত্বক বা স্পর্শনেন্দ্রিয়ের উপরও কার্য্যু লাগিয়া যাইবে। খোদায়ী প্রহরীর সেই কঠোর প্রহরা লংঘন করিতে পারে, কাহাৰ এমন শক্তি ? ছেলেমেয়েবা

আসিয়া বেদনাকাতর স্বরে ডাক দিয়া বলিবে, আকা, ও আব্বা, আশ্বা ও আশ্বা, এই যে আমি। আমার দিকে একটু তাকান। কিন্তু না, কিছুই সে আর দেখিতে পাইতেছেন। চক্ষু মেলিয়া আছে। মনে হয় সে দেখিতেছে। কিন্তু, দেখার শক্তি তার রহিত হইয়া গিয়াছে। যেই পঞ্চপথের যথেষ্ট ব্যবহার দ্বারা নিজেকে অতি বেপরোয়া করিয়া তুলিয়াছিল, আজ কোন এক বড় শক্তিদর বাদশাহ্ সেই পঞ্চপথকে বন্ধ ও স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে। জজ আকবর এলাহাবাদী এ মর্মে বলিতেছেন :

قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر

کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتیں

প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার পর হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ঠোঁট, জিহ্বা সবকিছু বহাল থাকা সত্ত্বেও সর্ব অঙ্গ, সব ইন্দ্রিয়ই নিষ্ক্রিয় ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। মৃত মানুষটিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিলেও তাহার দেখার শক্তি কিন্তু নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

মৃত্যুর কাছে শক্তি-স্বপ্ন

বিচূর্ণ, সবি মিছা,

মেলিয়া ত আছে চক্ষু যুগল,

দেখেনা তবু যে কিছু।

মৃত্যুর মোরাকাবা কর

বন্ধুগণ, এমন একদিন তোমার-আমার সম্মুখেও ত আসিবে ? কাজেই সেই মুহূর্ত আসার আগেই সর্বস্ব লুণ্ঠনকারী, সকল শক্তি, স্বাদ ও দাপট বিচূর্ণকারী ঐ মৃত্যুকে খুব স্মরণ কর।

মোরাকাবা কর, ধ্যান কর যে, মালাকুল-মউত্ আমার প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে। আমার চক্ষুযুগল মেলিয়া আছে, কিন্তু আমি কিছুই দেখিনা। দেখিতে পারিনা। প্রিয়তমা স্ত্রী ও অতি আদরের দুলাল-দুলালীরা সামনে আসিয়া আমাকে দেখিতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে যে, একটিবারই অন্ততঃ আমার দিকে তাকাও। কিন্তু, হয়, কিভাবে দেখিব ? যিনি চক্ষু বানাইয়াছেন, আজ তিনি দেখার শক্তি কাড়িয়া

লইয়াছেন। বাস্তবের মধ্যে নোটের প্যাকেট সমূহ স্তূপীকৃত হইয়া আছে। আমার প্রতি যাহারা খুব সালাম-শ্রদ্ধা নিবেদন করিত কিংবা হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা উপহার দিত, তাহারাও কাছেই দণ্ডায়মান আছে। কিন্তু হায়! এসব আজ আমার কোন্ কাজে আসিবে? কী লাভ, কী আরাম আমার এই মুহূর্তে ইহাদের দ্বারা? হে বন্ধু! সময় থাকিতে ভাবো এবং কিছু করার থাকিলে এখনই কর। কিছু করার সময় এবং সতর্ক হওয়ার সময় তখন নয়, বরং এখন।

বহু লোক আছে যাহারা সম্মানের মোহে কিংবা পদের লিপ্সায় পড়িয়া আল্লাহকে ভুলিয়া আছে। মোহগ্রস্ত মন তাকে আল্লাহকে পাওয়ার পথে হাটিতে দেয় না, আল্লাহুওয়ালাদের নিকট যাইতে, বসিতে বা নত হইতে দেয় না। আল্লাহকে ঐ পরিমাণ স্মরণ করে না যেই পরিমাণ স্মরণ করিলে আল্লাহ্‌পাক তাকে বেলায়েতের মাকাম দান করিয়া নিজের খাছ দোস্ত রূপে গ্রহণ করিতেন। আল্লাহ্‌পাকের সহিত হালকা-মামুলী দৃষ্টী এবং টিলাঢালা সম্পর্কের উপরই সে সন্তুষ্ট ছিল। মৃত্যুর মুহূর্তে তাহার প্রতি প্রশ্ন : আল্লাহ্র সহিত এরূপ আচরণ কি তোমার উচিত ছিল? তুমিই বিচার কর, তুমিই রায় দাও। হায়, যাহার সহিত গাঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা তোমার কর্তব্য ছিল, তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছ টিলা? আর যাহা কিছুর সহিত হালকা-পাতলা সম্পর্কই কর্তব্য ছিল, তাহাদের সহিত সম্পর্ক গড়িয়াছ খুব গাঢ়? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিউন, কী সর্বনাশা কথা? কী অপরিণামদর্শিতা?

হযরত ইমাম গায়যালী (রঃ) এর উপদেশ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গায়যালী (রঃ) বলেন :

أَرَى الْمُلُوكَ بِأَدْنَى الدِّينِ قَدْ قَنَعُوا
وَمَا أَرَاهُمْ رَضُوا بِالْعِيشِ بِالدُّونِ

“জীবন ভরিয়া এই ত দেখিলাম যে, আমীর-উমারা ও রাজা-বাদশারা অল্প একটু দ্বীনদারী লইয়াই খুব তুষ্ট। দ্বীনের সঙ্গে, আল্লাহ্র সঙ্গে মামুলী সম্পর্কই সেখানে বড় কিছু এবং যথেষ্ট। কিন্তু, সামান্য দুনিয়া লইয়াই, পার্থিব সুখ-সম্মানের সামান্য সামান্য একটু পরিমাণের উপরই তাহারা খুব সন্তুষ্ট, আজন্ম আমি এমন ত কখনও দেখিলাম না।”

আমার বন্ধুগণ, আল্লাহ্র সহিত সামান্য মহব্বত ও মামুলী ধরনের সম্পর্কের উপরই সন্তুষ্ট থাকা, অথচ, আসল বাড়ীঘর— যেখানে আমাদিগকে চিরকাল

থাকিতে হইবে, সেই পরকালের জন্য টুটা-ফুটা নামায, টুটা-ফুটা এবাদত-বন্দেগীর উপর সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকা ? হায়, কী শক্ত নাদানী ইহা ? উহারা বলেও যে, কোন রকম দুই চারি রাক'আত পড়িতেছি, সেজ্জাদা নামে দুই-চারিটি টক্কর মারিতেছি, বস্, এতটুকুই যথেষ্ট আমাদের জন্য । আমার বন্ধু ! যেই দেশে তোমাকে অনন্তকাল ধরিয়া বসবাস করিতে হইবে, সেই দেশের ব্যাপারে তোমার এই আচরণ ? সেই পরকালের প্রতি তোমার এই উক্তি ?

মাওলানা রুমীর বিগলিত প্রাণের নসীহত (মৃত্যু কালীন করুণ হালতের মোরাকাবা)

মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন, হে মানুষ, যেই ভুল তুমি করিতেছ, সেজন্য অচিরেই তোমাকে আক্ষেপ করিতে হইবে । যে পঞ্চদশী বা পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি তোমার মনের কামনা-বাসনা পূরণ করিতেছ, মৃত্যুকালে তোমার ঐ পঞ্চশক্তি ধ্বংস হইয়া যাইবে । কান ত আছে, কিন্তু ছোট শিশু 'আব্বা আব্বা' বলিয়া যতই ডাকিতেছে, আব্বা তাহা আদৌ শুনিতেছেন না । বিবি বলিতেছে, আহা, আমার প্রাণাধিক প্রিয় স্বামী ! স্ত্রীর ঐ করুণ আর্তনাদ স্বামীর কানে ঢুকিতেছেন না । কোন প্রিয়জন বলিতে লাগিল, আহা, শামী কাবাব তোমার দারুণ পছন্দের জিনিস ছিল । নাও, এক-দুইটা কাবাবই না হয় খাইয়া দেখ । কিন্তু, হায় রসনা আজ কোন স্বাদ চিনেনা, মজা বুঝে না । মৃতের জিহ্বার উপর মজাদার শামী কাবাব কিংবা মুরগীর গোশত রাখিয়া দেখ না ? কোনই সাড়া মিলিবে না । কারণ, জিহ্বা আজ স্বাদ আনন্দনে অক্ষম । খাদেম বলিল, হুযূর, এই যে আপনার সেই রিয়ালের প্যাকেট যাহার গণনায় ডুবিয়া আপনি হরম শরীফের জামাত পর্যন্ত ছাড়িয়া দিতেন । কারণ, আপনার আমদানী ছিল বিপুল অংকের । মৃতের হস্তদ্বয়ে আসুল সমূহ যথারীতি বিদ্যমান । কিন্তু হায়, ছুঁইবার শক্তিও তার নাই । এবার আতর আনিয়া পেশ কর । কিন্তু হায়, গুঁকিবার শক্তিও তো খতম । সবকিছু আজ নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, নিস্তেজ এবং নিথর ।

বস্, প্রতিদিন বারংবার এই মোরাকাবা করুন । দেখুন না, জিন্দেগীর মোড় ঘুরিয়া দুনিয়ার ক্ষয়িষ্ণু লয়তের বদলে দয়াময় মাওলার মহব্বতের চিরস্থায়ী লয়ত ও চিরস্থায়ী দৌলত নসীব হইয়া যায় কিনা ?

পরম আনন্দের সময় ও চিরস্থায়ী চেরাগ

আমার ভাই, কদম ত রাখিয়া দেখুন। আমার বন্ধুগণ, দুনিয়ার তামাম স্বাদ ও আনন্দের সকল পথই যেদিন রুদ্ধ হইয়া গেল, মাওলার সহিত প্রেমের সম্পর্ক যদি গড়িয়া থাকেন, হৃদয়ে মাওলার মহব্বতের দৌলত যদি অর্জন করিয়া থাকেন, সেদিন একমাত্র ঐ সম্পদই আপনার কাজে আসিবে। ক্ষয়-লয়ের এ স্বল্পক্ষণিক দুনিয়ার জিন্দেগীর পথে-পথে ও দিনে-রাতে যাহারা মাওলাকে খুব প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছে, বেশী বেশী স্মরণ করিয়া ও বন্দেগী করিয়া যাহারা তাহাকে খুব খুশী করিয়া দিয়াছে, হে বন্ধু, শোন, পার্থিব আনন্দ বর্জিত এই সকল বান্দাদের তখন আক্ষেপ ও অনুতাপের নয় বরং পরম আনন্দের সময়। মাওলার প্রেমের ডোরে আবদ্ধ হইয়া মোহময় দুনিয়ার জীবনে ইহারা নাফরমানী ও পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিয়াছে। ফলে, ইহাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের চেরাগ যখন নিভিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের জন্য আলোকোজ্জ্বল এক চিরস্থায়ী চেরাগ জ্বলিয়া উঠে যাহার নূর কবরে, হাশরে, পুলসিরাতে, জান্নাতে সর্বত্র তাহাদের সঙ্গে থাকে।

হৃদয়ে প্রেম-সিংহাসন

আমার প্রিয় বন্ধুগণ, তাই বলি, কুলবের মধ্যে সেই দৌলত অর্জন করুন, যেই দৌলতের অধিকারী ছিল শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছে-দেহলবীর মত মহান ওলীর মহান হৃদয়। তিনি বলেন :

دلے دارم جواهر پاره عشق ست تحویلش

کہ درارد زیر گردون میر سامانے کہ من دارم

মম এ হৃদয়ের আসন

পূর্ণ তাতে হীরা-কাঞ্চন,

সে যে মাওলার প্রেম-সিংহাসন,

প্রেমের হীরা, প্রেমের কাঞ্চন।

এ আকাশের নীচে আগার মতন

মহাজন বলো, আর কোন্ মহাজন ?

তিনি বলেন, হে দুনিয়াবাসী, ওলীউল্লাহ্‌র সীনার মধ্যে এমন একটা হৃদয় আছে

যাহা আল্লাহুপাকের প্রেম-মহব্বতের মণিমুক্তায় পরিপূর্ণ। বল, এই আসমানের নীচে কোন্ আমীর কিংবা কোন্ বাদশা আছে যে ওলীউল্লাহুর এহেন দৌলতের মোকাবিলা করিতে পারে ?

বন্ধুগণ, তাঁহার এই ঘোষণার রহস্য কি ? রহস্য এই যে, আল্লাহুর ওলীরা যখন এই দুনিয়া হইতে বিদায় হন, আত্মায় করিয়া তাঁহারা আল্লাহুর মহব্বতের দৌলত সঙ্গে লইয়া যান। আর দুনিয়াদার লোক সে যদি বাদশাও হয়, বিদায়লগ্নে ধন-সম্পদ, রাজসিংহাসন, রাজমুকুট সবকিছু মাটির উপর রাখিয়াই সে খালি হাতে মাটির নীচে চলিয়া যায়। তাই ত হযরত শায়েখ সা'দী শীরাযী (রঃ) বলেন—

چو آهنگ رفتن کند جان پاک
چه بر تخت مردن چه بر روی خاک

রুহ যখন বাহির হইতে শুরু করে, তখন তুমি মাটির বিছানায় মর কিংবা রাজসিংহাসনে মর— সবই সমান। মিস্কীনের মাটির বিছানা আর রাজার রাজসিংহাসনে তখন কি ব্যবধান ? কবরের যাত্রী মিস্কীন ও বাদশা তখন বিল্কুল বরাবর।

কবরে শায়িত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান

আমার এক বন্ধু আছেন যিনি বর্তমানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা। তিনি আমাকে বলিতেছিলেন যে, আইয়ুব খান যখন ফিল্ড মার্শাল ছিলেন, ঐ সময় একবার তিনি আমাকে দাওয়াতনামা পাঠাইলেন। সেমতে আমি রাজধানী ইসলামাবাদে পৌঁছিলাম। দেখিলাম, কত না মিলিটারী সেখানে অতদ্রুতহরী রূপে নিযুক্ত। যখন প্রেসিডেন্টের ভবনে প্রবেশ করিলাম, তখন আইয়ুব খানের শান-শওকত ও প্রতিপত্তিশীল চেহারা দেখিয়া ভয়ে আমার দেহ খানিকটা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু হায়! মৃত্যুর পর যখন হরিপুরস্থ তাঁহার কাঁচা কবর ঘিয়ারত করিতে গেলাম তখন আর কোনক্রমেই আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইয়া আল্লাহ, ইনিই সেই মহা প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট ? ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ? যাহার প্রতি অভিবাদন জ্ঞাপনের জন্য ২১ বার তোপধ্বনি করা হইত ? ইনিই সেই ফিল্ড মার্শাল যাহার সামরিক উর্দী দেখিয়া মানুষ কম্পিত ও আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িত

? সেই লৌহমানব ইনি ? যাহার জন্য করাচীর সড়ক সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত ? হাজার হাজার মিলিটারী যাহার দেহের চতুর্দিকে গার্ড থাকিত ? লক্ষ লক্ষ কীড়া আজ টানিয়া-ছিড়িয়া তাহার দেহ ভক্ষণ করিতেছে । মাটির বিছানায় শোওয়া অসহায় ফিল্ড মার্শালের ঐ কবর দেখিয়া হৃয়ুর, আমি আর আমার কান্না রাখিতে পারি নাই ।

ব্যথিত হৃদয়ের আহ্বান

হায়, এই দুনিয়া দিল্ লাগানোর উপযুক্ত নয় । আমরা এখানে এজন্য আসিয়াছি যে, আল্লাহুওয়ালা হইয়া এখান হইতে যাইব । আমার দোস্তগণ, প্রিয় ভাইগণ, আপনাদেরকে আমি কিরূপে বুঝাইয়া দিব যে, দুনিয়া কেমন চীজ ? অসংখ্য বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মিনতি ভরিয়া অনুরোধ করি, আল্লাহর ওয়াস্তে এই দুনিয়ার প্রতি মন লাগাইবেন না । উহাতে মজিবেন না । কোন খোদা-প্রেমিক ওলীআল্লাহর নিকট গিয়া আল্লাহর সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপন করুন । কিভাবে তাহাকে মহব্বত করিতে হয়, ভালবাসিতে হয় তাহা শিখিয়া লউন । আমার ভাই, উহাই কাজের জিনিস । বড়ই কাজের জিনিস । বড়ই দরকারী জিনিস । আমার ব্যথিত হৃদয়ের কথা কি আপনারা রাখিবেন ? প্রিয়বন্ধুগণ ! দুনিয়ার সঙ্গে নয়, আল্লাহর সঙ্গে প্রেমের সূতা দিয়া নিজেকে গাঁথুন ।

ওলী হওয়ার সমস্ত দুয়ার খোলা

আমি দৃষ্টকণ্ঠে আবার ঘাষণা করিতেছি, ওলীআল্লাহ হওয়ার সমস্ত দুয়ার আজও খোলা আছে । আজও আমরা আছ্লাফের নাম রওশন করিতে পারি । আজও আমরা আমাদের মহান বুয়ুর্গানের অতীত স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি । শর্ত হইল, হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব (রঃ)-এর একটি নসীহতের উপর আমাদেরকে আমল করিতে হইবে । তাহা আমি একটু পরেই তাঁহারই একটি ছন্দের মধ্যে পেশ করিব । বিশেষ করিয়া আলেমদের জন্য ত উহা মহোপকারী, অতি মূল্যবান উপদেশ, যাহার মর্ম এই যে—

হে আলেম সমাজ ! যোগ্যতার জন্য গর্ব করিও না

হে আলেম সমাজ ! নিজের এল্‌মের উপর কেহ গর্ব-অহংকার করিওনা । নিজের ভাষা ও বাগ্মীতার জন্য গরিমা করিওনা । হযতবা তুমি কবি, সাহিত্যিক, খুব বড় আরবী ভাষাবিদ, অনর্গল আরবী ভাষণে পারঙ্গম । কিন্তু, হে আলেম সমাজ !

এসব লইয়া কেহ আত্মগর্বে পড়িওনা । ইহা গর্বের বস্তু নয় । বরং কোন আল্লাহওয়ালার গোলামী অবলম্বন করিয়া এল্‌মের গর্ব-গরিমাকে ধূলিস্যাত করিয়া দাও, মাটিতে মিশাইয়া দাও । তারপর দেখ যে, অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বতের কি যে মাধুরী নসীব হইতেছে ।

হাকীমুল-উম্মত (রহঃ)-এর অমূল্য বাণী

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল্‌মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বলেন : আবু জাহ্‌লের মত আরবীবাগীতা, আরবী বলার যোগ্যতা তোমার-আমার মধ্যে নাই । আবু জাহ্‌লের মত আরবী কাব্য রচনা বা আবৃত্তির শক্তি তোমার-আমার মধ্যে নাই ।

ভাবার অলংকার ও পাণ্ডিত্যের জোরে কেহ খোদাপ্রেমকি হইতে পারে না । খুব আরবী বলিতে পারিলেই ওলীআল্লাহ্ হওয়া যায় না । ওলীআল্লাহ্ যারা হয়, তা হয় ঈমান ও তাকওয়া হাসিলের দ্বারা ।

ইমামে-রব্বানী হযরত গঙ্গুহী কেন গেলেন

হযরত হাজী ছাহেবের দরবারে ?

ইমামে-রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হযরত, আপনি বোখারী শরীফের সুবিখ্যাত মুহাদ্দেছ, যমানার উচ্চ চূড়ার আলেম । এত বড় আলেম হইয়াও আপনি কেন গিয়াছিলেন হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ ছাহেব (রঃ)-এর দরবারে ? কি অভাব ছিল আপনার? তিনি বলিলেন, হাজী ছাহেব (রঃ) এর নিকট আমি মাছআলা- মাছায়েল জিজ্ঞাসা করিতে যাই নাই । বরং জ্ঞাত মাছআলা-মাছায়েলের উপর আমল করার পথে বহু ক্ষেত্রে নফ্‌ছ অলসতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করিত । বহুক্ষেত্রে দ্বীনের উপর নফ্‌ছ তার নিজস্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিত । সেই বিজয়ী নফ্‌ছকে পরাজিত করিয়া সর্বক্ষেত্রে দ্বীনের উপর অটল থাকার জিন্দেগী হাসিলের জন্যই সেখানে গিয়াছি । দ্বীন সম্পর্কে যাহা কিছু জানি, সেই জানা কথাগুলির উপর আমলের তাকত বা রুহানী শক্তি সংগ্রহ করিতে গিয়াছি । আল্‌হামদুলিল্লাহ্, হযরত হাজী ছাহেবের বরকতে নফ্‌ছ আজ পরাজিত । বস্তুতঃ 'আমলের এই শক্তি' অর্জনের জন্যই আমরা হাজী ছাহেবের দরবারে গিয়াছিলাম, এলেম শিখিবার জন্যে নয় । এল্‌মের নেআমত ত আল্লাহ্র ফযলে পূর্বেই শিক্ষা করা ছিল ।

পরাজিতের সঙ্গে নয়, বরং বিজয়ীর সহিত বন্ধুত্ব কর

মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন, হে পাশে ঘেরা এ পৃথিবীর মানুষ, তোমরা যত বড় বিদ্বান, যত বড় মাওলানাই হও না কেন, নফ্‌ছের কাছে তুমি অবশ্যই পরাজিত থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আল্লাহুওয়ালার সোহবত ও সাহচর্য না গ্রহণ কর।

یار مغلوبان مشو هیں اے غوی

یار غالب جو کہ تا غالب شوی

তিনি বলেন, হে পথহারা মানুষ, নফ্‌ছের হাতে মার খাওয়া লোকদের সঙ্গে তুমি বন্ধুত্ব করিও না। বরং নফ্‌ছের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয় অর্জনকারী ওলীআল্লাহুদের সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব অবলম্বন কর। তাঁহাদের সত্যিকার অনুগামী হও। তাহা হইলে তাঁহাদের বরকতে তুমিও তোমার নফ্‌ছের বিরুদ্ধে বিজয়ী হইতে পারিবে এবং দ্বীনের উপর ও এল্‌মের উপর আমলের শক্তি নসীব হইবে। আর যদি তুমি এমন লোকদের সাহচর্যে থাক যাহারা স্বীয় নফ্‌ছের কামনা-বাসনার গোলাম ও ক্রীতদাস হইয়া আছে, তবে তুমিও নফ্‌ছের ক্রীতদাস হইয়াই থাকিবে। কারণ, যে নিজেই ক্রীতদাস, সে আর এক ক্রীতদাসকে আযাদী দান করিবে কিরূপে? এক কয়েদী আর এক কয়েদীকে মুক্ত করিতে পারে না। তবে হাঁ, যে কয়েদী নিজে কয়েদখানা হইতে মুক্ত হইয়াছে, সে অবশ্য বাহিরে আসার পর 'যামিন' হইয়া অন্য বন্দীকে ঐ বন্দীজীবন হইতে মুক্ত করিতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহুর ওলীগণই নফ্‌ছের কয়েদখানা হইতে মুক্ত। অতএব, সেই মুক্তরাই পারেন অমুক্তদেরকে মুক্ত করিয়া দিতে।

ফযীলতের পাগড়ী বিলীন

কিছু পূর্বে আমি আমাদের মহান বুয়ুর্গ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব (রঃ)-এর নসীহতের ছন্দের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। শুনুন, তিনি বলেনঃ

نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہ نہیں سکتا

جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں

ডিম্বীধারী পাগড়ী যদি

বিলীন কর ওলীর পায়ে,

মাওলাপ্রেমের স্বর্ণচূড়ায়

চড়বে তুমি কম সময়ে।

(কোরআন শরীফ হেফয করার পর, অনুরূপ মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের পর 'দস্তারে ফযীলত' ('ডিগ্রীর পাগড়ী') নামে সম্মানের পাগড়ী পরাইয়া দেওয়া হয়। মাওলানা (রঃ) বলেন, আলেমগণ যেই দস্তারে ফযীলত-এর জন্য নিজেকে গর্বিত বোধ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের সেই 'দস্তারে ফযীলত'কে যদি কোন আল্লাহুওয়ালার 'দস্তারে মহব্বত'-এর মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে পারেন, তখন দেখিবেন, তাঁহাদের কী সম্মান আর কী মর্যাদা নসীব হইয়া যায়। অর্থাৎ যাহেরী এল্‌ম অর্জন শেষে সম্মান জনক পাগড়ী পরিধান করিলেই সম্মানিত হওয়া যায় না। উহা মনের গর্ব বোধ ছাড়া আর কিছু নয়। হাঁ, সেই আলেম যদি কিছুদিন কোন আল্লাহুওয়ালার সোহবতে অতিবাহিত করেন, আল্লাহুওয়ালার নিকট অবনত হইতে পারেন, তখন তিনি এত বড় সম্মান ও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইবেন যাহা কল্পনা করা যায় না। খোদাপ্রদত্ত সম্মান তখন তাহাকে 'মুকুটবিহীন সম্রাট' বানাইয়া দেয়। (ডিগ্রীধারী পাগড়ীর গর্ব চূর্ণ হইয়া রুহের মস্তকে আল্লাহর মহব্বত ও মা'রৈফাতের পাগড়ী নসীব হইয়া যাইবে।)

সোহবত প্রাপ্ত ও সোহবতহীনের জিন্দেগীর ব্যবধান

হযরত মাওলানা থানবী (রঃ) বলেন, তোমরা এমন দুইজন আলেমকে আমার নিকট পেশ কর যাহাদের মধ্যে একজন কোন আল্লাহুওয়ালার জুতা বহন করিয়াছে, তাঁহার সোহবত ও তরবিয়ত পাইয়াছে। অন্যজন কোন ওলীআল্লাহর সোহবত ও তরবিয়ত পায় নাই। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই দুইজনের মধ্যে কে সোহবতপ্রাপ্ত, আর কে সোহবতপ্রাপ্ত নয়? তবে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি বলিয়া দিব যে, ইনি সোহবতপ্রাপ্ত, আর ইনি অপ্রাপ্ত।

মুজাহাদাকারী আমলকীর ইষ্যত ও মুজাহাদা

ত্যাগী আমলকীর ষিল্লত

আমি একবার এলাহাবাদে আর একবার মদীনা শরীফে হাজী সুলায়মানের ওখানেও আরয করিয়াছিলাম যে, মনে করুন, একটি বৃক্ষ হইতে দুইটি আমলকী ঝরিয়া পড়িল। কোন হাকীম সেখানে গিয়া বলিল, হে আমলকীরীদ্বয়, দ্বয়

কিরূপ আচরণ আমাদের সহিত করা হইবে? উনি বলিলেন, প্রথমতঃ একটি বড় সুই দ্বারা তোমাদের সর্ব শরীর আমি জর্জরিত করিয়া ফেলিব। এভাবে তোমাদের মধ্যকার কষ ও তিক্ত রসের অংশ আমি বাহির করিয়া ফেলিব। অর্থাৎ প্রথমে আমি তাৎকিয়া করিব, বে-মজা বা দোষণীয় অংশ স্থলিত করিয়া দিব। অতঃপর তোমাদেরকে চিনির শীরায় বৈয়ামের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিব। এভাবে সামান্য কষ্টকর এ কয়টি পর্যায় অতিক্রম হইবার পর তোমাদের চাহিদা, দাম ও মর্যাদা এত বাড়িবে যে, হার্টের সমস্যায় আক্রান্ত প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী, বড় বড় আলেম, শাইখুল-হাদীছ, মুফতী-আ'যম প্রভৃতি সকলেই তোমাদিগকে সাদরে ভক্ষণ করিবে। ফলে, তাহাদের হার্ট ময়বুত ও শক্তিশালী হইবে।

এই বয়ান শুনিয়া আমলকীদ্বয়ের একটি এই 'মুজাহাদা' বা কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়া গেল। অপরটি বলিল, জনাব! একজন মানুষের নিকট এরূপ বশ্যতা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। এই অগমান আমি সহ্য করিব না। হাকীম সাহেব বলিলেন, আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি এখানেই পড়িয়া থাক।

ফলে, আপন মনে গর্বিত সেই আমলকীটি গাছের তলায় পড়িয়া রহিল। আশু আশু সূর্যের প্রখর তাপে উহার সূরত-সীরত, স্বাদ-আকৃতি সব বিকৃত ও বিনষ্ট হইয়া কালো বর্ণ হইয়া গেল।

একদা এক বানিয়া আসিল। ঝাড়ু দ্বারা কুড়াইয়া ঐ আমলকীটিকেও তাহার থলির মধ্যে তুলিয়া লইল। ফিরিয়া গিয়া থলিটিকে তাহার দোকানের এক কোণে ছুড়িয়া মারিল। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি তার কোষ্ঠকাঠিন্যের কথা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কাছে ত্রিফলা আছে? বানিয়া বলিল, আছে, নাও, এই আমলকি, হরীতকী, বহেড়া— এগুলি নিয়া চূর্ণ করিয়া সেবন কর।

সেদিনের সেই আমলকী আজ টাকায় পাঁচ সের হিসাবে বিক্রি হইল এবং পায়খানার কাঠিন্য দূর করার তথা কাঠিন্যকে তরল করিয়া অতঃপর ঐ তরল পায়খানাকে ঠেলিয়া বাহির করার খেদমত আজ তাহার কপালে জুটিল। মুরব্বীকে অস্বীকার ও এড়াইয়া চলার বদৌলতে সুপ্রিয়-সম্মানীয় মোরব্বা হওয়ার বদলে আজ তাহাকে এই অপমানকর অবস্থান ও অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইল।

এর বিপরীতে যে আমলকীটি দাওয়া প্রস্তুতকারীদের নানা রকম তরবিয়তী ও প্রস্তুতিপর্বের কষ্ট সহ্য করিয়া মোরব্বা হইতে পারিয়াছে, উহার এত সম্মান ও চাহিদা

যে, ভারতের বিখ্যাত হাকীম আজমল খান রামপুরের নবাবের জন্য ব্যবস্থাপত্রে লিখিয়া দিলেন :

مرثی آملہ گرفته از آب گرم شسته ورق نقره پیچده
نهار منه بخورند

অর্থ : “উষ্ণ পানিতে ধুইয়া, আমলকীর মোরক্বা বানাইয়া, চান্দির পাতে মোড়াইয়া খালি পেটে সেবন করিবেন।”

যেই আমলকী গুরুজনকে এড়াইয়া পায়খানা পরিষ্কারকের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, স্বীয় সাথীর এই সম্মান ও মর্যাদা দেখিয়া তাহার দারুণ হিংসা লাগিতেছে যে, আরে! সে আর আমি ত একই সঙ্গে একই বৃক্ষ হইতে মাটিতে পড়িয়াছিলাম, আজ তাহার এত বিরাট কদর-সমাদর যে, কত বড় বড় ব্যক্তিবর্গ উহার প্রতি আসক্ত-অনুরক্ত।

অনুরূপ, যে কোন একজন আলেম যিনি নফ্‌হের এছলাহ ও তায্কিয়ার জন্য কোন আল্লাহুওয়াল্লা মুরব্বী ধরিয়াছেন এবং মুরব্বীর কথা মত এ পথে মুজাহাদা (বা সাধনা) করিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়া অন্য এক আলেম ধিক্কার দিয়া বলিলেন, বাহু! কী মজার কথা! মানুষ হইয়া মানুষের গোলামী? লা-হাওলা, আছুতাগ্‌ফিরুল্লাহু।

نه بنده هو کسی بنده کے بس میں
تزپ کر رہ گئی بلبل قفس میں

এক মানুষ আর এক মানুষের হাতে এভাবে বন্দী হওয়া অসঙ্গত! ইহা ত স্বাধীনতাহারা ছটফটকারী খাঁচার বুলবুলির দশা। আমি খাঁচার বন্দী জীবনের বিরোধী। আমি স্বাধীন ও লাগামমুক্ত থাকার পক্ষপাতী। জীবনের লাগাম আমি আর একজনের হাতে দিবোনা। আমি কোন মানুষের দাসত্বশৃংখল, তাবেদারী বা অধীনতার অপমান বরদাশত করিব না।

এরূপ খেয়ালের মাওলানা সাহেবকে ঐ হতভাগা আমলকীর মত শুধু এতটুকুই বলা যায় যে, ঠিক আছে, আপনি এখানেই থাকুন, এভাবেই থাকুন।

একদিন দেখা যাইবে, যেই আলেমেদ্বীন কোন আল্লাহুওয়াল্লার কাছে নফ্‌হের এছলাহ ও তায্কিয়া করাইয়া ‘ছাহেব নেছবত’ (ওলীআল্লাহ) হইয়া গিয়াছেন, তাহার

সোহবতে, তরবিয়তে, নসীহতে শত-সহস্র মৃত-প্রাণ জীবিত হইতেছে, আত্মার কালো ব্যাধিসমূহ হইতে মুক্তি পাইয়া কত মানুষ আল্লাহ্‌ওয়ালা হইয়া যাইতেছে। ছুব্‌হানাল্লাহ্, কী তাহীর তাহার বয়ানে? কী এক ব্যথাভরা হৃদয় আল্লাহ্পাক তাহাকে দান করিয়াছেন? তাহার প্রেম-বিগন্ধ হৃদয়ের বয়ান মানুষের হৃদয়-মনে কী আশ্চর্য প্রভাব ফেলে? কী যে আলোড়ন পয়দা করে? কত অসংখ্য মানুষ হেদায়েত পাইতে, মুরীদ হইতে ও আল্লাহ্র মহব্বত-মারেফাত শিখিতে তাহার দিকে রুজু হইতেছে? কী মকবুলিয়ত, কী জনপ্রিয়তা আল্লাহ্পাক তাহাকে দান করিয়াছেন?

তাহার ঐ সাথী যিনি কোন আল্লাহ্‌ওয়ালার নিকট নত হন নাই, সোহবত হাসিল করেন নাই, কোন ওলীর হাতে নিজেকে গড়েন নাই, স্বীয় সাথীর জীবনে এই সম্মান ও নেআমত সমূহ দেখিয়া তাহার মনে খুব হিংসা লাগে। ভাবে যে, আরে, সে ত আমার সেদিনের সাথী, সহপাঠী। অমুক অমুক কিতাব বা ক্লাশ এক সাথেই ত পড়িলাম। হঠাৎ করিয়া কিভাবে যেন সে পীরী-মুরীদীর শিকার হইয়া অল্প কিছুদিন অমুক বুয়ুর্গের সঙ্গে উঠা-বসা করিল। আজ আমি তাহাকে দেখিয়া বিশ্বাসে অভিভূত হই। কী সম্মান, কী যে আকর্ষণ, কত যে কদর ও সমাদর তাহার! প্রাণের আগ্রহ ভরিয়া মানুষ তাহাকে দাওয়াত করিতেছে। পোলাউ-কোরমা ঝাওয়াইতেছে। কেহ কেহ আবার হস্ত চুষন করিতেছে।

হায়, ঐ সময় কে তাহাকে এই কথা বলিবে যে, আরে, হিংসায় ত জ্বলিতেছ, তবু কেন ইহা ভাবিতেহেনা যে, এই লোকগুলি তোমার দিকে কেন রুজু হয় না? তোমার কাছে কেন ভিড় জমায়না? কেন ইহারা তোমার হস্ত চুষন করে না? তুমিও যদি তোমার নফ্‌ছের এছলাহ্ করাইয়া দুনিয়ার মোহ, নফ্‌ছের খাহেশাত ও আবজর্জনা সমূহ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে, তাহা হইলে আজ তোমাকে এই আশ্বেপ করিতে হইতনা। এখন অনর্থক জ্বলিয়া-পুড়িয়া ফায়দা কি?

আল্লাহ্র জন্য কষ্ট স্বীকারের মহা প্রতিদান

যাহারা দিনরাত আল্লাহ্র জন্য মুজাহাদা করিয়াছে, কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, নফ্‌ছের সংশোধন করাইয়া নফ্‌ছকে ঘায়েল করিয়াছে, মুরব্বীর ধমক খাইয়াছে, মুরব্বীর শাসন ও কঠোরতা বরদাশ্ত করিয়াছে, তাহারাই আল্লাহ্পাকের খাছ্ মহব্বত ও খাছ্ নেছবতের (খাছ্ সম্পর্ক ও খাছ্ বন্ধুত্বের) দৌলত প্রাপ্ত হইয়াছে। হৃদয়ে তাহারাই আল্লাহ্‌প্রেমের খোশবু হাসিল করিয়াছে। বিশ্ববাসী তাহাদের সেই খোশবু লাভে ধন্য হইতেছে।

অতি দামী এই নেআমত তাহারাই পায় যাহারা নিজেকে আল্লাহর জন্য জ্বালাইয়া পোড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দেয়। আহ! মাওলার জন্য যাহারা এত আগুন বরদাশত করে, কেন তিনি তাহাদের প্রতি রাশি রাশি অনুগ্রহ বর্ষণ করিবেন না?

বাকী রহিল পোলাউ-কোরমার দাওয়াত ও তাহাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রশ্ন? আসলে তাহাদের অন্তরে ইহার কোন গুরুত্ব নাই, কোন চাহিদাও নাই। তোমরা যদি তাহাদের হৃদয়ের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতে, তবে দেখিতে যে, লক্ষ-কোটি রাজত্ব ও সিংহাসন তাহাদের নিকট ধূলিকণারই মত। সেদিকে তাহাদের কোন ভ্রক্ষেপই নাই। তাহাদের হৃদয়-সিংহাসনের সেই সুউচ্চ মিনার দেখিতে পাইলে তুমিও ঝাপ মারিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিবে। হে বন্ধু, তাই বলি, তুমিও এ পথে মুজাহাদা কর, আল্লাহর জন্য কিছু কষ্ট স্বীকার কর, কিছু আগুন সহ্য কর। তারপর স্বচক্ষে দেখ যে, কি কি নেআমত তোমার ভাগ্যে জুটিতেছে, কত না দুয়ার তোমার জন্য খুলিয়া দেওয়া হইতেছে।

নফ্‌ছের তায্কিয়াহ্ ফরয : কোন মুযাক্কী (সংশোধনকারী)

ব্যতীত তায্কিয়াহ্ (সংশোধন) হয় না

এক ব্যক্তি হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত থানবী (রঃ)-এর সঙ্গে বহু গুরু করিল। বলিল, হযর, নফ্‌ছের এছলাহ্ ও তায্কিয়া যে ফরয, আমি তা স্বীকার করি। কিন্তু সেজন্য কোন আল্লাহ্‌ওয়ালাকে ধরিতে হইবে, তাহার দ্বারা নিজের এছলাহ্ করাইতে হইবে, এই কথা আমি মানি না। কেন? কারণ, আমি নিজেই আমার তায্কিয়াহ্ (সংশোধন ও পরিমার্জন) করিয়া লইব, ইহার জন্য কোন মোযাক্কীর (সংশোধনকারীর) প্রয়োজন ত আমি দেখি না। হযরত বলিলেন, মৌলবী সাহেব, তায্কিয়াহ্ কি ফে'লে লাযেম, না ফে'লে মোতাআদী? ফে'লে মোতাআদীও কি লাযেমের মত শুধু ফায়েলের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া যায়, নাকি মফ্‌উলেরও দরকার হয়? মৌলবী সাহেব ইহাতে স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

আল্লাহ্পাক ত পবিত্র কোরআনে এই রূপ বলিয়াছেন যে— **يُزَكِّيهِمْ**

অর্থ : নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাহাদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) সংশোধন ও পরিমার্জন করেন।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে তায্কিয়ার হুকুম আসিয়াছে। যাহার অর্থ হয় সংশোধন করা, সংশোধন হওয়া নয়। ইযুযাক্কীহিম অর্থ, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াছাল্লাম তাঁহার সাহাবীগণের সংশোধন ও পরিমার্জন করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, নিজে নিজে সংশোধন হওয়া যায় না। বরং একজন সংশোধনকারী ও গঠনকারী আপনাকে-আমাকে সংশোধন করিবেন ও গঠন করিবেন। আল্লাহ আক্বার, কী অমূল্য এল্মী বিষয় তুলিয়া ধরিয়াছেন হযরত থানবী!

হযরত থানবী (রঃ) বলিতেন, আল্‌হামদু লিল্লাহ, আল্লাহ্‌পাক শরীঅত ও তরীকতের সমস্ত মাছায়েলকে আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছেন। বড়-ছে বড় আলেম নিয়া আস, ইন্‌শাআল্লাহ, মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি তাহাকে শান্ত করিয়া দিব। জটিল হইতে জটিল বিষয়েও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আমার পাঁচ মিনিটের বেশী লাগিবে না।

উক্ত বহুকারী একজন বড় আলেম ছিলেন। কিন্তু হযরত থানবীর কথা শুনিয়া তিনি নিরুত্তর হইয়া গেলেন। বস্তুতঃই নফ্‌ছের তায্কিয়ার জন্য কোন মুযাক্কীর দরকার যিনি এই তায্কিয়ার দায়িত্ব আজ্ঞাম দিবেন। সাহাবায়ে-কেরাম রাযিআল্লাহ তাআলা আনহুমও নিজেরাই নিজেদের তায্কিয়া করেন নাই। বরং পবিত্র কোরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিতেছে যে, স্বয়ং রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের তায্কিয়া করিয়াছেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিনিধি হিসাবে খাঁটি নায়েবে-রাছুল আউলিয়ায়ে-কেরামগণ চরম অধঃপতনের এই যমানাতেও তায্কিয়ার খেদমত আজ্ঞাম দিতেছেন।

কোন শামসুদ্দীন তাব্রেয়ী তালাশ করুন

আমার বন্ধুগণ, আপনারা আল্লাহ্‌পাকের প্রেমিকদিগকে তালাশ করুন। শামসুদ্দীন তাব্রেয়ীরা বিভিন্ন স্থানে লুকাইয়া আছেন। 'শামসুদ্দীন তাব্রেয়ী' মাওলানা রুমীর যমানার জন্যেই শুধু নন বরং কিয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে আল্লাহ্‌পাক বহু বহু শামসুদ্দীন তাব্রেয়ী সৃষ্টি করিতে থাকিবেন যাহারা মৌলবী রুমীদিগকে 'মাওলাওয়ালা রুমী' তথা আল্লাহ্‌ভোলাদিগকে আল্লাহ্‌ওয়ালা এবং দুনিয়ার পাগলদিগকে আল্লাহ্‌র পাগল বানাইতে থাকিবেন। তাই, কোন শামসুদ্দীন তাব্রেয়ী তালাশ করুন এবং সেজন্য দোআও করিতে থাকুন। আমি একটি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আপনারাও সেই প্রার্থনা করুন, তাহা এই—

یا رب ترے عشاق سے ہو میری ملاقات
قائم ہیں جن کے فیض سے یہ ارض و سماوات

অর্থ : আয় আল্লাহ্, তোমার প্রেমিকদের সহিত আমার সাক্ষাত নসীব কর, যাঁহাদের বরকতে এই আসমান ও যমীন এখনও কায়েম আছে,, যাঁহাদের খাতিরে এখনও তুমি তোমার আসমান-যমীন ধ্বংস করিয়া ফেল নাই।

ইহা আমার স্বরচিত ছন্দ। মাওলার দেওয়ানাদের সঙ্গে মোলাকাতের জন্য আমি অনেক দোআ-মোনাজাত, অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া থাকি। যেমন, স্বরচিত আর একটি ছন্দের মধ্যে বলিয়াছিলাম :

دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں
جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لئے ہوئے

অর্থ : আয় আল্লাহ্, আমি এমন জায়গায় থাকিতে চাই যেখানে তোমার প্রেমের ব্যথাভরা হৃদয় লইয়া তোমার কোন প্রেমিক বসবাস করে।

হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী, শামসুদ্দীন তাব্রেয়ী, মাওলানা রুমী ও মাওলানা খানবীর মত বড় বড় আশেক-ওলীআল্লাহ্দের মধ্যে জিন্দেগী কাটানোর বড় সাধ অধম আখতারের প্রাণে। আমি মাওলার আশেকদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে চাই এবং মাওলার আশেকদের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করিতে চাই। জীবন-মরণ মাওলার প্রেমিকদের সঙ্গে হউক, ইহাই আমার কাম্য। আমার এই বাসনা আমি একটি ছন্দের মধ্যে এভাবে প্রকাশ করিয়াছি :

مری زندگی کا حاصل میری زیست کاسہارا

ترے عاشقوں میں جینا ترے عاشقوں میں مرنا

আয় আল্লাহ্, তোমার আশেকদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকা এবং তোমার আশেকদের মধ্যে মৃত্যু বরণ করা, আমার এ জীবনের ইহাই সারাংশ এবং ইহাই আমার বাঁচার সম্বল।

আমার প্রাণে বাঁচিয়া থাকা নির্ভর করে তোমার পাগলদের সঙ্গে থাকার উপর, তোমার প্রেমিকদের মধ্যে বসবাসের উপর।

বন্ধুগণ, আখতার আজ আপনাদের সম্মুখে 'ছাহেব নেহবত' তথা ওলীআল্লাহ্ হওয়ার 'নোছখা' পেশ করিতেছে। আর ইহা এই মজলিসে উপবিষ্ট বুয়র্গানেরই বরকত। ইঁহারা আমার মুহতারাম বুয়র্গ, আমার ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র। এই হরম শরীফে আমি কোন ওয়ায়েয বা উপদেশদাতা হিসাবে আসি নাই বরং একজন

খাদেম হিসাবে আসিয়াছি। কারণ, ইহা বড়দের জায়গা, বড় বড় আউলিয়াগণের এখানে অবস্থান। মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানবী (রঃ), হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ)-এর মত বুয়ুর্গানের এখানে অবস্থান। যাহা কিছু এখানে আরম্ভ করিতেছি, একমাত্র এই উদ্দেশ্যই যে, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব (রঃ) ও মাওলানা কীরানবী (রঃ)-এর আত্মা যেন খুশী হইয়া যায়। আল্লাহ্পাক আমাদের এই মহান বুয়ুর্গানের আত্মা সমূহকে বেগমার নূরের দ্বারা মহিমাম্বিত করিয়া দিন। আমরা তাঁহাদেরই রুহানী আওলাদ। আওলাদ হিসাবে আমাদের কর্তব্য যে, আমরা আমাদের ঐসব দাদা, পর্দাদা ও নানাদের সম্মুখে তাঁহাদের বাত্‌লানো সবক গুনাইয়া যাই। ইহা তাঁহাদেরই নিকট হইতে প্রাপ্ত দৌলত যে, আজও ছাহেবে-নেছবত ওলীআল্লাহ হওয়া যায়।

ওলীআল্লাহ হওয়ার জন্য ছোটত্ব ও নম্রতা

এত বড় দৌলত লাভের জন্য একটি কাজ করিতে হইবে। তাহা হইল, বিনয় ও নম্রতা অর্থাৎ অন্যদের চেয়ে নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা, যাহাকে 'তাওয়াযু' বলে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজেকে নীচু করিবে, আল্লাহ্পাক তাহাকে উঁচু করিয়া দিবেন।

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নীচত্ব অবলম্বন করে, আল্লাহ্পাক তাহাকে উঁচু করিয়া দেন।

তবে ছোটত্ব ও নীচত্ব অবলম্বনের মধ্যে বড় বা উঁচু হওয়ার নিয়ত যেন না থাকে। এ জন্যই হযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এভাবে বলিয়াছেন যে, 'যে ব্যক্তি ছোট হয়, নীচু হয় আল্লাহর জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য'। ইহাতে এদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, বিনয় ও নম্রতা দ্বারা মর্যাদা নসীব হইবে তখন, যখন সেই নম্রতা একমাত্র আল্লাহর জন্য হইবে। অতএব, যদি কেহ এরূপ খেয়াল করে যে, আরে, নম্রতার দ্বারা তো উচ্চ আসন ও উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়, চল, তবে নম্রতা অবলম্বন করি। তাহা হইলে উহা নম্রতা নয়। যে ব্যক্তি বড় হওয়ার উদ্দেশ্যে নম্রতা প্রদর্শন করিবে, দৃশ্যতঃ উহা নম্রতা বা ছোটত্ব হইলেও উহার গভীরে লুক্কায়িত রহিয়াছে অহংকার ও আমিত্ব। এজন্যই প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম 'মান্

তাওয়াআ লিল্লাহ্' বলিয়াছেন। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর জন্য ছোটত্ব ও নম্রতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন।

ধনী লোকদের কোন ওলীর সম্মুখে নত হওয়ার কি প্রয়োজন ?

আমাদের মধ্যে অনেক বড় বড় মালদার ব্যক্তিও আছেন। কোন মালদারের মনে এরূপ প্রশ্ন জাগিতে পারে য, এত এত ধন-দৌলতের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রয়োজনে আমি আল্লাহুওয়ালাদের জুতা বহন করিব ? কেন আমি তাঁহাদের সম্মুখে নত হইব ? ইহার উত্তরের জন্য আমি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিব যে, অদ্য এখানে যেই মস্নবী শরীফের দরস্ চলিতেছে, উহার লেখক হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী কে ছিলেন ? কি তাঁহার পরিচয় ? বন্ধুগণ, তিনি বাদশাহ্ খাওয়ারযেম শাহ্-এর নাতি ছিলেন। বাদশাহর নাতি। তিনি কোন গরীব মোল্লা ছিলেন না যে, পীর-মুরীদীর দোকান খুলিয়া হালুয়া-রুটি, নয়রানা আমদানীর সহজ রাস্তা ধরিয়াছিলেন। যথেষ্ট ধন-দৌলত তাঁহার মালিকানায় ছিল। বড় রকমের মান-মর্যাদাও ছিল। বোখারী শরীফ পড়াইবার জন্য যখন তিনি পাক্কীতে আরোহণ করিতেন, শিষ্যগণ তখন তাঁহার জুতা বহন করিয়া পাক্কীর পিছে পিছে দৌড়াইতে থাকিত (যাহাদের অনেকেই ছিল বড় বড় আমীর-উমারাদের সন্তান।) এত বড় মর্যাদার আসনে আসীন ছিলেন মাওলান রুমী। তখন তিনি কাহারও মুরীদ ছিলেন না।

হযরত শামসুদ্দীন তাব্রেযীর দোআ ও ছীনার আমানত অর্পণ

ইতিমধ্যে একদা হযরত শামসুদ্দীন তাব্রেযী (রহঃ) আল্লাহপাকের নিকট দোআ করিলেন যে, আয় আল্লাহ্ মনে হয় শামসে তাব্রেযীর শেষ সময় অতি নিকটবর্তী। আমার সীনার মধ্যে তোমার মহব্বতের যে আঙুন তুমি আমানত রাখিয়াছ, সেই আমানত আমি কাহাকে সোপর্দ করিব ? আয় আল্লাহ্, তুমি তোমার এমন কোন বান্দা আমাকে দান কর যাহার সীনার মধ্যে আমি এই আমানত অর্পণ করিব। এমন কোন সীনা তুমি দেখাও যেই সীনা অতি মূল্যবান এই আমানত বহনের উপযুক্ত।

দোআ কবুল হইল। আল্লাহপাক এল্হাম করিলেন যে, হে শামসুদ্দীন, তুমি (রোমের একটি এলাকা) কোনিয়ায় যাও। সেখানে জালালুদ্দীন রুমী নামে আমার এক বান্দা আছে। আমার প্রেম-আঙনের এই আমানত যাহা আসমান-যমীন অপেক্ষা বেশী দামী, এই আমানত তুমি তোমার সীনা হইতে তাহার সীনায় অর্পণ কর। আমার ঐ বান্দার সীনা এই আমানতের উপযুক্ত।

মাওলার মহব্বতের আমানত আসমান-যমীন হইতে দামী

বন্ধুগণ, এই আমানত আসমান-যমীন হইতেও দামী কেন ? কারণ, এই আমানতকে আল্লাহুপাক সাত আসমান ও যমীনের সম্মুখে পেশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু—

فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

“আসমান ও যমীন সেই আমানত বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং তাহারা ভীত হইয়া পড়িল। আর মানুষ তাহা বহন করিয়া লইল।”

এত বড় ভারী আমানত বহন করিতে সাহস পাইল না সৃষ্টিজগতের বিশ্বয় বিশালকায় এই আসমান ও যমীন। ভয়ে তাহারা কাঁপিয়া গেল ! কিন্তু, আশেকীনের মাওলা-পাগল হৃদয় তখন অত বড় ভারী আমানত কবুল করিয়া লইল।

ওলীদের বিশাল-আয়তন হৃদয়

তাই, ওজনে ‘মানব হৃদয়’ মাত্র দেড় ছটাক পরিমাণের বস্তু হইলেও আল্লাহর আশেকদের হৃদয়কেও তুমি দেড় ছটাক বলিয়া ভাবিও না। শোন, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) কি বলেন—

در فراخ عرصه آں پاک جاں
تنگ آید عرصه هفت آسمان

অর্থ : আল্লাহর ওলীদের আত্মা ও হৃদয় এত বিরাট, এত বিশালায়তন, এত বেশী প্রশস্ত যে, সুবিশাল এই সপ্ত আসমানের প্রশস্ততাও তাঁহাদের হৃদয়ের প্রশস্ততা এবং আয়তনের সম্মুখে অতি নগণ্য এবং অতি সংকীর্ণ। কারণ, তাঁহারা আল্লাহুপাকের বিশিষ্ট বান্দা, আল্লাহুপাকের সাথী। সমগ্র আসমান-যমীন ও চন্দ্র-সূর্যের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যাহার হৃদয়-সিংহাসনে আসন গ্রহণ করেন, সেই হৃদয়ের সামনে ঐ আসমান-যমীন শুধু তুচ্ছ ও সংকীর্ণই নয় বরং অতি তুচ্ছ ও অতি সংকীর্ণ। আল্লাহুপাক আপন মেহেরবানীতে তাহার ওলীদের হৃদয়ের আয়তনকে এতই প্রশস্ত করিয়া দেন যে, সপ্ত আসমানকে উহার সুবিশাল সুবিস্তীর্ণ সীমানার মধ্যে আটকাপড়া এক অসহায় বন্দী বলিয়া মনে হয়। সপ্ত আসমানের অন্তিত্ব সেখানে পিপড়ার মতই এক তুচ্ছতর মাখলুক স্বরূপ। কবি জিগর মুরাদাবাদী বলেন—

کبھی کبھی تو اسی ایک مشیت خاک کے گرد
طواف کرتے ہوئے ہفت آسمان گذرے

অর্থ : “কখনও কখনও ত সুবৃহৎ ঐ সপ্ত আকাশকে এই এক মুষ্টি মাটির চারিদিকে তাওয়াফ করিয়া যাইতে দেখি।”

অর্থাৎ মাওলা-প্রেমিকের হৃদয় তো স্বয়ং মাওলা-পাকের সিংহাসন। তাই, সাত আসমানকে যেন আশেকের চারিদিকে তওয়াফরত ও অতি অনুগত দাসানুদাস বলিয়া মনে হয়। প্রেমিক যখন তাহার হৃদয়ের কা'বায় স্বয়ং মহীয়ান্-গরীয়ান্ মাওলা পাককে সমাসীন দেখিতে পায়, ঐ মহান বাদশাকে হৃদয়ে পাইয়া শুধু আসমান-যমীনই কেন, বরং 'কুল্ কায়েনাত'ই তাহার নজরে তখন তুচ্ছতর হইয়া যায়।

আল্লাহর জন্য ব্যক্তিত্ব বিসর্জন ও উহার পুরস্কার

বন্ধুগণ, যে বিষয়টি আমি আরম্ভ করিতেছিলাম, দেখুন, মাওলানা রুমী (রঃ) এদিকে দেখেন নাই যে, আমি কে? আমি কত বড়? আল্লাহপাকের মহব্বত ও মা'রেফাত হাছিল করার নেশায় নিজের ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্য, রাজবংশ, রাজসম্মান সবই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। শামসুদ্দীন তাব্রেযীর সম্মুখে নিজের মান-ইজ্জত ও ব্যক্তিত্ব সবকিছু তিনি এভাবে জলাঞ্জলী দিয়াছেন যে, হযরত তাব্রেযীর বিছানাপত্রের গাঁঠুরী নিজের মাথায় লইয়া শহরে-শহরে তিনি তাঁহার পিছনে-পিছনে দৌড়াইতে থাকিতেন।

আহ! বাদশাহ্ খাওয়ারযেম্শাহ্-এর নাতি আল্লাহর জন্য এক আল্লাহপ্রেমিকের পিছনে-পিছনে পাগল বেশে ছুটিতেছেন। শাহজাদা রুমীর মাথায় আজ মাওলার দোস্ত শামসে-তাব্রেযীর বিছানাপত্রের বোঝা। ঐ অবস্থায় মাওলানা রুমী কী যে পুলকিত মনে, উচ্ছসিত প্রাণে একটি ছন্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন :

ایں چنیں شیخے گدائے کو بہ کو
عشق آمد لا ابالی فاتقوا

অর্থ : “হে রোম অধিবাসী, হে জগদ্বাসী, যেই রুমী নিজেই সর্বজনমান্য এক শায়খের মসনদে আসীন ছিল,তোমাদের সুপরিচিত এত বড় শায়েখ, এত বড়

আলেম ও বিদ্বান রুমী আজ মাওলার তালাশে কাহারও পাছে-পাছে দৌড়াইতেছে। হে রোম অধিবাসী ! মাওলার এশুক আজ আমাকে এই সম্মান দান করিয়াছে যে, মাওলার খোঁজে আমি শামসুদ্দীন তাব্রৈযীর খাদেম ও গোলাম হইয়া গলিতে-গলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। খবরদার ! তোমরা খেয়াল করিয়া শোন, তোমরা আমার দৃষ্ট এ'লান শুনিয়া রাখ, হায়, মাওলার এশকের আগুন রুমীকে সম্পূর্ণ জ্বালাইয়া দিয়াছে। হে মানুষ, রুমী এশকের হাতে বান্ধা পড়িয়াছে, এশকের বশীভূত গোলাম হইয়া গিয়াছে। রুমী আল্লাহর জন্য এক আল্লাহুপ্রেমিকের সামনে স্বীয় মসনদ ও ব্যক্তিত্বকে ভুলুপ্তিত করিয়া দিয়াছে।

বিত্তশালী ও সম্মানিতদের কোন ওলীর সম্মুখে নম্রতার যুক্তি :

আমার সম্মানিত বন্ধুগণ, মস্তবড় আলেম, লক্ষপতি, কোটিপতি, মাস্টার, প্রফেসার, মন্ত্রী-মিনিষ্টার এমনকি, বাদশা হওয়া সত্ত্বেও কেন নিজেকে ছোট করিতে হইবে, কেন বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করিতে হইবে, মাওলানা রুমীর জীবনে উহার উত্তর আমরা খুজিয়া পাইলাম কি ?

আল্লাহুওয়ালাদের আদব-এহুতেরাম করা

ভাগ্যবান্দের হিসসা

মুহতারাম দোস্তুগণ, আল্লাহুওয়ালাদিগকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান করার এবং তাঁহাদের প্রতি আদব-তায়ীম প্রদর্শন করার তওফীক তাহাদেরই হইয়া থাকে যাহাদের অন্তরে এক মহান-যাতের তালাশ ও পিয়াস বিরাজিত। যাহাদের হৃদয় আল্লাহর জন্য পিপাসিত, যাহাদের প্রাণ মাওলাকে খুঁজিয়া মরে, তাহাদেরই নসীব হয় ওলীআল্লাহদের খেদমত, মহব্বত ও আদব-এহুতেরাম করা।

ডি, সি খাজা আযীযুল হাসান মজযুব হযরত

হাকীমুল-উম্মতের দরবারে

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযুব (রঃ) ডিপ্টি কালেক্টর ছিলেন, গ্রাজুয়েট ছিলেন। সেই ইংরেজ আমলে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি হইতে বি-এ ডিগ্রী লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর নফ্ছের এছলাহ করাইয়া আল্লাহুপাকের মহব্বতের

دولت هاسلرل جنآ هاکلمول-ؤمآت هآرآت آانبل (رۛ)-آر دربارل آاناببنل চলلا رلنل . ابب کلبؤدلل آالبآر ولبل سولآبآ و آربللآل آاکلآل نلآبآ، آآآ مآببآ و آالبببک ماآالببآر دولآآ لابل آنآ هآآلا رلنل . کآ بڈ آودالآرملک-وللبآالببآ هآآلا رلنل . اکدا آاناببنل هآآل بلبآل هآآلر سمل هآرآت آانبلآل آؤدللآ کربلا آللل آل آنڈولل آلبآل کربللل :

نقش بتان مٹایا دکھایا جمال حق

آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا

مآآآ : هل موشلآ ! هؤدآلر کآ'بال آل سکل مآآل آمل آوکالآلا رالآلاآلللام، سلسلب مآآلآل ملسمار کربلا هؤدآلآل آولل پاک-سالآ کربلا دلاآآ . آمل آالآلآل مآآلآلر آالآ و مآلر بانالآلاآلللام، هل موشلآ، آولل آالآلآل پاکربلا مالولار کآ'بال بانالآلا دلاآآ . سلل کآ'بالر مآآل مآآلر آلر دلبارالآ آمل ماللا پاکلر آالآلبل درآن کربل . هل موشلآ، آولل آملار آآآآلآل 'آاسل آآآ' آبل هؤدآلآل آکآ هؤدآل بانالآلا دلاآآ . کالرب، آلل آآآ مالولالآل آآآلا بلآلا نا، مالولار انولآآت هآآلا آالآل نا آبل آلل هؤدآل نلآلر مآآل ماللا بآآلآل انآ کالآلآل آآنل دلآ، سلل آآآ آآآ نلآ، سلل هؤدآل هؤدآل نلآ .

آهن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے

نا آشنائے درد کو بسمل بنا دیا

هل موشلآ، هؤدآل آرملر آاآون آآالآلا هؤدآلر کآآل لولآلآل آولل موللر آالآلآل نرلآ کربلا دلاآآ . هؤدآل آالآل آل آرملر آاآونل هرآالآلآل آآلآلآلآل، آلر رللآلآلآل . هل موشلآ،آرملر بآآا کل آلنلس،آالآ آمل آلنلآلآل نا . هالآ، آالآل سالآآلآل رالآلا مالولالآرملر کل اک بآآا آملار آلآلرلر رلآلا کربلا دلاآآ آل، آالآ آبلآکآ مآرلل آلآل مالآلر آالر آآآآل آلآلآلآل . هل موشلآ ! مالولار آرملر آآآآلآل آملل آالآل آآآل آآآآل آلآلآلآل . کالرب، مالولار آرملر آآلر دالآ آمل ملآلآل ملآلآل آبال هآآلآل آالآل .

مجبوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے

صد شکر ، حق نے آپ کا سائل بنا دیا

আমার প্রিয় মোর্শেদ, মজযুব একদম রিক্ত হস্তে তোমার দুয়ারে আসিয়াছিল। অদ্য আমি আমার আঁচল ভরিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। কাঙ্গাল-ভিখারী আজ মহাধন পাইয়া মহাজন, মহা-ধনী। আল্লাহপাকের লাখে-কোটি শোকর যে, তিনি আমাকে তোমার মত ‘প্রেম সম্রাটের’ দরজার ভিখারী বানাইয়াছেন।

সাধারণ শিক্ষিত খাজা ছাহেব বড় বড় আলেমের পীর :

হাকীমুল-উম্মতের নিকট নীচু ও নম্র হইয়া তিনি এত উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন যে, একদিন শায়খুল-ওলামা হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেবও তাঁহাকে নিজের ‘মোছ্লেহ’ (তথা এছলাহী মুরব্বী) বানাইয়াছেন। অন্য একজন আলেম কোন এক পত্রে হযরত থানবী (রঃ)-এর নিকট লিখিয়াছিলেন যে, আমি খাজা আযীযুল হাসান ছাহেবকে আমার মোছ্লেহ ও শায়েখ্ রূপে নির্বাচন করিয়াছি। হযরত থানবী উহার উত্তরে লিখিয়াছেন : আপনার এ নির্বাচন তুলনাহীন, নজীরবিহীন।

কেন একজন গ্রাজুয়েট, ডিপ্টি কালেকটর ও ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিকে এত বড় বড় আলেমগণ নিজের মোর্শেদ রূপে গ্রহণ করিতেছেন ? কেন তাঁহারা একজন ইংরেজী শিক্ষিত মানুষের সামনে আদবের সহিত নতজানু হইয়া বসিতেছেন ? কেন জামেআ আশরাফিয়া লাহোর-এর প্রতিষ্ঠাতা মুফতী জামীল আহম্মদ ছাহেব থানবীর মত মানুষ তাঁহাকে শায়েখ্ বানাইয়া পত্রযোগে হাল-অবস্থা জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে নফ্ছের এছলাহ ও চিকিৎসা গ্রহণ করিতেছেন ? ইহা কি একটু ভাবিয়া দেখার বিষয় নয় ? ‘সবক্’ নেওয়ার মত ‘ইতিহাস’ নয় ?

বিখ্যাত আলেম মুফতী জামীল আহম্মদ ছাহেব (রহঃ) এর প্রতি খাজা ছাহেবের মর্মস্পর্শী উপদেশ

একবার মুফতী জামীল আহম্মদ ছাহেব (রঃ) হযরত খাজা ছাহেব (রহঃ)-কে লিখিয়াছিলেন যে, হযরত, আমাকে এমন কোন ‘পত্না’ বাতলাইয়া দিন যাহা দ্বারা ‘তাত্ত্বিক মাআল্লাহ’ (অর্থাৎ, আল্লাহপাকের সহিত গভীর সম্পর্ক) নসীব হইয়া যায়। হযরত খাজা ছাহেব (রঃ) জওয়াব দিলেন : শায়েখের সম্মুখে নিজেকে ‘মিটানো ও মাটি বানানো’ ব্যতীত আল্লাহ মিলে না, আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক হাসিল হয় না।

ঐ পত্রের উত্তরে খাজা ছাহেব উক্ত মুফতী ছাহেবকে এই ছন্দগুলিও লিখিয়াছিলেন—

پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ
متبع بے دلیل ہو جاؤ
پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ
یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ

অর্থ : মোর্শেদের সামনে নিজের মান-ইয্যত ও ব্যক্তিত্ব সব ভুলুষ্ঠিত করিয়া দাও। মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাও। যাচাই-বাছাই যাহা কিছু করিতে হয়, তা মোর্শেদ বানানোর পূর্বেই করিবে। মোর্শেদ বানানোর পর বিনা দলীলে তাঁহার তাবেদারী করিবে। তবেই তোমার হৃদয় আল্লাহর নূরে ঝলমলাইয়া উঠিবে। অর্থাৎ তুমি আল্লাহপাকের 'খাছু বন্ধু' তথা ওলীআল্লাহ হইয়া যাইবে।

মাওলার মহব্বতের শরাব কি কোন মুফতের জিনিস ?

এক ব্যক্তি হযরত খাজা ছাহেবকে বলিল যে, হযরত, যেই দৌলত আপনি হযরত হাকীমুল-উম্মত (রঃ)-এর নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন, দয়া করিয়া সেই দৌলত আপনি আমাকে দান করিয়া দিন। জবাবে খাজা ছাহেব বলিলেন—

مے یہ ملی نہیں ہے یوں قلب وجگر ہوئے ہیں خوں
کیوں میں کسیکو مفت دوں ، مے مری مفت کی نہیں

মাওলার এশুক ও মহব্বতের এই শরাব আমি মুফতে পাই নাই। বিনা পরিশ্রমে মিলে নাই। ইহার সাধনায় আমার হৃদয় ও কলিজার রক্ত ঝরিয়াছে। যেই শরাব আমি মুফতে পাই নাই, সেই অমূল্য শরাব কাহাকেও আমি মুফতে দিয়া দিব? ইহা এমন এক শরাব যাহা হাসিল করিতে হইলে কলিজার রক্ত পানি করিতে হইবে। রক্তের প্রাধান বহাইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ ইহার জন্য কঠোর সাধনায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। কোমর বাঁধিয়া অদম্য প্রয়াস চালাইয়া অসাধ্য সাধন করিতে হইবে।

অসংখ্য ঘর্ষণের ফলে দিল্ দিল্ হয়

আমার বন্ধু ! তুমি আল্লাহকে পাইতে চাও ? 'আল্লাহর দোস্ত' হইতে চাও ? ইহার জন্য তোমাকে বহু আঘাত, বহু মাজা-ঘষা বরদাশ্ত করিতে হইবে।

নফ্‌ছুকে পিষিতে হইবে, মিটাইতে হইবে। তারপর দিল্ প্রকৃত দিল্ বনিবে। ইহাই বলিয়াছেন এই ছন্দের মধ্যে—

آئینه بنتا ہے رگڑیس لاکھ جب کہاتا ہے دل

کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل

অর্থ : দিল্ সহজে প্রকৃত দিল্ হয় না। বহু কষ্ট সহ্য করিতে হয়। লক্ষ লক্ষ বার ঘষিতে হয়। নফ্‌ছের বিরুদ্ধে অনবরত লড়াইর দ্বারা উহাকে জর্জরিত করিতে হয়। এভাবে অসংখ্য ঘর্ষণ খাইতে খাইতে এ অন্তর স্বচ্ছ-নির্মল আয়নায় পরিণত হয়। তখন সেই আয়নার মধ্যে আল্লাহপাকের 'ছিফাত ও তাজাল্লিয়াত' প্রতিবিম্বিত হয়। আল্লাহপাকের সহিত এক 'নূরানী সম্পর্কের বন্ধন' সদা বিরাজমান থাকে।

হাকীমুল্-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, আল্লাহপাকের সহিত 'তাআল্লুক' (নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক) যদি তেমন কোন কষ্ট পরিশ্রম ছাড়াই হাসিল হইয়া যাইত, তাহা হইলে মানুষ উহার কোন কদর করিত না। সন্তায় পাইয়া সন্তা দামে বিক্রিও করিয়া ফেলিত। দুনিয়ার মামুলী স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে সহজেই বিক্রিয়া যাইত। এজন্যই বহু কষ্ট, বহু যন্ত্রণা, বহু মুজাহাদা ও সাধনার পর আল্লাহকে পাওয়া যায়। কতনা কষ্টকর মন্‌যিল ও দুর্গম ঘাঁটি অতিক্রম করিতে হয় তাহাকে পাইবার জন্য।

মাওলার জন্য কষ্ট ও সেই কষ্টের মহা পুরস্কার

আল্লাহপাক বলেন—

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

“আমার রাস্তায় যাহারা কষ্ট সহ্য করে, তাহাদিগকে আমি আমার দরবার পর্যন্ত পৌঁছিবাব বেগমার দুয়ার খুলিয়া দেই।”

যেই নেআমত কষ্টের বিনিময়ে পাওয়া যায়, উহার খুব কদর হয়, উহার দাম অন্তরে বসে। তবে ইহাও সবিশেষ লক্ষণীয় যে, এই কষ্টের বিনিময়ে পুরস্কারও মিলিবে অতি উচ্চ দরের। দেখুন, হযরত খাজা হাযেব (রঃ) বলেন—

پہنچنے میں ہوگی جو بیحد مشقت

تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی ؟

মাওলা পর্যন্ত পৌঁছিতে তোমাকে অনেক বেশী কষ্ট করিতে হইবে বটে। কিন্তু ইহার বিনিময়ে আরামও তো লাভ হইবে বড় রকমের এবং অনন্তকালের।

আমার বন্ধু, এই কষ্ট বড়ই মজাদার কষ্ট, খুবই মোবারক কষ্ট। এই কষ্টের ফলে আল্লাহ্‌পাক একদিন তোমার হৃদয়-সিংহাসনে সমাসীন হইয়া যাইবেন। সেদিন সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত কায়েনাত তোমার নজরে তুচ্ছ হইতে তুচ্ছ মনে হইবে। আল্লাহ্‌র কসম, রাজত্ব, রাজসিংহান ও রাজমুকুট সেদিন তোমার চোখে অতি হীন, অতীব তুচ্ছ বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। হযরত খাজা ছাহেব বলেন—

یہ کون آیا کہ دھیمی پڑگئی لو شمع محفل کی
پتنگوں کے عوض اڑنے لگیں چنگاریاں دل کی

“আমার হৃদয়ে কে আসিল ! কাহার আগমনে বিশ্ব-মাহফিলের সকল বাতি নিষ্প্রভ লাগিতেছে। হৃদয়ে আজ এ কোন্ আলোর উদয় সমস্ত আলোকে নিভাইয়া দিয়াছে। আকাশে উড়ন্ত অসংখ্য ঘুড়ির মত আমার অন্তঃকরণে অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিতেছে আর উড়িতেছে।”

অর্থাৎ হৃদয়ে যখন আল্লাহ্‌র মহব্বতের বাতি জ্বলিয়া উঠে, উহার প্রভাব, প্রতিপত্তি, উহার আকর্ষণ ও তাজাল্লীর আভায় মজিয়া ও ডুবিয়া বিশ্ব মাহফিলের সব আকর্ষণই তখন তিক্ত, বিরক্তকর ও অস্বস্তিকর মনে হয়। মাওলার প্রেমের আকর্ষণ সকল আকর্ষণকে স্তব্ধ করিয়া দেয়।

আমার দোস্তগণ, এখন আমি আমার বয়ান শেষ করিতেছি। আমার এরাদা ছিল মাত্র পনের মিনিট কথা বলিব। (অমুক) মাওলানা সাহেবের নিকট আমি অনুরোধ পেশ করিব যে, আপনার হাতে কি পরিমাণ সময় আছে? সময়ের ব্যাপারে আমি মাওলানা সাহেবের অনুগত থাকিব। কারণ, তিনি আমাদের বুয়ুর্গানের আওলাদ। (হযরতের এই উক্তি শুনিয়া উক্ত মাওলানা সাহেব বয়ান জারী রাখার জন্য দরখাস্ত করিয়া বলিলেন, হযরত, আপনার আর একটি মজলিস ত ইনশাআল্লাহ্‌ আগামী হজ্জ-মৌসুমেই হয়তঃ নসীব হইতে পারে। অতঃপর হযরত আবার বয়ান শুরু করিলেন।)

সোহ্‌বত গ্রাণ্ড আলেম গভীর কূপের অব্যাহত
স্রোতধারার মত

বন্ধুগণ, হযরত শামসুদ্দীন তাব্রেয়ীর স্বল্প দিনের সোহ্‌বতের বদৌলতে

মাওলানা রুমীর অন্তরে আল্লাহপাক এলুম্ ও মারেফাতের মহা সাগর ঢালিয়া দিলেন। কোন ওলীআল্লাহর সোহবত প্রাপ্ত আলেম ও সোহবত বিহীন আলেমের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকে। উহার একটি দৃষ্টান্ত শুনুন। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, তুমি একটি হাউজ খনন কর। অতঃপর পানি ভরিয়া উহাকে টইটুধুর করিয়া লও। এখন উহা হইতে পানি তুলিতে থাক। বল, এভাবে কতদিন চলিবে? অচিরেই একদিন উহার পানি নিঃশেষ হইয়া যাইবেই। আর যদি খনন করিতে করিতে ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহ পর্যন্ত গভীর করিয়া ফেল, তাহা হইলে ঐ কুয়া হইতে অব্যাহত এক পানির ধারা প্রবাহিত হইবে যাহা আর কখনও ফুরাইবে না। সোহবত প্রাপ্ত আলেম্ ও সোহবত বিহীন আলেমদের অবস্থাও ঠিক ঐ কুয়াদ্বয়ের মত। একজনের এলুম্ ও জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ও অতি পরিমিত। কারণ, পানির গভীর প্রবাহের সহিত তাহার সংযোগ নসীব হয় নাই।

পক্ষান্তরে, যেই আলেম আল্লাহুওয়ালাদের সম্মুখে নম্র ও অবনত হইয়াছেন, আল্লাহুওয়ালাদের পাদুকা বহন করিয়াছেন, মনের সাধ চূর্ণ করিয়া দিয়া পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিতেছেন এবং সর্বদা যিকির ও ফিকিরে মশগুল রহিয়াছেন, আল্লাহপাকের অকূল ও অসীম এলুমের সমুদ্রের সহিত এমন এক অদৃশ্য সংযোগ তাহার নসীব হইয়া যায় যাহার ফলে হৃদয়ের মাঝে এলুমের অজস্র নদীমালা ঢেউ খেলিতে থাকে।

আল্লাহর গভীর মহক্বত হাসিল হয় তিনটি জিনিসের দ্বারা

বন্ধুগণ! এই 'অমূল্য দৌলত' ও 'অতুল্য রত্ন' নসীব হয় তিনটি জিনিসের দ্বারা : সোহবতে-আহলুল্লাহ, দাওয়ামে-যিকরুল্লাহ, তাফাকুর ফী-খাল্কিল্লাহ। অর্থাৎ খোদাপ্রেমিক ওলীদের সঙ্গে উঠা-বসা করা, সর্বদা আল্লাহপাকের যিকিরে মশগুল থাকা এবং আল্লাহপাকের সৃষ্টিকুলের মধ্যে চিন্তা-ফিকির করা। খাও, পান কর আর ফুটি কর, এরূপ লাগামহীন ও চিন্তাহীন জিন্দেগী তাঁদের নয়। তাঁহারা ভাবেন যে, এই আসমান-যমীন ও চাঁদ-সুরুজ সৃষ্টির কি উদ্দেশ্য? কে ইহাদের সৃষ্টিকর্তা? কি কি হক আমাদের উপর সেই মহান সৃষ্টিকর্তার? এরূপ চিন্তা-ফিকির ইত্যাদির বরকতে আল্লাহপ্রেমিকদের হৃদয়ে আল্লাহপাকের পক্ষ হইতে 'এলুমের এক অফুরান ভাণ্ডার' দান করা হয় যাহা কখনও শেষ হয় না। যেমন, পাতাল হইতে উথিত প্রবাহ যাহা হইতে অবিরাম ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। দেখুন না, মাওলানা রুমী (রঃ) হযরত তাব্রেযীর নজরের বরকতে যখন আল্লাহপাকের সহিত 'সদা

সম্বন্ধযুক্ত 'ছাহেবে-নেছবত' ওলী হইয়া গিয়াছেন, তো তাঁহার হৃদয়ে এল্‌ম ও মা'রেফাতের এ্যায়ছা জোয়ার আসিল যে, মহব্বত ও মা'রেফাতের মণিমুক্তা সমৃদ্ধ আটাইশ হাজার ছন্দ তাঁহার যবান দ্বারা বাহির হইয়াছে। আর যাহার উপরই তাঁহার নজর পড়িয়াছে, সে-ই ওলীআল্লাহ হইয়া গিয়াছে।

বান্দা মাওলাকে নিয়া মশগুল, মাওলা তাহার বান্দার কর্মসিদ্ধিতে মশগুল

মাওলানা রুমী (রঃ) মসনবীর এক স্থানে বলেন যে, অনেক সময় আমি ছন্দ মিলানোর চিন্তা করি। কিন্তু হয় ! —

قافیه اندیشم و دلداری من

گویدم مندیش جز دیدار من

অর্থ : আমি যখন ছন্দ মিলানোর চিন্তা করি, তখন আমার মাহবুব, আমার পেয়ারা মাওলা আমাকে আসমান হইতে ডাক দিয়া বলে, হে জালালুদ্দীন, এজন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না। তুমি আমার ধ্যানে মশগুল থাক, আমার দিকে মোতাওয়াজেহু থাক। মসনবী শরীফ তুমি লিখিতেছ না, বরং আমি তোমার দ্বারা লেখাইতেছি। তাই, বিষয়, ভাষা ও ছন্দমিল সবকিছু স্বয়ং আমিই তোমার হৃদয়ে এল্‌হাম করিব।

মসনবী সম্পূর্ণ এল্‌হামী কিতাব : এবং এল্‌হামী জিনিস তাজা-তাজা হয় :

মসনবীর শেষভাগে মাওলানা রুমী (রঃ) একটি ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ মসনবী লেখা হইতেছিল। বড় বড় ছয় ভলিউমে আটাইশ হাজার ছন্দের মধ্যে মূল্যবান মূল্যবান কত কথা, কত না ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। এই মহান সাফল্য ও রচনা যে রুমীর নিজের নয় বরং তাহা সম্পূর্ণ এল্‌হামী জিনিস তথা আল্লাহুপাকই তাহার অন্তরে ঢালিয়াছেন ও মুখের দ্বারা বাহির করিয়াছেন, উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আল্লাহুপাক হঠাৎ তাহার 'এল্‌মের সূর্যকে' মাওলানা রুমীর কলবের সম্মুখ হইতে হটাইয়া নিয়া গেলেন। অর্থাৎ আল্লাহুপাকের এল্‌মের অসীম সাগর হইতে এল্‌ম ও মা'রেফাতের যে উত্তাল তরঙ্গমালা তাঁহার অন্তরে প্রবাহিত হইতেছিল, আল্লাহুপাক তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। মাওলানা রুমী ইহা দ্বারা

বুঝিয়া ফেলিলেন যে, মস্নবী রচনার কাজ এখানেই শেষ হইতেছে এবং আল্লাহ্‌পাক সর্বশেষে বর্ণিত এই ঘটনাটির বর্ণনা অসম্পূর্ণই রাখিতে চাহিতেছেন। তিনি বলিলেন, গায়েব হইতে এখন মহব্বত ও মা'রেফাতের কথা আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এজন্যই আমার কথার মধ্যে এখন আর কোন গতি নাই, কোন আকর্ষণ ও স্নিগ্ধতা নাই। অতএব, আমি নিজের পক্ষ হইতে কিছুই বলিতে চাই না। এখন আমার চুপ থাকাই উত্তম। এই মর্মেই তিনি এই হুন্দ বলিয়াছেন—

ایے حسام الدیس در چہ بند کن
سخت خاک آلود می آید سخن

অর্থ : আমার হৃদয়ের নদী এখন শুকাইয়া গিয়াছে। পানি কমিয়া যাওয়ায় কুয়া হইতে উত্তোলিত পানি যে রূপ ক্লেদাক্ত হয়, অনুরূপ আমার ভাষা ও বিষয় এখন ক্লেদাক্ত দেখা যাইতেছে। কারণ, ইহা হৃদয়ের শুকনা কুয়া হইতে বাহির হইতেছে। অর্থাৎ আমার কথার মধ্যে এখন আর সেই নূর নাই। অতএব, নিজের মুখে তালা লাগাইয়া নিশ্চুপ হইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি।

নূরের সূর্য অস্তমিত, জীবন সূর্যও অস্তমিত

আরও শুনুন যে এ সম্পর্কে স্বয়ং হযরত রুমী কি বলেন—

چو فتاد از روزن دل آفتاب
ختم شد والله اعلم بالصواب

অর্থ : নূরের যে সূর্য আমার হৃদয়ের জানালার সম্মুখে থাকিয়া হৃদয়ের মধ্যে মাওলার এশ্‌কের আগুনওয়ালা বাক্যমালা বর্ণণ করিত, সেই সূর্য আজ হৃদয়ের আকাশ হইতে সরিয়া গিয়া উহার নিম্নাচলে ডুবিয়া গিয়াছে। তাই, সূর্যবিহীন এই অন্ধকার হৃদয়ের মস্নবী বলারও এখানেই সমাপ্তি ঘটিল। উক্ত হুন্দটি মস্নবীর সাড়ে আটাইশ হাজার ছন্দের মধ্যে সর্বশেষ হুন্দ। এখানে আসিয়া মস্নবী সমাপ্ত হয়। কারণ, মস্নবী রচনার 'অদৃশ্য সূর্য' আজ অস্তমিত হইয়া গিয়াছে।

কী আশ্চর্য মিল্ যে, একদিকে হৃদয়ের আকাশের সূর্য ডুবিয়া গেল, ইহার পরপরই এ নশ্বর জগত হইতে মাওলানা রুমীর মহান ব্যক্তিত্বের সূর্যও ডুবিয়া গেল এবং ঠিক সূর্য ডুবার সময়ই তাঁহার দাফন কার্যও সম্পন্ন হইল। অথচ, তাঁহার ইত্তেকাল হইয়াছিল সকাল বেলা। কিন্তু এত বড় জনসমুদ্র তাঁহার জানাযায় অংশ

গ্রহণ করিয়াছিল যে, অতি ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে হইতে এবং কাঁধ হইতে কাঁধে তুলিতে তুলিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। (সকলেরই মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল যে, হায়, মাওলার দেওয়ানাকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হইলেও কাঁধে বহনের সৌভাগ্য অর্জন করিয়া লই)

মাওলানা রুমীর ভবিষ্যদ্বাণী

মাওলানা রুমী (রঃ) মস্নবীর এক স্থানে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, আমার পরে এক আল্লাহুওয়াল্লা আসিবেন যাঁহার আত্মা হইবে আমার আত্মার নূরের প্রতিচ্ছবি, তিনি আমার অসমাপ্ত মসনবীকে সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করিবেন। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত সেই ওলী হইতেছেন হযরত মুফতী এলাহী বখ্শ কান্ধলবী (রঃ) যিনি মাওলানা রুমীর ইন্তেকালের ছয় শত বৎসর পর কান্ধলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহুপাকের শান বুঝা বড় ভার! ছয় শত বৎসর পূর্বে উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণীকে তিনি ছয় শত বৎসর পরে পূর্ণ করিলেন।

এশ্ক ও মহব্বতভরা দুইখানা কিতাব

হযরত থানবী (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দুইখানা কিতাব পাঠ করিবে, সে খোদার এশ্ক ও মহব্বতের দৌলত পাইয়া যাইবে। একখানার নাম 'মস্নবী শরীফ', আর একখানা 'গুল্যারেব ইব্রাহীম'। এইগুলি হইতেছে হৃদয়ে আল্লাহর ভালবাসার আগুন জ্বালানোর কিতাব, প্রেমের জ্বালা-যন্ত্রণা পয়দা করার মত কিতাব।

বন্ধুগণ! বর্তমান যুগে মস্নবী পড়া ও বুঝা দুষ্কর হইয়া গিয়াছে। আমার লেখা 'মাআরেফে মস্নবী' গ্রন্থটি মস্নবী শরীফের আছান ব্যাখ্যা গ্রন্থ। আমাদের বুয়ুর্গানেদীন এই কিতাবখানা খুব পসন্দ করিয়াছেন। সময় করিয়া মাঝে মাঝে উহা হইতে দুই-তিন পাতা করিয়া পাঠ করুন। গুল্যারে-ইব্রাহীমও সংগ্রহ করুন। কারণ, গুল্যারে-ইব্রাহীমের হৃদ সমূহ মহব্বত ও মা'রেফাতে পরিপূর্ণ।

আগে ঘরওয়ালার সহিত সম্পর্ক গড়, তারপর তার

ঘরে আগমন কর

এই ত এইবারই আমি হরম শরীফে গুল্যারে-ইব্রাহীমের কতিপয় হৃদ পেশ করিয়াছিলাম। আমি আরম্ভ করিয়াছিলাম যে, হৃদয়ের উপর যখন আল্লাহুপাকের

‘দয়া ও করুণা’ অবতীর্ণ হয়, তখনই এই কা’বাকে কা’বা বলিয়া মনে হয়, তখনই বুঝে আসে যে, এই কা’বা কেমন কা’বা! আল্লাহর ওলীদের জুতা বহন করিয়া প্রথমে ঘরওয়ালার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর। তারপর তার ঘরে আগমন কর। তখন তুমি এই ঘরের কদর উপলব্ধি করিবে। তাই বলি, প্রথমতঃ হৃদয়ে ঘরওয়ালার মহব্বত হাসিল কর। কারণ, ঘরের প্রতি ভালবাসা জন্মায় তখন যখন উহার মালিকের সহিত খুব ভালবাসা থাকে। অন্যথায় মুখে মুখেই শুধু আওড়াইয়া বেড়ানো হয় যে, আমি আল্লাহর ঘরে গিয়াছি, ঘরের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হইয়াছি, আল্লাহর ঘরের পরশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি। কিন্তু আসলে ঘরের পরশ নয় বরং রিয়ালের পরশ লাভ করিয়াছে। হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব (রঃ) বলিয়াছিলেন—

কسی کو قال نے مارا کسی کو حال نے مارا
میں کیا کھوں ، مجھ کو فکر مآل نے مارا

অর্থ : কাহাকেও শেষ করিয়াছে তাহার যবান ও বাগ্মীতা। কাহাকেও শেষ করিয়াছে তাহার হাল ও ব্যাকুলতা। আর আমাকে তিলে তিলে শেষ করিয়াছে আখেরাতের চিন্তা।

দুনিয়ার মোহগ্রস্ত মানুষের হালত বর্ণনার জন্য উহাকে আমি এভাবে পরিবর্তন করিয়াছি—

কسی کو قال نے مارا کسی کو حال نے مارا
میں کیا کھوں مجھ کو فکر ریاں نے مارا

অর্থাৎ কাহাকেও শেষ করিয়াছে কথা ও বাগ্মীতা, কাহাকেও শেষ করিয়াছে ভাবের তন্ময়তা। আর তিলে তিলে আমাকে শেষ করিয়াছে রিয়াল কামানোর চিন্তা (টাকা-পয়সার চিন্তা)। (এই হৃদ শুনিয়া শ্রোতাগণের মধ্যে হাসাহাসির ধূম পড়িয়া গেল।) এত দূর হইতে এখানে আসিয়া রিয়াল উপার্জনের ফেরে এমনই আটকা পড়ে যে, হরম শরীফে নামায পড়ার তওফীক হইতেও বঞ্চিত হইয়া যায়।

গুল্যারে-ইব্রাহীমের একটু আগুন

আমি বলিতেছিলাম যে, গুল্যারে-ইব্রাহীমও হৃদয়ের মধ্যে এশকের আগুন জ্বালাইয়া দেয়। বড়ই বিস্ময়কর এই কিতাব। নিম্নোক্ত ছন্দগুলি গুল্যারে ইব্রাহীম হইতে উদ্ধৃত করা হইল—

كعبه ميں پيدا كره زنديق كو
لاوه بت خانه سے وه صديق كو
اهليه لوط نبى هو كافره
زوجه فرعون هووه طاهره

অর্থ : আল্লাহর কুদরতের কী যে লীলা-খেলা ? কা'বায় তিনি 'যিন্দীক্' (কাফের) সৃষ্টি করেন। আবার মূর্তি-ভরা মন্দিরে তিনি 'সিন্দীক্' সৃষ্টি করেন। আবু জাহ্লের মাতা কা'বা-শরীফে তাওয়াফ-রতা ছিল। ঐ তাওয়াফ অবস্থায়ই আবু জাহ্ল জন্ম গ্রহণ করে। এত বড় জঘন্য কাফের জন্ম হইল কা'বা ঘরে। অন্যদিকে হযরত আবু বকর ছিন্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হু যখন মুসলমান হন তখন তাঁহার মা-বাপ সহ পরিবারের সকলেই ছিল মূর্তিপূজক মোশুরেক। এখানে দেখা গেল যে, পরিবার নামের ঐ মন্দিরের মধ্যে এত বড় 'সিন্দীক' তৈরী হইলেন।

তদ্রূপ, আল্লাহর পয়গম্বর হযরত নূত (আঃ)-এর স্ত্রী ছিল কাফের। আবার আল্লাহর দুশমন ফেরাউনের স্ত্রী 'আছিয়া' ছিলেন আল্লাহ্‌ভীর-দ্বিন্দার।

زاده آزر خليل الله هو
اور كنعان نوح كا گمراه هو

মূর্তিপূজক আযরের পুত্র ইব্রাহীম হইলেন খলীলুল্লাহ বা আল্লাহর দোস্ত। অন্যদিকে হযরত নূহ (আঃ) এর পুত্র কেনআন হইল গোমরাহ, পথভ্রষ্ট।

دير كو مسجد كره مسجد كو دير
غير كو اپنا كره اپنے كو غير

হায়, মন্দিরকে তিনি মসজিদ বানাইতে পারেন, আবার মসজিদকেও তিনি মন্দিরে রূপান্তরিত করিতে পারেন। আপনকে তিনি 'পর' বানাইতে পারেন, আবার পরকেও তিনি 'আপন' করিতে পারেন।

فهم سے بالا خدائى هے ترى
عقل سے برتر خدائى هے ترى

আয় আল্লাহ্ ! তোমার খোদায়ী-শান্ মানুষের সকল চিন্তা-বুদ্ধির উর্ধে।

তোমার শান ও কুদ্রত, তোমার মাহাত্ম্য, মহিমা ও হেক্‌মত বুঝা মনুষ্যবিবেকের শক্তি বহির্ভূত।

এই হইতেছে 'গুল্‌যারে ইব্রাহীম'। হযরত থানবী কি খামখাই ইহা পাঠ করিতে বলিয়াছেন? পড়িয়া দেখুন যে, অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত ও মা'রেফাত কি পরিমাণ বাড়ে।

মরা হৃদয় হৃদয় নয়, যেমন মরা নদী নদী নয়

আমার দোস্তগণ, আমি আরম্ভ করিতেছিলাম যে, তিনটি কাজ করিতে পারিলে আমরা আমাদের আচ্ছাফের তথা অতীত বুয়ুর্গানেদ্বীনের রঙ্গ রঙ্গীন হইতে পারিব এবং আমাদের অন্তর আল্লাহ্পাকের খাছ নূর ও প্রেমের খাছ বন্ধন লাভে ধন্য হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ অন্তর তখনই অন্তর নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত হয় যখন অন্তরে আল্লাহ্পাকের এশুক ও মহব্বত পয়দা হইয়া যায়। যেই হৃদয়ে মাওলার মহব্বত নাই, উহা মৃত। মরা নদী নদী বলার অনুপযুক্ত। নদী ত উহাকে বলে যাহাতে রাশি রাশি পানি প্রবাহিত থাকে। অনুরূপ আমাদের হৃদয়নদীতে যদি মাওলার মহব্বতের পানি প্রবাহিত না থাকে তবে উহা 'হৃদয়' নয়। হৃদয় ত ঐ দরিয়ার নাম যাহা আল্লাহ্র গভীর সান্নিধ্যের পরশ ও মহব্বতের পানি দ্বারা কানায় কানায় ভর্তি থাকে। অতএব, দিল্‌ তখনই দিল্‌ বলার উপযুক্ত হয়, ঈমানে-আক্‌লী ও এস্তেদলালী অর্থাৎ মুখস্থ বিশ্বাসের ঈমান ও যুক্তি-বুদ্ধির ঈমান যখন ঈমানে-হালী ও বেজদানী তথা বাস্তব, উপভোগ্য ও গভীর অনুভূতিগ্রাহ্য ঈমানে পরিণত হয়। আগের ঈমান পরিবর্তন হইয়া বহু উন্নততর আর এক ঈমান নসীব হইয়া যায়, যেই ঈমানের ফলে অন্তরে আল্লাহ্র সঙ্গে এক গভীর সম্বন্ধ ও সান্নিধ্য উপলব্ধি হয়, যেই ঈমানের ফলে হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ্র নৈকট্য-সাগরের স্রোতধারা প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া অনুভূত হয়।

হযরত থানবী বলেন, আম্‌-মাইয়্যত তো প্রত্যেক মুসলমানেরই হাসিল আছে। কিন্তু খাছ-মাইয়্যত একমাত্র আল্লাহ্র ওলীদের হিস্‌সা।

.....وَهُوَ مَعَكُمْ.....

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানই এই কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌ সর্বত্র বিরাজমান এবং আল্লাহ্‌ আমার সঙ্গে আছেন। কিন্তু আল্লাহ্র ওলীগণ হৃদয় দিয়া বাস্তবেও ইহা অনুভব করেন যে, সত্য সত্যই তিনি 'সঙ্গে' আছেন। সঙ্গে থাকার বিশ্বাসের পাশাপাশি দিবারাত তাহার মাওলাকে সঙ্গেই পান ও অনুভব করেন।

উচ্চ মর্তবার বন্ধনের জন্য উচ্চ কোরবানী জরুরী

আল্লাহপাক তাহার খাছ আশেকদেরকে প্রেমের বাঁধনে আবদ্ধ করেন, তাঁহাদের হৃদয় সমূহকে প্রেমের অটুট সূতা দ্বারা শক্তভাবে বাঁধিয়া রাখেন। এই মাকাম ও মর্তবা তিনি তখন নসীব করেন যখন তাঁহারা বড় ও উচ্চ ধরনের হেদায়েত প্রাপ্ত হন। খালি ঈমান দ্বারা এ বিশেষ বাঁধন নসীব হয় না। 'আছ্‌হাবে কাহ্‌ফ' নামে পরিচিত আল্লাহপাকের বিশিষ্ট দেওয়ানাদের সম্পর্কে আল্লাহপাক এ কথাই বলিয়াছেন যে—

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ.....

আমি তাহাদের হৃদয় সমূহকে আমার সহিত এক 'বিশেষ সম্বন্ধ' দানে ধন্য করিয়া আমার সহিত সুগভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছি। এবং তাহাদেরকে উচ্চ মানের, উন্নত পর্যায়ের, পরিবর্ধিত হেদায়েত প্রদান করিয়াছি।

এখানে وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ দ্বারা ঐ যুবকদিগকে যে বিশেষ সম্বন্ধ বা যে বিশেষ বন্ধনে ধন্য করার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, উহার পূর্বে বলা হইয়াছে وَزِدْنَاهُمْ هُدًى যাহা দ্বারা বর্ধিত ও সুউন্নত হেদায়েতে বিভূষিত করা হইয়াছে। স্রেফ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই যাহাতে স্রেফ এই কথা বলা হইয়াছে যে, ঐ যুবকগণ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে।

মোটকথা, আল্লাহপাক এই আয়াতে প্রথমে এই কথা বলিয়াছেন যে, ঐ যুবকগণ ঈমান আনিয়াছিল, তারপর বলিয়াছেন যে, আমি তাহাদের মধ্যে হেদায়েতকে বর্ধিত করিয়া দিয়াছি, তারপর বলিয়াছেন, আমি তাহাদের হৃদয় সমূহকে আমার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ দানে ধন্য করিয়াছি। ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, ঈমান কবুল করিয়া মুসলমানদের কাতারে শামিল হইলেই বিশেষ প্রেমিকদেরকে যে বিশেষ সম্বন্ধের বাঁধনে আবদ্ধ করা হয় তাহা নসীব হয় না। বরং উহা নসীব হয় আত্মবিসর্জন, মোহ-মায়া বিসর্জন, যত সব ঘৃণিত পাপাচার বিসর্জন দ্বারা উন্নততর হেদায়েত প্রাপ্তির পর।

কী সুমধুর প্রেমডোর

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযুব (রঃ) খোদা ও বান্দার মধ্যকার সুগভীর এ প্রেমবন্ধনের কথাই বলিয়াছেন তাঁহার এই ছন্দের মাঝে :

هم تم هي بس آگاه هیں اس ربط خفی سے
معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے

অর্থ : আয় আল্লাহ, তুমি আর আমিই শুধু অবগত আছি যে, কি এক গোপন বন্ধনে আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ রহিয়াছি। আমাদের অঁতি গোপনীয় এ মায়ার বাঁধনের রহস্য ও তথ্য সমূহ আমরাই শুধু জানি, আর কেহ জানে না।

কী এক গোপন প্রেমের ডোরে

বদ্ধ তুমি-আমি

কেউ জানেনা মোদের এ ভেদ

জানি তুমি-আমি।

এই মর্মেই তিনি আরও বলেন :

تم سا کوئی همدم کوئی دمساز نہیں ہے
باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے

অর্থ : আমার মাওলা ! তোমার মত হৃদম কাছে পাওয়ার মত এমন সাথী আর কেহ নাই। তুমি আমার সদা-সর্বদার সাথী, বড়ই মজার সাথী। তোমার-আমার মধ্যে গোপনে-গোপনে কত কি যোগাযোগ হয় এবং হামেশা তুমি আমার সঙ্গে কত না কথা বল, কত কিছু আলাপ কর। কিন্তু অন্য কেউ তা জানেও না, শোনেও না। কারণ, তোমার কথার কোন আওয়াজ নাই। তাই তোমার কথা বলার সময় কোন শব্দ হয় না। ইহা তোমার কথার এবং তোমার আলাপের এক বিশ্বয়কর বৈশিষ্ট্য ও নিদারুণ মধুর জিনিস।

সর্ব-দমের সাথী তুমি, কী যে মধুর সাথী,

তোমার মত 'কোনো সাথী' নাইকো মহা পতি।

আমার সনে কও তো কথা কতো, দিবারাতি,

শব্দবিহীন গোপন কথা, গোপন সভা-পতি।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, সর্বদা কুলবের মধ্যে মাওলাপাকের শব্দহীন এক ভাষণ শুনিতে থাকি যে, “আশরাফ আলী,এরূপ কর, এরূপ করিও না। অমুকটা কর, অমুকটা করিও না”। আল্লাহ্‌পাকের সহিত খাছ তাআল্লুক (খাছ সম্পর্ক) পয়দা হওয়ার পর ‘আলমে গায়েব’ হইতে সর্বদা তাহার রাহনুমায়ী করা হয়। অর্থাৎ একটু আড়ালে থাকিয়া মাওলাপাক নিজেই তাহার প্রিয়পাত্রকে সর্বদা পথ বাতলাইতে থাকেন।

আজও উম্মত এই আলেম সমাজর মধ্যে বায়েযীদ

বোস্তামী ও শাম্‌সে-তাবরেযী খুঁজিতেছে

আমার বন্ধুগণ, আজও আমরা ‘দামী’ হইতে পারি, আজও আমরা অতি দামী জিন্দেগী লাভ করতে পারি। আমার বন্ধুগণ, অত্যন্ত বেদনাবিধূর প্রাণে আমি একটি কথা আরয় করিডেছি যে, আমরা যারা অল্প-বিস্তর কিছু এল্‌মেদীন শিখিয়াছি, হে আলেম সমাজ! আজ উম্মত আমাদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ), মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রঃ), মাওলানা কাসেম নানূতবী (রঃ), হাকীমুল-উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ), মাওলানা শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রঃ), হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ)এবং হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (রঃ)-কে তাহারা আমাদের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। তাহারা তালাশ করিতেছে যে, দেখি, এই সকল আলেমদের মধ্যে ঐ মহান আওলিয়ায়ে-কেরামের মত কোন সাক্ষা আশেক, ঐ রংয়ের, ঐ ধরনের কোন দেওয়ানা আজও পাওয়া যায় কিনা? উম্মত আজ আমাদের আচ্ছাফের (পূর্বসূরীদের) মানদণ্ডের উপর দেখিতে চাহিতেছে। মহান অতীত বুয়ুর্গানের মত ওলীআল্লাহ্ তাহারা আমাদের মধ্যে তালাশ করিতেছে।

হে আমার বন্ধুগণ, অতএব, আজ আপনাদের খেদমতে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে আমার নিবেদন যে, আসুন, আমরা সকলে আল্লাহ্‌ওয়ালা হইয়া যাই। আমাদের আল্লাহ্‌ওয়ালা হওয়া দরকার। আর আল্লাহ্‌ওয়ালা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আমি পূর্বেই আরয় করিয়াছি যে, নবুয়তের দরজা বন্ধ, তাই, আর কোন নতুন নবী পয়দা হওয়া অসম্ভব ও অবাস্তব। কিন্তু, বেলায়েতের দরজা তো খোলা। তাই, ওলী হওয়া আজও আছন।

‘বেলায়েত’ দুইটি মাত্র অংশের দ্বারা গঠিত

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, ‘বেলায়েত’ দুইটি অংশের দ্বারা গঠিত, অর্থাৎ মাত্র দুইটি জিনিস হাসিল করিতে পারিলেই ওলীআল্লাহ হওয়া যায়। একটি ঈমান, আর একটি তাকওয়া।

অতএব, সমস্ত মুসলমানই ত ‘আধা বেলায়েতের’ অধিকারী হইয়া আছে। অর্থাৎ আল্লাহর ফযলে ‘ঈমান’ তো বর্তমান আছেই। স্রেফ আ’লা মাকামের ‘তাকওয়া’ তথা উচ্চ স্তরের ‘তাকওয়া’ হাসিল করিতে পারিলেই ‘বেলায়েত’ হাসিল হইয়া গেল। সারকথা, ঈমানের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের তাকওয়া যোগ হইলেই ওলীআল্লাহ হইয়া যাইবে।

হযরত হাকীমুল-উম্মত (রঃ) আরও বলিয়াছেন যে, তিনটি জিনিসের দ্বারা আল্লাহপাক বেলায়েত-এর দৌলত নসীব করিয়া দেন। তন্মধ্যে প্রথমটি হইল কোন ‘হায়েবে-নেছবত’ ওলীর সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

পীর ও মুরীদের মধ্যকার স্থানগত দূরত্ব রূহানী

তারাকীর পথে কোন বাঁধাই নয়

প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইহাও বলিয়া দিতেছি যে, আপনার প্রত্যাশিত আল্লাহুওয়াল্লা ব্যক্তি যদি এত বেশী দূরে থাকেন যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাত হওয়া দুষ্কর, তবে তরীকতের বুয়ুর্গানের হেদায়েত অনুসারে এ অবস্থায়ও তাঁহার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং ইহাতে কোন প্রকারের বাধা বা অসুবিধা নাই। এই দূরত্ব মোটেও ক্ষতিকর নয়। তাঁহার সহিত চিঠি-পত্রের যোগাযোগই ফলপ্রদ ও যথেষ্ট হইবে। অর্থাৎ নিজের ভাল-মন্দ সমস্ত হাল-অবস্থা পত্রযোগে তাঁহাকে জানাইতে থাকিবে। উত্তরে তিনি যে সকল পথনির্দেশনা পাঠাইবেন সে অনুযায়ী আমল করিতে থাকিবে। আল্লাহর রহমতে এভাবে বেলায়েতের সমস্ত মন্খিলই তাহার অতিক্রম হইয়া যাইবে।

শত শত মাইল দূর হইতে তা দিয়া ডিম ফুটানো-পাখী :

হযরত থানবী (রঃ) শাহ ফযলুর রহমান হায়েব গান্জ্ মুরাদাবাদী (রঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, রাশিয়ার এলাকায় এক জাতের পাখী আছে যাহার

নাম 'কায'। এই কায পাখী হিন্দুস্তান-পাকিস্তান ভ্রমণে আসে। এখানে আসার আগে রাশিয়ার পাহাড়ে ডিম পাড়িয়া আসে। অতঃপর এখানে থাকিয়া ঐ ডিমের দিকে তাওয়াজ্জুহ দিয়া (অর্থাৎ, উহার প্রতি মনের ধ্যান প্রয়োগ করিয়া, মনোঃসংযোগ স্থাপন করিয়া) তা দিয়া ঐ ডিম সমূহকে গরম করিয়া ফেলে। যখন দেশে ফিরিয়া যায়, এত দূর হইতে দেওয়া তা-এর প্রভাবে ঐ ডিম সমূহ হইতে বাচ্চা ফুটিয়া গিয়াছে দেখিতে পায়। হযরত শাহ ফযলুর রহমান গান্জ-মুরাদাবাদী (রঃ) বলেন যে, আল্লাহপাক পাখীর তাওয়াজ্জুহের (মনোঃসংযোগের) মধ্যেই যখন এত বড় শক্তি ও প্রভাব রাখিয়াছেন, তাহা হইলে যাহারা আল্লাহর ওলী, তাঁহাদের রূহের প্রভাব ও তাকতের কি অবস্থা হইতে পারে ?

অতএব, আল্লাহর ওলীদের মোলাকাত ও সোহ্‌বত লাভের যদি সুযোগ না হয় তবে পত্রযোগাযোগের দ্বারাও আত্মার এছলাহ তথা পরিমার্জন ও উন্নতি সাধন হইতে পারে। আল্লাহর ওলীদের তাওয়াজ্জুহ ও দোআর মধ্যে আল্লাহপাক খাছ আছর রাখিয়াছেন, মস্তবড় এক শক্তি ও প্রভাব রাখিয়াছেন।

ওলীআল্লাহর রূহের খাছ আছর একটি কুকুরের উপর

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, জৈনিক 'ছাহেবে নেছবত' বুযুর্গ জয্‌বের হালতে (মাওলার এশ্‌কে গরক্‌ থাকার হালতে) মোরাকাবার মধ্যে মাওলাপাকের গভীর ধ্যান ও পরম সান্নিধ্যে ভুবিয়া ছিলেন। বিশেষ এক প্রয়োজনে হঠাৎ তিনি চক্ষু মেলিলেন। সম্মুখ দিয়া একটি কুকুর যাইতেছিল। মাওলার তাজাল্লীভরা চোখের দৃষ্টি ঐ কুকুরের উপর পড়িয়া গেল। তিনি বলেন যে, অতঃপর ঐ কুকুরটি যেখানেই যাইত, যেই মহল্লাতেই যাইত, সেখানকার সমস্ত কুকুরগুলি আসিয়া ঐ কুকুরটির সামনে আদবের সহিত বসিয়া যাইত। হযরত থানবী হাসিয়া বলিলেন, হিংস প্রাণী ঐ কুকুর এভাবে 'শায়খুল কেলাব' (কুকুরদের পীর) বনিয়া গেল। হয়, আল্লাহর ওলীদের নজর যখন জানোয়ারের উপরও এরূপ আছর করে ও প্রভাব ফেলে, আমার বন্ধুগণ, তাহা হইলে সেই ওলীআল্লাহদের নজর যদি কোন মানুষের উপর পড়ে, তবে সেই নজর তাহার মধ্যে কি প্রভাবই না সৃষ্টি করিতে পারে ? কি আলোড়নই যে পয়দা করিতে পারে ?

পরস্পর সংযোগের ফলে দেশী-আম যেরূপ লেংড়া-আম হয়,
মাওলাভোলা-দিল্‌ও মাওলাওয়ালা হয়

একদা টেঞ্জাজামের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের (কৃষিবিজ্ঞান বিভাগের) কৃষি বিশেষজ্ঞগণ আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আল্লাহর ওলীদের সোহবতের কি প্রয়োজন? তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন, পি, এইচ, ডি, যাহারা আমেরিকা ও জার্মান হইতে ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত। তাঁহারাই ছিলেন আমার শ্রোতামণ্ডলী। আমি বলিলাম, আচ্ছা, আপনারা কৃষিসম্পদের উপর গবেষণা চালাইয়া কৃষিবিজ্ঞানে ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। বর্তমানে আপনারা এখানে কি কাজ করেন? ঐ কৃষিবিদগণ উত্তর দিলেন যে, আমরা এখানে দেশী আমকে লেংড়া আমে রূপান্তরিত করি।

আমি বলিলাম, দেশী-আমকে লেংড়া-আম বানানোর কি পদ্ধতি? তাঁহার বলিলেন, এক বিশেষ পদ্ধতির অধীনে দেশী আমের ডালকে আমরা লেংড়া আমের ডালের সহিত পরস্পর সংযুক্ত ও বন্ধনযুক্ত করিয়া দিই। উভয়ের মধ্যকার এ বন্ধন হয় অত্যন্ত ময়বৃত। পরস্পরকে পরস্পরের সহিত এত বেশী সুশক্তভাবে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত করিয়া দেওয়া হয় যে, উভয়টি সম্পূর্ণ 'একাত্ম' ও 'অভিন্ন' হইয়া যায়। উভয়ের মাঝখানে বিন্দুমাত্রও কোন দূরত্ব থাকে না। এত কষিয়া বাঁধা হয় যে, কোনক্রমেই যেন নড়বড়ে হইয়া না যায়। কারণ, উভয়ের মধ্যে চুল পরিমাণও যদি দূরত্ব থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দেশী আম লেংড়া আমের আকৃতি-প্রকৃতি, রূপ-গুণ ও স্বাদ-গন্ধে পরিবর্তিত হইয়া একাকার হইতে পারিবে না। অবিকল লেংড়া আমে পরিণত হওয়া তখন আর সম্ভবপর হইবে না।

তাঁহাদের যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ঐ বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আমি বলিলাম, বেশ বেশ, আপন বক্তব্যেই ত আপনারা ধরা বাইয়া গিয়াছেন। আদালতের স্বৈচ্ছাস্বীকারোক্তিতে অভিযুক্ত আসামীদের মত স্বয়ং আপনাদের স্বীকারোক্তিই আজ আপনাদের উপর বর্তাইতেছে। আপনাদের এ বক্তব্যেই বর্তমান রহিয়াছে আপনাদের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর। আপনারা যেভাবে একটা কৌশল প্রয়োগ করিয়া দেশী আমকে লেংড়া আমে পরিণত করেন, অনুরূপ, আল্লাহর রহমতের বদৌলতে 'দেশী দিল্‌কে'ও 'আল্লাহওয়ালা দিল্‌' বানানো যায়। যেভাবে লেংড়া আমগাছের সহিত সংযোগ স্থাপনের দ্বারা লেংড়া আমের গুণ-স্বাদ ও স্বাদ-স্বভাব দেশী আমের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এভাবে দেশী আমগাছ লেংড়া আম গাছে পরিণত হইয়া যায়, তদ্রূপ, কোন আল্লাহওয়ালা-দিলের সহিত যদি কোন 'দেশী দিলের' তথা কোন

গাফেল দিলের সংযোগ ও বন্ধন পয়দা করা যায়, তাহা হইলে ঐ 'দেশী দিল'ও 'আল্লাহুওয়াল্লা দিল' হইয়া যাইবে।

ঐ আল্লাহুওয়ালার দিলের মধ্যে যেই ঈমান, ইয়াকীন, যেই মহব্বত, মা'রেফাত ও মাওলাপাকের খোশবু বিদ্যমান আছে, সম্পর্কের বদৌলতে ঐ সকল গুণ-ঘাণ, স্বভাব-চরিত্র বন্ধনওয়ালা ঐ গাফেল দিলের মধ্যেও প্রবেশ করিবে। এভাবে ঐ আল্লাহুওয়ালার ছীনার সমস্ত নেছবত ও সমস্ত দৌলতই তাহার ছীনার মধ্যে ঢুকিয়া যায়। কিন্তু শর্ত হইল, আল্লাহুওয়ালার সহিত সম্পর্কের বন্ধন খুবই শক্ত, ময়বুত, গাঢ়, গভীর ও অটুট হইতে হইবে। সম্পর্ক যদি টিলাঢালা ও হাল্কা-পাতলা হয়, তাহা হইলে এই 'ফায়দা' তখন আর হাসিল হইবে না। যেভাবে আপনারাই এখন বলিয়াছেন যে, দেশী আমের কলমকে আপনারা লেংড়া আমগাছের ডালের সহিত খুব মজবুত করিয়া, খুব শক্তভাবে বাঁধিয়া দেন।

হযরত থানবীর এল্‌মের সাগর স্রেফ ছোহবতের বরকত

জৈনৈক ব্যক্তি হযরত থানবী (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, হযূর, বয়ানের মধ্য এত অজস্র এল্‌মের ধারা আপনি কোথা হইতে পেশ করেন? তফসীরে বয়ানুল্-কোরআন, শরহে মস্নবী শরীফ, শরীঅত ও তরীকতের বিস্ময়কর আছরার ও মাআরেফ, বিশদ হইতে বিশদ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সুবিশাল ও সুগভীর এই এল্‌মের সাগর আপনি কোথা হইতে লাভ করিয়াছেন? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, নিশ্চয় আপনি ক্লাশিক্যাল পড়াশুনা শেষ করার পর বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসংখ্য কিতাবাদি আপনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। হযরত থানবী বলিলেন, হে আলেম সমাজ! 'দরসে নেযামীর' কিতাবাদি ও সবক তোমরা যতটুকু পড়িয়াছ, আশরাফ আলীও ঠিক ততটুকুই পড়িয়াছে। ব্যবধান শুধু এইটুকু যে, তোমরা কেবল কিতাব আর কিতাব লইয়াই ব্যস্ত ও তুষ্ট রহিয়াছে। আর আশরাফ আলী কিতাব যতটুকুই দেখিয়াছে, কিতাবের তুলনায় আশরাফ 'কুতুব' দেখিয়াছে বেশী। (ছোট কাফ্ দিয়া কিতাবের বহু বচন কুতুব অর্থ, কিতাবসমূহ। আর বড় 'কাফ্' দিয়া কুতুব অর্থ মাওলাপাগল আল্লাহুওয়াল।) হযরত বলিলেন, তোমরা বেশী ব্যস্ত ছিলে ছোট কাফ্-এর কুতুব (মানে, কিতাবসমূহ) লইয়া। আর আশরাফ আলী বেশী ব্যস্ত ছিল বড় কাফ্-এর 'কুতুব' (তথা আল্লাহর ওলীদেরকে) লইয়া। অর্থাৎ বিশ্বসেরা মোর্শেদ শায়খুল-আরব ওয়াল-আজম হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ হাযেব মুহাজিরে-মক্কী (রঃ), বিশ্বসেরা আলেমেদীন, ইমামে-রক্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গূহী (রঃ),

আলেমকুলের সম্রাট হযরত মাওলানা মামলুকুল আলী ছাহেব (রঃ) এর স্বনামধন্য সাহেবজাদা হযরত মাওলানা ইয়া'কুব ছাহেব নানুতবী (রঃ) এবং শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রঃ)। বহু বহু 'কিতাব দর্শনের' তুলনায় আমি বিশ্ব সেরা এই সকল মহান 'কুতুব দর্শনের' প্রতি বেশী মনোযোগী ছিলাম। মোটকথা, আল্লাহর ওলীদের ছোহুবত ও খেদমতের বদৌলতে আল্লাহ্পাক আমার এল্‌মের মধ্যে বহুত বড় বরকত দান করিয়াছেন।

ঘষাখাওয়া তিল চামেলীর সংস্পর্শে থাকিয়া অতি দামী 'রওগনে চাম্বেলী' (চামেলীর তেল)

হাঁ ভাই, আমি 'বেলায়েত'-এর জন্য তিনটি জিনিসের জরুরতের কথা আলোচনা করিতেছিলাম। তন্মধ্যে একটি হইল কোন আল্লাহুওয়ালার সহিত সম্পর্ক ও তাঁহার ছোহুবত। কিন্তু স্রেফ ছোহুবতই যথেষ্ট নয়। স্রেফ সঙ্গে-সঙ্গে থাকা বা ওলীর সহিত উঠা-বসা করিলেই চলিবে না। বরং সেই সঙ্গে কিছু মুজাহাদাও করিতে হইবে। কিছু সাধনাও করিতে হইবে। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, আল্লাহকে রাখী-খুশী করিয়া তাহার দোস্তের মর্তবা লাভের জন্য কষ্ট স্বীকারও করিতে হইবে। ইহার একটি অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত শুনুন।

ভারতের জৌনপুরে তিলের তেল দিয়া বহু দামী 'চামেলীর তেল' তৈয়ার করা হয়। উহার পদ্ধতি এই যে, এই মর্তবা লাভের জন্য প্রথমতঃ তিলের উপর দিয়া কিছু 'মুজাহাদা' (কষ্ট বরদাশ্বতের কাজ) অতিবাহিত হয়। অর্থাৎ খুব ঘষিয়া ঘষিয়া দর্বপ্রথম তিলের গায়ের ভূষি ছাড়ানো হয়। খুব করিয়া ঘষা খাইতে খাইতে ভূষি বিদূরিত হইয়া অবশেষে অতি পাতলা একটা পর্দা থাকিয়া যায় যাহার উপর হইতে উহার ভিতরকার তেল এতটা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটা সুই দ্বারা সামান্য গুঁতা দিলেই তেল বাহির হইয়া আসিবে। ঘর্ষণ-পেষণের এমনই এক মুজাহাদা ও কঠোর সাধনা অতিক্রান্ত হয় বেচার-তিলের নাজুক শরীরের উপর।

ইহার পর একটি পাত্রের মধ্যে প্রথমতঃ চামেলী ফুলের স্তবক রাখা হয়। উহার উপর ঐ সিদ্ধিলব্ধ তিলের স্তর বিছাইয়া দেওয়া হয়। উহার উপর আবারও চামেলী ফুলের স্তর সাজানো হয়। ঐ তিল ও চামেলী ফুলকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত এইভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে ফুলের খোশবু তিলের মধ্যে শোষিত ও সংমিশ্রিত

হইয়া যায়। অতঃপর উহাকে ঘানিতে কিংবা মেশিনে দেওয়া হয়। এভাবে চামেলীর সম্পূর্ণ খোশবুই ঐ তিলের মধ্যে আসিয় যায়। এখন আর উহাকে তিলের তেল বলা হয় না। এখন উহার নাম হয় 'রওগনে চামেলী বা 'চামেলীর তেল'। প্রিয় বন্ধুগণ, তদ্রূপ, আল্লাহুওয়ালা হওয়ারও ঠিক এই একই তরীকা, একই পন্থা। অর্থাৎ কষ্ট ও সাহচর্য উভয়ই জরুরী।

আল্লাহকে পাইতে হইলে মোজাহাদা করিতে হইবে।

আল্লাহপাক পবিত্র কোরআন শরীফে ইরশাদ করিতেছেন :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ আমার রাস্তায়, আমার জন্য যাহারা কষ্ট স্বীকার করে, আমাকে পাওয়ার ও আমা পর্যন্ত পৌঁছার সমস্ত পথ আমি তাহাদের জন্য খুলিয়া দিই।

তাই, সর্বপ্রথম মুজাহাদা করিতে হইবে। কঠোরভাবে ঘষিয়া-পিষিয়া নফ্ছ ও কুল্বেবের তাবৎ ভূমি সমূহ দূর করিতে হইবে। তিল যেভাবে ফুলের 'সীরত' আপন সত্তার মধ্যে শুষিয়া লইয়াছে, তদ্রূপ, আওলিয়ায়ে-কেরামের আখলাক-চরিত্র 'জয্ব' করার তথা স্বীয় অন্তর-আত্মাকে তাঁহাদের গুণাবলী দ্বারা রঞ্জিত করিবার যোগ্যতা পয়দা করিতে হইবে। যেই ওলীআল্লাহর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক, তাঁহার আখলাক ও গুণাবলী 'জয্ব' করার (অর্থাৎ শোষণ-আকর্ষণ, গ্রহণ ও ধারণ করার) যোগ্যতা পয়দা হইবে মোজাহাদার দ্বারা।

মোজাহাদা কি ?

মোজাহাদা কি জিনিস, তাহাও বুঝিয়া লওয়া দরকার। মোজাহাদার মর্মার্থ হইল নিয়মিত 'যিক্রুল্লাহর এহুতেমাম' করা (আন্তরিক গুরুত্বের সহিত যিকিরের প্রতি যত্নবান হওয়া) এবং সর্ব রকম গুণাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য অদম্য চেষ্টা চালাইয়া যাওয়া। যেমন, কৃদৃষ্টি, কুধারণা, গীবত ইত্যাদি হইতে মুক্ত থাকার কোশেষ্ জারী রাখা। খোদা না করুন, যদি কোন পদস্থলন ঘটিয়া যায়, যে কোন প্রকারের পাপ সংঘটিত হইয়া যায়, তবে কাল বিলম্ব না করিয়া স্বীয় মোর্শেদকে (অথবা মোছলেহুকে) অবহিত করিবে, যাহাতে তাঁহার দোআ ও চিকিৎসা লাভ করিয়া ঐ পাপ হইতে তথা আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচার পথ হইয়া যায়।

(শায়েখ ও মোর্শেদ বলিতে স্বীয় পীরকে বুঝানো হয়। আর শায়েখের নির্দেশ বা তাঁহার সম্মতিক্রমে যদি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হালত জানাইয়া এছলাহ ও হেদায়াত গ্রহণ করা হয়, তাঁহাকে মোছলেহ বা এছলাহী মুরব্বী বলে।)

মুরীদের উপর মোর্শেদের ৪টি হক

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, মুরীদের উপর শায়েখের চারিটি হক। অন্য কথায়, কাহাকেও শায়েখ বানানোর পর এই চারিটি কাজ করা মুরীদের কর্তব্য। উহা পালন ও ও পূরণ না করিলে শায়েখের ফয়েয হাসিল হইবে না এবং পরিপূর্ণ উপকার হইবে না। হযরত থানবীর খলীফা খাজা ছাহেব মজযুব (রঃ) ঐ 'হক' চারিটিকে একটি ছন্দের মধ্যে এভাবে পেশ করিয়াছেন—

شیخ کے ہیں چار حق رکھ ان کو یاد
اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد

অর্থাৎ তোমার উপর শায়েখের চারিটি হক, জীবনভর ইহা স্মরণ রাখিও এবং সেই মোতাবেক কাজ করিও। তাহা হইল : এত্তেলা, এত্তেবা, এ'তেকাদ, এনকিয়াদ। ১- অবিহত করা, ২- অনুসরণ করা, ৩- ভক্তি-বিশ্বাস রাখা, ৪- আন্তরিকভাবে পূর্ণ আনুগত্যশীল থাকা।

(ব্যাক্ষ্যা : নিজের আমল-আখলাক ও আচার-আচরণগত ভাল-মন্দ হালত সমূহ, বিশেষ করিয়া দোষণীয় বিষয়গুলি মোর্শেদকে জানানো জরুরী। ইহাকেই বলে এত্তেলা' বা অবগত করা।

অতঃপর রুগী যেমন ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র মানিয়া চলে, অনুরূপ শায়েখের প্রদত্ত চিকিৎসা ও হেদায়াত মানিয়া চলিতে হইবে, তদুপায়ী আমল করিতে হইবে। ইহারই নাম এত্তেবা' অর্থাৎ অনুসরণ করা বা মানিয়া চলা।

ডাক্তার ধরার আগে দেখিয়া-শুনিয়া, যাচাই-বাছাই করিয়া পরে যাহার প্রতি আস্থা, ভক্তি-বিশ্বাস ও মনের এতমীনান পয়দা হয়, তাহার নিকট হইতে চিকিৎসা গ্রহণ করা হয়। অনুরূপ শায়েখ ধরিতে হইলেও পূর্বেই দেখিয়া-শুনিয়া লইতে

হইবে। শায়খের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস ও আস্থা রাখিতে হইবে যে, তিনি আমাকে যে হেদায়াত ও ব্যবস্থা দিতেছেন, নিশ্চয়ই উহা মানিয়া চলার মধ্যে আমার মুক্তি ও কামিয়াবী নিহিত আছে। শায়খের প্রতি ও তাঁহার হেদায়াতের প্রতি অনুরূপ আস্থা ও ভক্তি-বিশ্বাস পোষণের নাম এ'তেকাদ।

আল্লাহর মহব্বত-মা'রেফাত, দ্বীনী-ঈমানী ও রুহানী তরক্কী লাভের জন্য শায়খের প্রতি হামেশা আদব-তায়ীম রক্ষা করিয়া চলা ও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুগত হইয়া থাকা জরুরী। জিন্দার হাতে মূর্দার যে অবস্থা, খাঁটি শায়খের সম্মুখে অনুরূপ অনুগত ও নিবেদিতে হইয়া থাকিতে হইবে। ইহাকেই বলে 'এনকিয়াদ'।) (অধম অনুবাদক)

যে ব্যক্তি মোর্শেদের এ চারিটি হুক্ পূর্ণ করিবে, ইনশাআল্লাহ্ সে 'কামেল' হইয়া যাইবে। তাই, রীতিমত শায়খের সহিত পত্রযোগাযোগ রাখা জরুরী। যদি সুযোগ ও সামর্থ্যে কুলায় তবে মাঝে মাঝে সফর করিয়া শায়খের নিকট হাযির হওয়া এবং কিছুদিন তাঁহার সঙ্গে অতিবাহিত করাও একান্ত দরকার ও মহা উপকারী।

আল্লাহর জন্য শায়খের খেদমতে স্রেফ চল্লিশ দিন

হাকীমুল-উম্মত হযরত খানবী (রহঃ) বলেন যে, “বর্তমান যমানায় যদি কেহ বেশী নয়, স্রেফ চল্লিশ দিন কোন বুয়ুর্গের ছোহবতে এছলাহের নিয়তে থাকিয়া লইতে পারে, সে কামিয়াব হইয়া যাইবে।”

কিন্তু, আফসোস, আজ আমাদের মধ্যে ইহার তালাশ নাই, পিপাসা নাই। বলা হয় যে, আমাদের হাতে সময় নাই, সময় করিয়া উঠিতে পারি না, অফিস হইতে ছুটি পাওয়া যায় না, ইত্যাকার কত সব বাহানা। আফসোস, এত বড় দৌলত হাসিলের জন্য সময় নাই, অথচ, অতি তুচ্ছ 'দুনিয়া' হাসিলের জন্য প্রচুর সময়? এত বড় কাজের জন্য যে ব্যক্তি সময় পায় না, কোন ডাক্তার যদি তাহাকে এই কথা বলিয়া দেয় যে, মিয়া, তোমার ত ক্যান্সার হইয়াছে। চিকিৎসার জন্য, অতি দ্রুত তোমাকে মেরী কিংবা সিমলা পাহাড়ে যাইতে হইবে, তাহা হইলে সে মহূর্তকালও বিলম্ব না করিয়া রওয়ানা হইয়া যাইবে। সেজন্য বিবির অলংকারও যদি বিক্রয় করিতে হয়, তাহাও করিবে। তখন তাঁর সময়ও হইবে, ছুটিও মিলিবে।

আফসোস, শত আফসোস! আখেরাতের অমূল্য দৌলত হাসিলের জন্য এবং আল্লাহর মহব্বত, মা'রৈফাত ও নেছবত তথা বেলায়েতের মত এত বড় নেআমত হাসিলের জন্য কোন আল্লাহুওয়ালার নিকট যাওয়া আমাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আসল কথা এই যে, আল্লাহকে পাওয়ার পিয়াস, তিরিশ এবং তালাশ ও অনুরাগ যেমনটা দরকার ছিল, আমাদের অন্তরে তা নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা এই হইত ?

লায়লার তালাশে মজনু লায়লার কবর শুঁকিতেছে

হায়, কী মর্মবিদারী অবস্থা ? হায়, কত বড় আক্ষেপের বিষয় যে, অস্থায়ী দুনিয়ার মহব্বতে পড়িয়া, লায়লা নামের একটি মেয়ে-মানুষের প্রেমে পড়িয়া অভিজাত-বংশের মজনু পাগল হইয়া সর্বদা পাগল-বেশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। লায়লার মৃত্যুর খবর শুনিয়া সে আরও পাগল হইয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া লায়লাকে যে কবরস্থানে দাফন করা হইয়াছিল সেই কবরস্থানের মাটি শুঁকিতে লাগিল। লায়লার অজ্ঞাত কবরের সন্ধানে সে এক-একটি করিয়া কবরের মাটি শুঁকিয়া শুঁকিয়া দেখিতেছিল। মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন, যখন সে লায়লার কবরের উপর পৌঁছিল, কবরের মাটির ঘ্রাণ শুঁকিয়াই কিভাবে যে যালেম ঠিক ঠিক ভাবেই ধরিয়া ফেলিল এবং বলিয়া উঠিল, আমার প্রিয়তমা লায়লা এই কবরেই শুইয়া আছে, এখানেই তাহাকে দাফন করা হইয়াছে। মজনুর মাটি শোঁকার ঘটনা বয়ান করিয়া অতঃপর মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন :

همچو مجنون بوکنم هر خاک را

خاک لیلی را بیابم بے خطا

অর্থ : মজনুর মত আমিও এক-একটি মাটির টুকরা শুঁকিয়া-শুঁকিয়া দেখিব।
এভাবে আমি তাহার মত লায়লার স্থলে 'মাওলার খোশবু' আঘ্রাণ করিব।

মাওলানা রুমী বলেন যে, মজনু যেমন মাটি শুঁকিয়া ঘ্রাণের দ্বারা লায়লার সন্ধান পাইয়াছে, তদ্রূপ, আমিও মাটির তৈরী মানুষদেরকে শুঁকিয়া শুঁকিয়া দেখি যে, কাহারও মধ্যে আমার মাওলাপাকের খোশবু পাওয়া যায় কিনা ? যাহার হৃদয়ে মাওলা আছেন, ঘ্রাণ শুঁকিয়াই আমি বুঝিয়া ফেলি যে, ইহার মধ্যে মাওলা-পাক আছেন

এবং এই লোক মাওলাওয়ালা। অর্থাৎ কথাবার্তা, আমল-আখলাক, চল-চলন, দোআ-এবাদত, আচার-অনুষ্ঠান ও দিবারাএর হালত সমূহ দেখিয়াই অনুভব হইয়া যায় যে, ইনি মাওলার পাগল, আল্লাহওয়ালা।

ইয়ামানের দিক হইতে আল্লাহর খোশবু পাওয়া

মাওলানা রুমী (রহঃ) মাওলাপাকের খোশবু সম্বন্ধে হযূরপাক ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন যে, একদা হযরত নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মদীনা শরীফ হইতে অন্য কোথাও তশরীফ নিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ইয়ামান হইতে দেড়-দুই শত মাইল দূরে এক স্থানে তিনি তাঁহার সাহাবীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, থামো। বস, তাঁহারা থামিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন :

إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ

“(হে সাহাবীরা ! শোন.) নিশ্চয়ই আমি আমার পরম দয়ালু মাওলাপাকের খোশবু পাইতেছি, যাহা ইয়ামানের দিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে।”

আসলে উহা ছিল হযরত উওয়াইছ্ কারুনী (রহঃ) এর হৃদয়ের খোশবু, যে হৃদয় আল্লাহর মহব্বতের ও রাসূলেপাকের মহব্বতের অনলে জ্বলিতেছিল। দেখুন, মাওলানা রুমী (রঃ) কিরূপ অলংকার পরাইয়া, কী মায়াময় ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় উক্ত ঘটনার বিবরণ দিতেছেন ? তিনি বলেন :

گفت پیغمبر که بردست صبا

از یمن می آیدم بوئے خدا

পয়গাম্বর ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, ভোরের বায়ু আপন হাতের মুঠায় পুরিয়া ইয়ামান হইতে আমার মাওলা-পাকের খোশবু আনিয়া এই মুহূর্তে আমাকে শোঁকাইতেছে এবং সেই খোশবুতে আমি মাতোয়ারা ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেছি।

ভোরের বায়ু মুঠায় পুরে

মূলকে যামান হ'তে

খোশবু খোদার আনল বয়ে

রসূলকে তড়পাতে।

পানির কদর হয় পিপাসা লাগিলে, ওলীর কদর হয় তড়প্ থাকিলে

আমার বন্ধুগণ, পানির আদর ও কদর ঐ ব্যক্তি করে যে পিপাসার জ্বালায় কাতরাইয়া পানি তালাশ করিতেছে। 'শরবতে রুহ্ আফ্য' বেশি পরিমাণে বরফ মিশাইয়াও যদি এমন ব্যক্তির সম্মুখে পেশ কর যে ব্যক্তি সর্দি-কাশিতে ভুগিতেছে এবং কফে যার বুক ভার হইয়া আছে, তবে এমন লোক উহার কি কদর করিবে? হলুদের দাম ও কদর তাহার বুঝে আসে যে কোন চোট্ পাইয়াছে। অনুরূপ, আল্লাহুওয়ালাদের কদর করা ঐ ব্যক্তির নসীব হয় যাহার অন্তরে আল্লাহর তালাশ্ ও তড়প্ পায়দা হইয়াছে এবং আল্লাহকে পাওয়ার ব্যথা জাগিয়াছে।

বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন, পূর্বেকার লোকেরা মাওলাপাকের তালাশে হাজার হাজার মাইল সফর করিয়াছে, দিকে দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়াছে, তারপর তারা আল্লাহুওয়াল বা ওলীআল্লাহ্ হইয়াছে। ফলে মাওলাও তাহাদের প্রতি এমনই ফয়ল করিয়াছেন যে, বিশ্বময় তাহাদের ডঙ্কা বাজিয়া গিয়াছে। সারা বিশ্বে তাহাদের ফয়েয-বরকতের সয়লাব হইয়া গিয়াছে। পৃথিবী-কে পৃথিবী তাহাদের দ্বারা জিন্দা, আবাদ ও উপকৃত হইয়াছে।

রুহানী তরক্কীর জন্য মুরীদ হওয়া শর্ত নয়, মোনাছাবাত বা প্রাণের মিল্ ওয়ালা মুরক্ষী শর্ত

বন্ধুগণ! আজও সমস্ত দরজা খোলা আছে। আজও আমরা আমাদের আচ্ছাফের-আমাদের মহান বুয়ুর্গানের তরীকার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি এবং সমগ্র বিশ্বের চোখে চমক লাগিয়া যাওয়ার মত যবরদস্ত তরক্কী ও মহা উন্নতি সাধন করিতে পারি। আজও আমরা তাঁহাদের ঝাঞ্জা সমূহ বুলন্দ করিতে পারি। এজন্য স্রেফ একটিমাত্র জিনিসের দরকার, তাহা হইল কোন 'ছাহেবেনেছবত-আল্লাহুওয়ালার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। তবে শর্ত এই যে, তাঁহার সহিত আপনার 'মোনাছাবাত' থাকিতে হইবে।

(মোনাছাবাত অর্থ : কোন বুয়ুর্গের প্রতি মনের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ হওয়া, অন্তরে তাঁহার জন্য মহব্বত লাগা, মানুষ হিসাবে কখনও তাঁহার দ্বারা সাময়িক কোন ভুল-চুক্ হইয়া গেলেও তাঁহার প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস ও মহব্বতের মধ্যে কমি না

পয়দা হওয়া। অনেক সময় কোন লোক খাঁটি বুয়ুর্গ ও ওলীআল্লাহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সহিত মোনাছাবাত হয় না। তাই, এবিষয়ে কঠোর সতর্কতা জরুরী। আজকাল অনেক লোক মোনাছাবাত ছাড়াই বায়আত হইয়া যায়, ফলে কুলুর বলদের মত সারা জীবন একই অবস্থায় পড়িয়া থাকে, বিন্দুমাত্রও উন্নতি হয় না। হযরত থানবী বলিয়াছেন : পীর যত বড়ই হউকনা কেন, মোনাছাবাত না থাকিলে মুরীদের তাহার দ্বারা বিন্দুমাত্রও ফায়দা হইবে না। - (অনুবাদক।)

যাঁহার সহিত 'মোনাছাবাত' নাই তাঁহার সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিলে কোন ফায়দা হইবে না, আরাধ্য উপকার সাধিত হইবে না, লক্ষ্য অর্জন হইবে না। তাই, সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগেই পরস্পরের মধ্যে 'মোনাছাবাত' আছে কিনা, তাহা যাচাই করিয়া লইতে হইবে। যাঁহার সহিত মোনাছাবাত হয়, তাঁহার হাতে বায়আত হওয়াও জরুরী না, বরং শুধু 'এছলাহী তাআল্লুক' কায়েম করিয়া লওয়াও যথেষ্ট হইবে।

অর্থাৎ, এছলাহের নিয়তে নিজের দ্বীনি ও রুহানী হাল-অবস্থা জানাইয়া 'হেদায়াত' গ্রহণের জন্য কোন বুয়ুর্গের সম্মতিক্রমে তাঁহার সহিত যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, উহাকেই বলে 'এছলাহী তাআল্লুক' বা এছলাহী সম্পর্ক। বায়আত হওয়া ছাড়াই শুধু এই এছলাহী সম্পর্ক জারী থাকার দ্বারাও রুহানী তরক্কী ও রুহানী দৌলত সমূহ নসীব হইতে থাকিবে। মুরীদ হওয়া বা শায়েখ বানানো ফরয নয়। হাঁ, নফছের এছলাহ করা ফরয। অতএব, এ উদ্দেশ্যে শুধু এছলাহী সম্পর্ক কায়েম করিয়া লউন। উক্ত এছলাহী মুরব্বীর সহিত 'এছলাহী পত্রযোগাযোগ' রাখুন। আল্লাহুপাক যদি 'সময় দান' করেন তবে বৎসর-দুই বৎসর অন্তর কিছু দিনের জন্য স্বীয় রুহানী-মুরব্বীর কাছে গিয়া তাঁহার ছোহবতে থাকিবেন। ইহাতে হাজার-দুই হাজার রিয়াল যদি খরচও হইয়া যায় তবে তাহা মনে ধরার মত কিছুই নয়। মনে করিবেন যে, এই টাকা কয়টি 'মাওলার তালাশে' খরচ হইয়াছে। আসমান ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, সমস্ত ভাণ্ডার লুটাইয়া দিয়াও যদি মাওলাকে পাওয়া যায়, আমার বন্ধু, তবুও তুমি মাওলাকে অনেক সত্তা দামে পাইয়া গেলে।

মাওলার যে কি দাম !

আহ্ ! মাওলার যে কী দাম ! কি কীমতী মাওলার সম্পর্ক ও মহব্বত ! হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযুব (রহঃ) বলেন :

دُونوں عالم دے چکا ہوں مے کشو
یہ گراں مے تم سے کیا لی جائیگی

হে শরাবখানার পাগলেরা, শোন, মাওলাকে পাইতে তোমরা কি কি লইয়া আসিয়াছ ? দোনো জাহান আমি তাহার কদমে লুটাইয়া দিয়াছি। উভয় জগত আমি তাহার জন্য বিসর্জন দিয়াছি। এতদসত্ত্বেও আমি সত্য-সত্য বলিতেছি, মাওলাকে আমি কিছুই দেই নাই, মাওলার সহিত এ সম্পর্কের কোন হকই আমি আদায় করিতে পারি নাই। তাই বলি, হে শরাবপ্রার্থীরা ! এত বড় দামী সওদা ও দামী শরাবের দাম তোমরা কি দিয়া আদায় করিবে ? অমূল্য এই শরাব। চির অপরিশোধ্য উহার কীমত।

উভয় জগত দিয়েও তারে
দেইনি আমি কিছু,
অযুত লক্ষ নিযুত কোটি
বিশ্ব হেথা 'মিছু'।
এত দামী প্রেমের শরাব
মূল্য উহার কাহাঁ ?
একটি হৃদয় পেলে মাওলা
পায় গো লক্ষ জাহাঁ।

আমার ভাই, আল্লাহ্‌পাকের মহব্বতের শরাব অতি মাস্তা, অতীব দামের জিনিস। তাই, খুব বুঝিয়া-সুঝিয়া দাম করিও। স্বয়ং হুযূর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন :

أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةً - (ترمذی ج ۲ ص ۷۱)

হে, তোমরা খুব শুনিয়া রাখ, খুব বুঝিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌পাকের সওদা খুবই দামী, খুবই মাস্তা।

একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য কোন আল্লাহ্‌ওয়ালাকে ধরুন

তবে হাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে পাইয়া যায়, সারা দুনিয়া তার গোলাম হইয়া যায়। কিন্তু, গোলাম বানানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ওয়ালা হওয়ার চিন্তা-ভাবনা না করা

উচিত। অন্যথায় সে কিছুই পাইবে না, বরং বঞ্চিত হইয়া যাইবে। যেমন পূর্বেও একটি হাদীছ উল্লেখিত হইয়াছে যে, কাহারও বিনয় ও ছোটত্ব-বোধ যদি শ্রেফ আল্লাহুর জন্য হয়, তবে আল্লাহপাক তাহার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মর্তবা বুলন্দ করিয়া দেন। পক্ষান্তরে যদি তার বিনয়ের উদ্দেশ্য আল্লাহুর সন্তুষ্টি অর্জন না হইয়া বরং সম্মান অর্জন করাই হয় তার লক্ষ্য, তবে মর্তবার স্থলে জঘন্য লাঞ্ছনা ও অপমান তার কপালে জুটে। তাই, নিজেকে মিটাইতে হইবে একমাত্র আল্লাহুর জন্য। ইহার সঙ্গে অন্য কোন উদ্দেশ্য যোগ করিবে না। 'খেলাফত' লাভের নিয়তেও কোন শায়খের সঙ্গে সম্পর্ক করিবে না। মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন :

منصب تعلیم نوع شهوتیست

অর্থাৎ তা'লীমের মস্নদ এবং খেলাফতের মস্নদের লালসাও এক প্রকার 'নফছানী খাহেশ', নফছেরই মনসা। অতএব, ইহাও গায়রুল্লাহ এবং আল্লাহুর নিকট গায়রুল্লাহুর জন্য দরখাস্তের শামিল। আল্লাহু ত এত কীমতওয়াল্লা, এত দামী যে, যে ব্যক্তি আল্লাহুকে পাইয়া যায়, তাহার অন্তঃকরণ অন্য সবকিছু হইতে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হইয়া যায়। অন্য কোন জিনিসের চাহিদা, কোনও 'প্রাপ্তির' আকাংখা তার মধ্যে আর থাকে না।

মোর্শেদকে স্বীয় হাল-অবস্থা জানান

তাই, এখলাছের সহিত কোন আল্লাহুওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক কায়ম করুন। নিজের অবস্থাদি তথা নফছের দোষণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করুন। (নফছের দোষণীয় বিষয়াদি, যেমন অসৎ চিন্তা, অসৎ চরিত্র, অসৎ কার্যাবলী —এগুলিকে 'রযায়েলে নফছ' বলে)। যেই যেই ক্ষেত্রে, যেই যেই বিষয়ে নফছ আপনাকে বিরক্ত করিতেছে, আপনার উপর দংশন ও আক্রমণ চালাইতেছে বা আক্রমণের জন্য উদ্যত হইতে চাহিতেছে, ঐ সব বিষয় অবশ্যই তাঁহাকে জানাইয়া দিন। অতঃপর তিনি যেই মশুওয়ারা দান করেন, সেই অনুযায়ী কাজ করুন।

যিকির ও ফিকিরই কামিয়াবী আনে

এক দিকে এই ফিকির রাখিবেন। সেই সঙ্গে অল্প কিছু যিকিরও করিবেন যাহা আপনার শায়েখ আপনাকে বাতলাইয়া দিবেন। হযরত খাজা ছাহেব (রঃ) বলেন :

কামিাবী তো কাম سے ہوگی
 نہ کہ حسن کلام سے ہوگی
 ذکر کے التزام سے ہوگی
 فکر کے اہتمام سے ہوگی

সাফল্য ও কামিাবী ত অর্জন হইবে কর্মের দ্বারা। চমৎকার চমৎকার কথা
 কিংবা চিত্তাকর্ষক বাকপটুতার দ্বারা নয়। কামিাবী কাজে লাগিয়া থাকার দ্বারা
 হাসিল হইবে, যিকিরের পাবন্দির দ্বারা হাসিল হইবে এবং সদা সতর্ক চিন্তা-চেতনা,
 সদা জাগ্রত ফিকিরের দ্বারা হাসিল হইবে।

কামিাবী হইবে কর্মের দ্বারা
 নহে চমৎকার গল্পের দ্বারা
 বরং সযত্ন যিকিরের দ্বারা
 সদা জাগ্রত ফিকিরের দ্বারা।

যখন প্রত্যহ কিছু সময় আল্লাহ-আল্লাহ যিকির করিবেন, তো এই যিকিরের
 দ্বারা হৃদয়ের তালা সমূহ খুলিয়া যাইতে থাকিবে। কারণ, যিকিরের বদৌলতে
 অন্তরের দুয়ারের তালা খোলে। স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম
 আমাদের এই দোআ শিখাইয়াছেন :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَقْفَالَ قُلُوْبِنَا بِذِكْرِكَ

অর্থ : আয় আল্লাহ, আপনার যিকিরের দ্বারা আমাদের অন্তরের তালা সমূহ
 খুলিয়া দিন।

ফলে, দুনিয়াতে আসার পূর্বে, রুহের জগতে থাকা কালে আল্লাহুপাক আমাদের
 অন্তরের মধ্যে স্বীয় মহব্বতের যে আমানত রাখিয়াছিলেন, এখন উহার খোশবু
 আসিতে লাগিবে। কারণ, অন্তরের তালা যখন খুলিয়া যাইবে, ভিতরের জিনিস
 অবশ্যই প্রকাশ পাইবে এবং বাহির হইয়া আসিবে।

এশ্‌কের পুরাতন আঘাত

হযরত খাজা ছাহেব (রঃ) বলেন :

دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے
تھی جواک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے

ইহা কি কোন আজকের ঘটনা ? ইহা বরং বহু পুরাতন বাস্তব। সেই অনাদিকাল হইতেই আমার মনোপ্রাণ মাওলাপাকের জন্য আসক্ত ও দেওয়ানা। অদ্য যে আমি মাওলার জন্য জুলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছি, দিবানিশি যে তাহার প্রেম-অনলে ধড়ফড় করিতেছি, ইহা হৃদয়ের সেই পুরাতন আঘাতেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

অনাদিতে আমি বাঁধা পড়িয়াছি

প্রিয়র প্রেমের কলে,

সেই আঘাতেই জুলিতেছি আজও

সেই সে প্রেম-অনলে।

বুদ্ধির গোলামী নয় বরং এশ্‌কের গোলামী

মহব্বত ছাড়া উন্নতির সকল দ্বার রুদ্ধ থাকে। হযরত খাজা ছাহেব বলেন :

اب بھی مجذوب جو محروم پذیرائی ہے
کیا جنوں میں ابھی آمیزش دانائی ہے ؟

অর্থ : হে মজযুব ! এখনও যে তুমি ঐ মহান দরবারের কবুলিয়ত ও তাহার খুছুছী প্রেম-মহব্বত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছ, তবে কি তুমি বিবেক-বুদ্ধির হস্তক্ষেপ ও চাতুরী এখনও সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিতে পার নাই ? তোমার 'জুনুন'-এর মধ্যে বুদ্ধির সংমিশ্রণ এখনও বর্তমান ? শোন, তাহাকে পাইতে হইলে, তাহার দুয়ারে কবুল হইতে হইলে 'বেআক্কল বুদ্ধির' নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ রূপে ছিন্ন করিতে হইবে। (জুনুন অর্থ, পাগলামী, উম্মাদনা, পাগল হওয়া, বেহুশ হওয়া। আশেকীনের কথার মধ্যে 'জুনুন' বলিতে মাওলার জন্য পাগল হওয়াকে বুঝায়। অর্থাৎ মাওলাপাকের

প্রতি সেই আনুগত্যময় প্রেমাসক্তি, বিবেক-বুদ্ধি যাহার বশীভূত গোলাম হইয়া থাকে। (- অনুবাদক)।

'এশ্কের গোলাম' হওনি বলে

পাওনি তারে কাছে,

বুদ্ধির গোলাম পাইবে তারে ?

স্বপ্ন সে যে মিছে।

'ভেজাল জুনুন্' হয় না কবুল

দেয় না প্রেমের ডোর,

'স্বচ্ছ জুনুন্' দেখলেই শাহ্

জল্দি খোলেন দোর।

মাওলার প্রেমসাগরের ডুবুরী হযরত খাজা ছাহেবের প্রেমের গাঁথা আরও শুনুন। তিনি বলেন :

ازل میں سامنے عقل و جشوں دونوں کا ساماں تھا
جو میں ہوش و خرد کو لیتا تو کیا میں کوئی ناداں تھا

অর্থাৎ উর্ধ্ব জগতে অবস্থান কালে আমার সম্মুখে বিবেকও ছিল, জুনুন্ও ছিল। বিবেক ও জুনুন্ উভয়ের মধ্যে হইতে যে কোন একটি গ্রহণ করার এংখ্তিয়ার দেওয়া হইয়াছিল। আমি বিবেককে বর্জন করিয়া জুনুন্কে গ্রহণ করিয়াছি। আমি কি কোন আহাম্মক বা নাদান যে, 'জুনুন্'-এর মত মহা দৌলত সম্মুখে থাকিতে উহা না লইয়া-হুশ ও বিবেককে গ্রহণ করিব ? (অর্থাৎ আমি সেই বিবেক-বুদ্ধি গ্রহণ করি নাই যাহা জুনুন্কে শাসন করিবে, যে বুদ্ধি মাওলার প্রেম-মহব্বতকে নিজের অধীনে, নিজের খুশীতে চালাইবে। বরং আমি জুনুন্ তথা মাওলার প্রেম-মহব্বতকে গ্রহণ করিয়াছি, হুশ-বিবেক ও যুক্তি-বুদ্ধি যাহার আজীবন গোলাম ও অনুগত দাস হইয়া থাকিবে।)

বুদ্ধির গোলাম রুমী 'এশ্কের গোলাম'

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ)ও ঠিক সেই কথাই বলিতেছেন। শুনুন :

آز مودم عقل دوراندیش را

بعد ازاں دیوانه سازم خویش را

অর্থ : আমার প্রখর জ্ঞান, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বহুদর্শী বিবেকের খেলা আমি বহু দেখিয়াছি। বিবেকের যুক্তি-পরামর্শ, পদচারণা ও পরিচালনার আমি অসংখ্য ময়দানে পরীক্ষা দেখিয়াছি। অবশেষে আমি আমাকে 'দেওয়ানা' বানাইয়াছি। অর্থাৎ নিরেট বিবেকের বন্ধাহীন নিয়ন্ত্রণ ছিন্ন করিয়া আমি 'এশ্কের গোলাম' বনিয়াছি, পৃথিবী যাহাকে 'দেওয়ানা' নামে আখ্যায়িত করে, যেই দেওয়ানার দেওয়ানেগী বিবেকের উপর স্বীয় মহা প্রতাপশালী রাজত্ব পরিচালনা করে।

আহু, হযরত রুমীর কথা কী হৃদয়স্পর্শী কথা ! তিনি বলেন :

رو رواے جاں زود زنجیرے بیار

بار دیگر آمدم دیوانه وار

হে আমার প্রাণ, আমার ত শুধু দেওয়ানা আর দেওয়ানা হইতে ইচ্ছা করে। মাওলার প্রেমের শত শিকলে আবদ্ধ হওয়ার পরও আমি আরও শিকলে বন্দী হওয়ার আকাংখায় পুড়িয়া মরি। হে প্রাণ, যাও, আরও শিকল নিয়া আস। পেয়ারা মাওলার পাক্ যাতের সঙ্গে আমকে আরও শক্ত করিয়া বাঁধ। এই শিকলে যতই আটকা পড়ি, ততই শান্তি, ততই আরাম, ততই বেশী মজা।

দেখিয়া আমি বহুত খেলা

বহুদর্শী বুদ্ধি-জ্ঞানের,

হলাম শেষে আস্তপাগল

দর্শী যেজন মাওলাপাকের।

বহুদর্শী বিবেক-বুদ্ধি

টানে মোরে জঙলা পানে

পাগল-হৃদয় টানে আমায়

সর্বদর্শী মাওলা পানে ।

দেওয়ানার হাতে না পড়িলে দেওয়ানা হওয়া যায় না

মাওলানা রুমী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মত মহাজ্ঞানী ব্যক্তি বলেন যে, আল্লাহর দেওয়ানা হওয়া ব্যতীত কাজ হয় না, কামিয়াব হওয়া যায় না । অবশ্য, মাওলার দেওয়ানা হওয়ার জন্য কোন না কোন দেওয়ানার পালায় পড়িতে হইবে । দেওয়ানার পালায় না পড়িলে দেওয়ানা হওয়া যায় না । তবে, এখানে ইহাও স্বত্বব্য যে, আল্লাহর দেওয়ানা কোন ওলী না আপনার 'দুনিয়া' কাড়িয়া লইবে, না দুনিয়া ছুটাইয়া দিবে । না আপনার ধন-দৌলত, বাড়ী-গাড়ী সব গঙ্গায় ফেলিতে বলিবে । কিন্তু তাঁহাদের বরকতে এই হইবে যে, 'দুনিয়া' আপনার হাতে থাকিবে, পকেটে থাকিবে, সর্বত্রই থাকিবে, স্রেফ অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে । অন্তরে শুধু 'আল্লাহ' থাকিবে, আল্লাহই আল্লাহ । তখন অনুভব হইবে যে, সগু সিংহাসন, সগু সম্রাজ্য এবং সমস্ত আসমান ও পৃথিবী হইতেও শ্রেষ্ঠ কোন সম্পদ আপনার হস্তে মণ্ডুদ আছে ।

চিনি বেশী মধুর, নাকি উহার স্রষ্টা ?

মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেন :

ایہ دل ایس شکر خوشتر یا آنکہ شکر سازد

হে হৃদয়, বল, এই চিনি বেশি সুমিষ্ট, নাকি উহার স্রষ্টা বেশি সুমিষ্ট ? চিনি বেশি মধুর, নাকি উহার স্রষ্টা বেশি মধুর ?

যে হৃদয়কে তিনি তাহার খাছ তাআল্লুক ও খাছ প্রেমডোর নসীব করিয়া দেন, সর্বদা সে মস্‌ত থাকে, খুশীতে বাগবাগ থাকে, আনন্দে আত্মহারা থাকে । সর্বদা তাহার হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দের ঢেউ খেলিতে থাকে । কখনও যদি কোন দুঃখ-কষ্ট

বা মুসীবতেরও সম্মুখীন হয়, তখনও তাহার হৃদয়ে অপার্থিব সুখ-শান্তির এক মজাদার পৃথিবী বিরাজিত থাকে এক মধুময় হালত ও কাইফিয়ত থাকে।

এক সাগর দুঃখ ও পৃথিবীময় কাঁটার মধ্যেও

আশেকের আনন্দ

হযরত খাজা ছাহেব (রহঃ) বলেন, যেই হৃদয়ে মাওলা থাকে, সে হৃদয় হইতে যদি ব্যথা-বেদনার ধোঁয়াও বাহির হয়, বেদনার ঐ ধোঁয়ার মধ্যেও সে অসংখ্য হূর দেখিতে পায়। তিনি বলেন :

جونکلیں آہیں تو حور بن کر ، جونکلیں آنسو تو بن کے گوھر
یہ کون بینہا ہے میرے دل میں یہ کون میرے چشم پر آب میں ہے

আমার ব্যথিত হৃদয় হইতে যদি 'আহ' বাহির হয়, তো হূর হইয়া। আর যদি আঁসু বাহির হয়, তাও মাণিক হইয়া। হায়, এই কে আসীন আমার হৃদয়-আসনে ? কে আসীন আমার অশ্রু-ভেজা দুই নয়নে ?

অর্থাৎ মাওলাপ্রেমিকের হৃদয়ে মাওলা স্বয়ং সমাসীন থাকেন। মাওলার প্রেমিক যদি কোন ব্যথা পাইয়া কাঁদিয়া উঠে, তবে মাওলা তাহার কুদ্রতের হাত বুলাইয়া বুলাইয়া তাহাকে আদর করেন ও সান্ত্বনা দেন। তাই, মাওলাকে কাছে পাইয়া সমস্ত দুঃখ-বেদনা সে ভুলিয়া যায়। সমস্ত বিপদই বিল্কুল হাল্কা হইয়া যায়। পরন্তু, ব্যথাপ্রাপ্ত শিশু যেমন আব্বা-আম্মার আদর পাইয়া ও মায়াময় কোল পাইয়া ব্যথার কথা ভুলিয়া যায়, বরং খুশীর চোটে তাহার ঠোঁটের মধ্যে হাসি ফুটিয়া উঠে, তদ্রূপ, হৃদয়ে মাওলাকে পাওয়া বান্দা অজস্র দুঃখ ও বিপদের মধ্যেও মাওলার স্নেহের পরশ ও সান্নিধ্যের কোমল পরশ পাইয়া চিত্তসুখে এমনই মাতিয়া যায় যে, লক্ষ লক্ষ মণি-মাণিক এবং লক্ষ লক্ষ হূর পাওয়ার আনন্দের চেয়েও বেশী আনন্দের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। তদুপরি, মাওলা প্রাপ্ত বান্দার সকল দুঃখ-কষ্টের হালতে তাহার প্রতি মাওলাপাকের এক সাগর সন্তুষ্টি থাকে এবং নবতর ও তাজাতর অসংখ্য নূর ও তাজালী মাওলাপাক তাহাকে নসীব করেন। হযরত খাজা ছাহেব (রহঃ) এই কথাগুলিকেই তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রূপকভঙ্গীতে হৃদয় ছুঁইয়া যাওয়া ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

কে আসীন আমার হৃদয়-আসনে ?

কে আসীন আমার দুই নয়নে ?

লভিয়া তোমায় হৃদয়ে প্রিয়,

হীরা ও হূর লভি সকল বেদনে ।

বস্তুতঃ মাওলাকে-পাওয়া বান্দার জিন্দেগী অত্যন্তই মজাদার হইয়া যায় । এমনকি, পার্থিব জীবনের যে কোন দুঃখ-কষ্টের হালতও তাহার হৃদয়ে বড়ই মজাদার ও শান্তিময় মনে হয় । 'হায়াতে তাইয়েবাহু' তথা এক 'সমুদ্র জিন্দেগী' তাহার নসীব হইয়া যায় ।

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) বলেন :

اگر عالم سراسر خار باشد

دل عاشق گل و گلزار باشد

আগার আ-লম ছাড়াছার খারে বাশদ

দিলে-আশেক্ গুলো-গুল্যারে বাশদ ।

অর্থ : সমগ্র পৃথিবীও যদি কাঁটায় ভরিয়া যায়, মাওলার আশেকের হৃদয় তখনও অজস্র ফুল ও ফুলবাগানে ভরপুর থাকে ।

ওয়াটার প্রফ ঘড়ির মত দুঃখপ্রফ অন্তর :

হায়,কী হৃদয়গ্রাহী সত্যের সন্ধান দিয়াছেন হযরত মাওলানা রুমী যে,সমগ্র বিশ্বও যদি অসংখ্য কাঁটা আর কাঁটার দ্বারা ভরপুর হইয়া যায়, এই আমেরিকা-রাশিয়া ও সমস্ত পৃথিবী যদি হাজার হাজার এ্যাটম বোমের যুদ্ধের আগুনেও জ্বলিতে থাকে, সেই ভয়াবহ আগুনের মধ্যেও মাওলার আশেকগণ যে যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁহাদের 'হৃদয়' ফুলে-ফুলে সুশোভিত ফুলবাগান হইয়া থাকিবে । যেভাবে 'ওয়াটার প্রফ' ঘড়ি নদীতে ডুবিয়া থাকিলেও উহার মধ্যে এক ফোঁটা পানি ঢুকিতে পারে না, তদ্রূপ, আল্লাহ্পাক তাহার প্রেমিকদের হৃদয় সমূহকে 'দুঃখপ্রফ ও বেদনা প্রফ' বানাইয়া দেন । ফলে, দুঃখ-বেদনা তাহাদের হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না । এ সম্পর্কে আমার একটি পুরানা ছন্দ স্মরণ হইতেছে :

زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا

ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا

অর্থ : শত দুঃখ-বেদনার মধ্যেও জিন্দেগী আমার কাছে খুবই মজাদার ও শান্তিময় অনুভব হয়। মাওলার বেদনার বরকতে বেদনার ঢলের মধ্যেও আমি বেদনামুক্ত জিন্দেগী কাটাই।

শত বেদনের মধ্যে বহে

হৃদয়ে শান্তির ফল্লু-ধারা

বেদনাগিরির মধ্যেও আমি

তাহার বেদনে বেদনহারা।

উপমহাদেশের সুবিখ্যাত আলেম এবং হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহঃ) বলেন :

ترے غم کی جو مجھ کو دولت ہے

غم دوجہاں سے فراغت ملے

হে মাওলা ! তোমার তরে 'ব্যথিত হৃদয়' যদি আমার নসীব হইয়া যায়, তবে তোমার বেদনার দৌলতের বদৌলতে উভয় জগতের সকল ব্যথা-বেদনা হইতে আমি মুক্তি পাইয়া যাইব।

তোমার জন্য জ্বলাই যদি

হয় গো আমার জ্বালা,

দোজাহানের কোন জ্বালাই

রইবেনা আর জ্বালা।

শরীঅত ও তরীকতের সারকথা

অতএব, হে আমার বন্ধুগণ, দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশের প্রতি বেশি মনোযোগ দিবেন না। হৃদয়কে উহার মধ্যে বেশি নিবিষ্ট না করিয়া বরং এই সবকিছুর যিনি দাতা, সেই মহান আল্লাহ্র প্রতি বেশি নিবিষ্ট করুন। শরীঅত ও

তরীকতের সারকথা এতটুকুই যে, নেআমতদাতার মহব্বতকে নেআমতের মহব্বতের উপর প্রবল ও অগ্রগণ্য করিতে হইবে। স্রষ্টার ভালবাসাকে সৃষ্টির ভালবাসার উপর, সুখ-শান্তি দাতার ভালবাসাকে সুখের সকল উপকরণের ভালবাসার উপর অগ্রাধিকার দিতে হইবে। এক কথায়, দাতার ভালবাসাকে 'প্রদত্ত' সবকিছুর ভালবাসার উপর সর্বদা বিজয়ী করিতে হইবে। ধন-দৌলত, বিবি-বাচ্চা, রূপ-যৌবন, কোন প্রিয় বস্তু প্রভৃতির উপর আল্লাহর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দিবে। আর আল্লাহর ভালবাসাকে সর্বদা যে বিজয়ী রাখিবে, সে যেখানেই থাকিবে, সর্বত্রই সে বিজয়ী থাকিবে, প্রবল ও প্রভাবশালী থাকিবে।

এশকের হাতে ঘায়েল বান্দার বিজয়ী জিন্দেগী

সম্মানিত শোতামণ্ডলী ! আপনাদের বরকতে, আপনাদের ওহীলায় অদ্যকার বয়ানের মধ্যে কী মূল্যবান মূল্যবান ও হৃদয়গ্রাহী বিষয়াদি আল্লাহপাক দান করিতেছেন। জিগর মুরাদাবাদীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ছন্দ শুনুন :

میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر
وہ مجھ پہ جہا گئے میں زمانے پہ جہا گیا

অর্থ : আল্লাহর সঙ্গে আমার প্রেমের সাফল্য শুধু এতটুকুই যে, আল্লাহ আমার উপর পরিব্যাপ্ত, আর আমি কালের উপর পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ আমার উপর বিজয়ী ও প্রভাব বিস্তারকারী, আর আমি কালের উপর ও সমগ্র পৃথিবীর উপর বিজয়ী এবং প্রভাব বিস্তারকারী। বস্তুতঃ আল্লাহর মহব্বত-ভালবাসা যাহার উপর ছাইয়া যায়, সে যেখানেই যায়, সবকিছুর উপর ছাইয়া থাকে, প্রবল থাকে এবং বিজয়ী থাকে। কোন পরিবেশ, কোনও পরিস্থিতির কাছে সে হার মানে না, পরাজিত হয় না।

এশকের আমার কীর্তি এটুকু

প্রভাব এটুকু শুনছ জনাব ?

আমার উপর প্রিয়র প্রভাব

কালের উপর আমার প্রভাব।

তআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ
আমার উপর রাজা তিনি
সবার উপর রাজ্য তাহার,
বিশ্বের উপর রাজা আমি
কালের উপর রাজ্য আমার ।

আল্লাহ ওয়ালাদের এল্‌মের বরকত :

যেমন, হযরত হাজী ছাহেব (রঃ)-এর এল্‌মের সম্মুখে

হযরত থানবী, হযরত গঙ্গুহী, হযরত নানুতবীও মস্তক-অবনত

আমি আরম্ভ করিতেছিলাম যে, অল্প কিছুদিন কিছু কষ্ট-মেহ্নত করার পর মানুষ 'ছাহেবে নেছুবত' (তথা আল্লাহর সহিত বিশেষ সম্পর্ক ওয়ালা) হইয়া যায় । তখন সামান্য এল্‌মের মধ্যেও আল্লাহপাক খুব বরকত দান করেন । বিশ্ববরেণ্য বুযুর্গ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ) কোন বড় আলেম ছিলেন না । (স্রেফ কাকিয়া বা ক্লাশ সিন্ধ) পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়াছিলেন । অথচ, বিশ্বসেরা আলেমগণ তাঁহার এল্‌মের বরকত দেখিয়া হতবাক এবং নতজানু হইয়াছেন । মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী, মাওলানা কাসেম নানুতবী, মাওলানা ইয়া'কুব নানুতবী, মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী প্রমুখ এত বড় বড় আলেম যাহাদের এল্‌ম সমস্ত বিশ্বকে কাঁপাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু হযরত হাজী ছাহেবের এল্‌ম ও এরফান তাঁহাদের প্রত্যেকের মস্তক ঝুকাইয়া দিয়াছে । হুজ্জাতুল-ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতবী (রঃ) বলিতেন : হাজী ছাহেবের 'এল্‌ম' দেখিয়া তাঁহার এল্‌মের সম্মুখে আমি ঝুকিতে বাধ্য হইয়াছি । তাঁহার এল্‌মের সম্মুখে নিজেকে আমি বিল্কুল 'বে-এলেম' বলিয়া অনুভব করি ।

অথচ, এই হযরত নানুতবীর এল্‌মের অবস্থা এই ছিল যে, একদা তিনি বয়ান করিতেছিলেন । জনৈক শ্রোতা দীর্ঘক্ষণ শোনার পরও মাওলানার বয়ান তাহার বোধগম্য না হওয়ায় সে হযরত মাওলানা গঙ্গুহীকে বলিতে লাগিল : হযরত, ইনি এ কি বয়ান করিতেছেন ? কিছুই ত বুঝে আসে না । মাওলানা গঙ্গুহী তখন রাগতঃ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন : আফসোস, লোকেরা চায় যে, আরশে বিচরণকারী এই বাজপাখী যেন যমীনে অবতরণ করিয়া কথা বলে ! এই ছিল মাওলানা গঙ্গুহীর মত

আলেমের নজরে মাওলানা কাসেম নানুতবীর মর্তবা। আর সেই মাওলানা নানুতবীর নজরে 'কাফিয়া শিক্ষিত' হযরত হাজী ছাহেবের এল্‌মের মর্তবা এত সুউচ্চ ! ইহা আল্লাহর সহিত তাআলুক বা নেছবতেরই কারামত ও বরকত ব্যতীত আর কিছু ?)

—অধম অনুবাদক।

হাজী ছাহেবের পর বর্তমান বিশ্বে আর এক দৃষ্টান্ত (নক্শবন্দিয়া তরীকায়) হিন্দুস্তানের উচ্চ মর্তবা সম্পন্ন বিখ্যাত বুয়ুর্গ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব এলাহাবাদী। হাকীমুল-ইসলাম মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়েব ছাহেব, মাওলানা আলী মিয়া নদভী ছাহেব, শায়খুল-হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব প্রমুখ বড় বড় আলেমগণ তাঁহাকে বড় ধরনের 'বুয়ুর্গ' বলিয়া জানেন এবং মানেন। অথচ, তিনি প্রচলিত নিয়মে শিক্ষা লাভকারী কোন বড় আলেম নন। কোন মাদ্রাসায় তিনি বোখারী শরীফ পড়ান না। তারপরও এত বড় বড় আলেমগণ তাঁহার বুয়ুর্গীর প্রতি কেন শ্রদ্ধানীল ? বস্, সেই কথাই যে, ছীনার মধ্যে একটা 'মাওলাওয়ালা দিল', একটা 'ব্যথাভরা অন্তর' নসীব হইয়া গিয়াছে। এ সবকিছু উহারই বরকত, উহারই প্রভাব ও প্রতিফল।

যিকির নাগা,তো রুহ ভুখা

ফলকথা এই যে, আল্লাহুওয়ালা হওয়ার জন্য একে ত কোন আল্লাহুওয়ালার ছোহুবত ও সম্পর্ক জরুরী। দ্বিতীয়তঃ যাহাকিছু যিকির তিনি বাতলাইয়া দিবেন, যত্ন সহকারে ও গুরুত্ব সহকারে সেই মোতাবেক আমল করা জরুরী। যিকিরে যেন কোন ভ্রুটি না হয়, নাগা না হয়। যিকিরের নাগা মানে রুহের ভুখা থাকা। যিকিরে নাগা না হওয়ার ও নিয়মিত যিকিরের অভ্যাস পয়দা ও বহাল থাকার একটি চমৎকার পন্থা এই যে, যেদিন যিকিরে নাগা হইয়া যাইবে সেদিন নফ্‌ছুকে ভুখা রাখিয়া কষ্ট দিবেন। খানা বন্ধ করিয়া শান্তি দিবেন। যেদিন নফ্‌ছ এই কথা বলে যে, আজ আমি যিকির করিব না, তখন নফ্‌ছুকে বলুন যে, তুমি ত বাঁচিয়া আছ রুহের বদৌলতে। যখন রুহ থাকিবে না, তুমিও তখন বাঁচিতে পারিবে না। রুহ চলিয়া গেল; তো আহা-বিহারের কোন প্রশ্নই তখন থাকিবে না। আজ তুই চক্রান্ত আঁটিয়া আমার রুহকে ভুখা রাখিয়াছিস্ ? ঠিক আছে, আমিও তোকে ভুখা রাখিব। যখনই আপনি নফ্‌ছের খানা-দানা, ডিম-মাখন প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিবেন, দেখিবেন, নফ্‌ছ এইবার জল্‌দি-জল্‌দি যিকিরের জন্য তৈরী হইয়া গিয়াছে।

হাঁ, শুরু-শুরুতে কিছুদিন কষ্ট করিয়া, মনের উপর চাপ প্রয়োগ করিয়া যিকির করিতে হয়। অতঃপর যখন যিকিরের অভ্যাস হইয়া যাইবে তখন 'রুহ' যিকিরের জন্য বেচাইন্ থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত যিকির না করিবেন, আপনার ঘুমই আসিবে না। যদি কোন খারাপ জিনিসের অভ্যাস হইয়া যায়, মানুষ উহার জন্যও বেচাইন্ হইয়া যায়। যেমন, বিড়ি-সিগারেট। যখন দেখে যে, মাওলানা সাহেবের বয়ান ত দীর্ঘ হইতেছে, ঐদিকে অভ্যাস তাকে পেরেশান করিতেছে, তখন চুপে চুপে উঠিয়া গিয়া সিগারেট পান করিয়া আসে। খারাপ জিনিসের অভ্যাসের পর উহার জন্য মন যখন এত বেচাইন্ হয়, তবে মাওলাপাকের যিকিরের অভ্যাস হইয়া গেলে যিকিরের জন্য হৃদয়-মন তখন কত বেশী বেচাইন্ হইতে পারে? কারণ, যিকির হইল রুহের গেয়া, আত্মার খোরাক।

যিকির আত্মার খোরাক ও হৃদয়ের ঘায়ের মলম

মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেন :

ذكر حق آمد غذا این روح را
مرهم آمد این دل مجروح را

মাওলার যিকির এই আত্মার খোরাক। মাওলার যিকির এ ব্যথিত হৃদয়ের চিকিৎসা, অন্তরের জখমের জন্য মলম। যাহাদের হৃদয় মাওলা-প্রেমের আঘাতে আঘাতে ঘা হইয়া গিয়াছে, মাওলার যিকির মাওলাপ্রেমিকের সেই হৃদয়ের ঘায়ের জন্য মলম। মাওলার যিকির পাইয়া পাগলের জ্বালাময় প্রাণে আরাম লাগে, প্রাণ ঠাণ্ড হইয়া যায়।

মাওলানা রুমী (রহঃ) আরও বলেন :

هر که باشد قوت او نور جلال
چون نه زاید از لبش سحر حلال

মাওলার প্রেমিকগণ, মাওলার যিকিরের নূর যাহাদের আত্মার খোরাক, তাহাদের সেই নূরভরা আত্মার মুখের কথা মানুষের হৃদয়মনে কেন প্রভাব ফেলিবে না? কেন আছর ঢালিবে না? হযরত থানবী (রঃ) এখানে 'ছেহুরে হালাল'-এর তরজমা করিয়াছেন 'কালামে-মোয়াচ্ছের' দ্বারা, অর্থাৎ হৃদয়মনে প্রভাব বিস্তারকারী

ভাষা ও কথা। যাহারা আল্লাহ্‌ওয়ালা বান্দা, যাহারা আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ করে, রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদের সময় মাওলার কাছে কাঁদে, আল্লাহ্‌পাক তাহাদের কথার মধ্যে নূর দান করেন, ক্রিয়াশীলতা দান করেন, আপন প্রেমবেদনার একটি সংমিশ্রণ দান করেন।

জরুরী সেই তিনটি জিনিস

আমার বন্ধুগণ, আবার বলিতেছি, আল্লাহ্‌র খাছ মহব্বত হাসিলের জন্য তিনটি জিনিস জরুরী—

১। এহুতেমামে-যিকরুল্লাহ্‌ অর্থাৎ নিয়মিত যত্ন সহকারে ও গুরুত্ব সহকারে যিকির করা।

২। এহুতেমামে-ছোহ্বতে আহলুল্লাহ্‌— অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওলীদের সংসর্গে উঠা বসা করা এবং এছলাহী সম্পর্ক রাখা।

৩। তাফাক্কুর ফী-খাল্কিল্লাহ্‌— অর্থাৎ, আল্লাহ্‌পাকের 'সৃষ্টি' সম্বন্ধে চিন্তা-ফিকির করা।

মরা মস্তিষ্কের চিকিৎসা হইল ফিকির

কখনও একাত্ম মনে বসিয়া চিন্তা করুন যে, এই আসমান-যমীন এবং এই চন্দ্র ও সূর্য প্রভৃতি কে সৃষ্টি করিয়াছেন? কে তিনি? এবং এই সবকিছুর সৃষ্টি দ্বারা আল্লাহ্‌পাক আমাদের উপর কি কি এহুসান ও দয়া করিয়াছেন? এভাবে চিন্তা-ফিকিরেরও অভ্যাস গড়িয়া তুলুন।

يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

আল্লাহ্‌র খাছ বান্দাগণ আল্লাহ্‌র মা'রেফাত ও আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভের জন্য আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন।

তবে আল্লাহ্‌র পরিচয় হাসিলের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা-ফিকিরের যদি তওফীক না হয়, উহাকে বলে নিজীবি চিন্তাশক্তি, নিজীবি মস্তিষ্ক বা নিজীবি ফিকির। মাওলানা রুমী (রঃ) উহার চিকিৎসা বাতলাইতেছেন :

فكر اگر جامد بود رو ذکر کن

অর্থ : তোমার চিন্তাশক্তি যদি ভেঁতা ও অচল হইয়া যাওয়ার ফলে ঐ মোবারক ফিকিরের জন্য তোমার তওফীক না হয়, মরা মস্তিষ্ক ও নির্জীব ফিকিরের প্রতিক্রিয়ায় অন্তরে যদি দুনিয়ার মহব্বত প্রবল হইয়া আখেরাত বা পরকালের কথা স্মরণ না হয় এবং অন্তরে গাফলত, অলসতা ও খোদাবিশ্বাস্তি তুমি অনুভব কর, তবে যাও, তুমি আল্লাহপাকের যিকিরে মশগুল হইয়া যাও। আল্লাহপাকের যিকির তোমার নির্জীব ফিকিরকে উত্তপ্ত, উজ্জীবিত ও সতেজ করিয়া দিবে। যিকির তোমার অন্তরে নূর পয়দা করিবে। সেই নূরই তোমার নিশ্চলতা ও নির্জীবতাকে খতম করিয়া দিবে।

‘ফিকির’ (চিন্তা-গবেষণা) কাহাকে বলে ?

ফিকির (চিন্তা-গবেষণা) কাহাকে বলে ? ফিকিরের অর্থ কি এই যে, ফ্যান্টারী কায়েম কর, ইলেকশনের যুদ্ধ কর, কিংবা প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হইয়া যাও ? অথবা গবেষণা বলে মহাশূন্যে অভিযান চালাইয়া চন্দ্রে আরোহণ কর ? পবিত্র কোরআনে মাওলাপ্রদত্ত মস্তিষ্কের দ্বারা যে ফিকির করিতে বলা হইয়াছে, সেই ফিকিরের অর্থ কি এই সবকিছু ? শুনুন, মাওলানা রুমী (রঃ) এ সম্পর্কে রায় দিতেছেন :

فكر آن باشد كه بكشاید ره
راه آن باشد كه پیش آید شه

অর্থ : ফিকির (চিন্তা-গবেষণা) উহাকে বলে যাহা ‘রাস্তা’ খুলিয়া দেয়। আর ‘রাস্তা’ উহাকে বলে যাহা বান্দাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।

ফলকথা, যে মেধা, যে চিন্তা-ভাবনা বান্দার সম্মুখে আল্লাহপ্রাপ্তির রাস্তা খুলিয়া দেয় এবং আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করিয়া দেয়, বস্তুতঃ উহারই নাম ফিকির। যে চিন্তা-গবেষণা বান্দাকে আল্লাহর দিকে নিয়া যায় না, উহাকে ‘ফিকির বা চিন্তা-গবেষণা’ নামে অভিহিত করা যায় না। তাহা হইলে মাওলার অতি আদরের বান্দার জন্য শোভনীয় ফিকির কোনটি ? তাহা উহাই, যাহা বান্দাকে আল্লাহর সহিত সম্বন্ধ গড়নে ও তা বর্ধনে সাহায্য করে।

দুর্বল, অসুস্থ ও ব্যস্ত লোকের যিকির-ওযীফা

সুস্থ-স্বাভাবিক লোকের মত নয়

এখন যদি কেউ এই প্রশ্ন করে যে, তবে কি দিনরাত সর্বদা যিকির আর যিকিরই করিতে থাকিতে হইবে? না, যবানকে এরূপ বিরামহীন যন্ত্র বানাইতে হইবে না। বরং এক-একজনের কর্মব্যস্ততা ও স্বাস্থ্যের অবস্থা এক-এক রকম। তাই, ব্যস্ততা ও স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখিয়া 'শায়খে কামেল' যেই যিকির এবং যতটুকু যিকির নির্ধারিত করিয়া দেন, উহার উপর আমল রাখিবে। যেমন, হযরত থানবী (রঃ) খাজা ছাহেব (রঃ)-কে প্রত্যহ ২৪ হাজার বার আল্লাহ্-আল্লাহ্ যিকির করিতে বলিয়াছেন। আবার কাহারও স্নায়ুবিদ্যে দুর্বলতা কিংবা অধিক ব্যস্ততার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত যিকিরই তাহাকে স্রেফ এক হাজার বার বাতলাইয়াছেন।

আমার পহেলা মোর্শেদ হযরত শাহ আবদুল গণী ফুলপুরী (রহঃ)। আমার জওয়ানি আমি তাঁহার সংসর্গেই অতিবাহিত করিয়াছি। তিনি ছিলেন অশীতিপর এক বৃদ্ধ, আর আমি ছিলাম মাত্র সতের-আঠার বৎসরের যৌবন-দীপ্ত এক যুবক। ভারতের আযম গড় নামক কসবার বাহিরে, বহুদূরে, জনমানবহীন এক ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে তিনি 'বাড়ী' করিয়াছিলেন। মাগরিবের পর কী এক ভীতিপ্রদ নিঃস্তুবদ্ধতা। সূর্যের আলো নিভিতেই চেরাগের আলো জ্বালানো সুনিশ্চিত ব্যাপার। কিছুক্ষণ পর সেই চেরাগও নিভিয়া যাইত। সেই জঙলাপুরীর নিঃস্তুবদ্ধতা আবার আমাদেরকে ঘিরিয়া ফেলিত। তাহাজ্জুদের সময় তারকারাজির আলোতে তিনি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন এবং কান্নাকাটি, বেদনাময় নিঃশ্বাস আর জ্বালাময় 'আহ্' শব্দ ছাড়িতেন। কোর্তার গলা খোলা। এক আজব দেওয়ানা। এক আশেকানা হালত। বর্ণনার অতীত এক প্রেমোন্মাদ জিন্দেগী। তিনি মাওলানা আছগর মিয়া (রঃ)-এর সমকালীন আলেমেদ্বীন ছিলেন। প্রিয় মোর্শেদের কথা প্রসঙ্গে তাঁহার সামান্য স্মৃতিচার করিলাম।

আমার সেই মোর্শেদ, তিনি হযরত থানবীকে লিখিয়াছিলেন যে, হযরত, আমাকে 'দরুদ-তুনাজ্জীনা'র এজাযত দান করুন। উত্তরে হযরত থানবী লিখিলেন যে, এই দরুদ প্রত্যহ ৭০ বার পাঠ করিবেন। আমার শায়েখ আবার লিখিলেন, হযরত, আমি মাদ্রাসার অতি ব্যস্ত ও ভারী দায়িত্ব সম্পন্ন একজন শিক্ষক।

জৌনপুর মাদ্রাসায় আমি রোজ ১৪ টি 'সবক' পড়াই। (মাওলানা আছগর মিয়াও এখানে আছেন।) 'দরুদে-তুনাঙ্গীনা' প্রত্যহ সত্তর বার পাঠ করা আমার জন্য দুষ্কর হইবে।

উত্তরে হযরত থানবী (রঃ) লিখিলেন : আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি প্রত্যহ মাত্র সাত বার করিয়া পাঠ করুন। একে দশ-এর ওয়াদা রহিয়াছে। তাই, সাত ৭০-এর ফায়দাই হাসিল হইয়া যাইবে, ইনশাআল্লাহ।

বন্ধুগণ, খুব বুঝিয়া লউন, আল্লাহর ওলীগণ অত্যন্ত দূরদর্শী, সুস্পন্দর্শী ও বহুদর্শী চক্ষুস্বান হইয়া থাকেন। দেখুন না, কি হেকমতে, কি কৌশলে সাতের দ্বারা সত্তরের সাফল্য অর্জনের পথ ধরাইয়া দিলেন।

আমার শায়েখ শাহ আবদুল গণী ফুলপুরী (রঃ) বলিয়ায়াছেন : কোন শক্তিশালী পালোয়ান যদি প্রত্যহ চব্বিশ হাজার বার আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করে এবং আর একজন দুর্বল-মস্তিষ্কের লোক মাত্র এক হাজার বার কিংবা পাঁচ শত বার আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে, তাহা হইলে এই দুর্বল যাকেরও সেই মাকামেই পৌঁছিবে যেই-মাকামে পৌঁছিবে ঐ চব্বিশ হাজার বার ওয়াল। ইনশাআল্লাহ্ সে তাহার চাইতে পিছনে থাকিবে না। আল্লাহ্‌পাক আমাদের শক্তির দাপট বা গায়ের জোর দেখিতে চান না। বরং তিনি তাকত অনুযায়ী এতাত্ চান অর্থাৎ সামর্থ্য পরিমাণ আনুগত্য চান। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেন :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

সামর্থ্য পরিমাণ আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

(অতএব, সামর্থ্য পরিমাণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর।)

নিঃসঙ্গ কবর-ঘরের সাথী ও সম্বল

বন্ধুগণ, আজ যদি আমরা দুনিয়া ও দুনিয়ার বস্তুসমূহ হইতে আমাদের অন্তর না হটাই, হৃদয়মনকে উহা হইতে মুক্ত ও পবিত্র না করিয়া লই, তবে জানিয়া রাখুন, এমন একদিন শীঘ্রই আসিতেছে যেদিন আমাদের ভোগ-বিলাসের, আমোদ-প্রমোদের, আদর-আহ্লাদের এবং আমাদের মনের আনন্দ-ফুর্তির যত চীজ-আসবাব, সবকিছু এই মাটির উপর পড়িয়া থাকিবে, আর আমাদেরকে বুকের

উপর মাটি চাপা দিয়া মাটির তলে শোওয়াইয়া দেওয়া হইবে। হায় ! অসহায় ঐ মুদা যেন তখন তার ভাষাহীন কণ্ঠে বলে :

دبا کے قبر میں سب چل دیئے دعا نہ سلام
ذراسی دیر میں کیا ہوگیا زمانے کو

নির্জন কবরের মাটির মধ্যে দাবাইয়া রাখিয়া হায়, কী নিষ্ঠুরের মত সবাই যার যার ঠিকানায় চলিয়া যাইতেছে। হায়, কাহাদের সহিত এত হৃদ্যতা ছিল, এত সখ্যতা ও মাখামাখি ছিল ? আজ ত উহারা একটু সালাম-কালামও করিল না। কোন যোগ-জিজ্ঞাসাই ত কেহ করিল না। হায় ! সামান্য সময়ের ব্যবধানে কি হইল যমানার ? কি হইল এ জগদ্বাসীর ? এমনি করিয়া সবাই ভুলিয়া গেল ? এমনি করিয়া আমাকে ছাড়িয়া গেল ?

বন্ধুগণ, কবরে শোওয়াইয়া যখন সকলে চলিয়া যাইবে, তারপর আর কেউ আসিবে না তোমাকে একটু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। মনের আশা-আকাংখা পূরণের সামান, নানা রকম আনন্দ-ফুটি ও সাধ মিটানোর কোন পথ, কোন উপকরণ আর জুটিবে না সেই নিঃসঙ্গ কবর-ঘরে। কিছুই থাকিবেনা, কেহই যাইবে না তোমার সঙ্গে, তোমার কাছে, একমাত্র আল্লাহপাক ছাড়া।

কবরে আল্লাহপাক সকলেরই সঙ্গী হন ?

এখানে ভাবিবার বিষয় ইহাই যে, মাটির নীচে কবর ঘরে আল্লাহপাক কি সকলেরই সঙ্গী হন ? তবে, কাহার সঙ্গী হন তিনি ? সেখানে তিনি তাহাদেরই সঙ্গী ও সাহায্যকারী হন যাহারা মাটির উপরে থাকা অবস্থায় তাহাকে খুব স্মরণ করিয়াছে এবং তাহাকে মানিয়া চলিয়াছে। যাহাদের প্রাণে বাঁচার একমাত্র নির্ভর ও একমাত্র সম্বল ছিল মাওলা। মাওলা ছাড়া প্রাণে বাঁচিয়া থাকা যাদের জন্য দুরূহ ছিল।

কেন আল্লাহপাক ইহাদিগকে কবর-ঘরের নিঃসঙ্গতায় স্বীয় সদয় সান্নিধ্য প্রদান করিবেন ? আল্লাহপাক বলেন, বান্দা, ইহার কারণ এই যে, এই যমীনের উপর হাজারো চীজ-আসবাবের আকর্ষণ ও সম্পর্কের জাল তোমাকে হাজারো দিকে টানিতে চাহিয়াছে। তবুও তুমি কোন অবস্থাতেই আমাকে ভুল নাই। তাই, অন্য যমীনের নীচে ফেলিয়া সকলেই যখন তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, হে পেয়ারা

বান্দা, আজ আমি কি করিয়া তোমাকে ভুলিয়া যাইতে পারি ? আমার মত দয়াময় মাওলার পক্ষে ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? অসম্ভব, অসম্ভব । বান্দা, ঘাবড়াইও না, আমি তোমার কাছে আছি, আমি তোমার সঙ্গে আছি । আমিই তোমার দেখাশুনা করিব ।

দোআ ও মুনাযাত

বস্, এখন সকলে দোআ করুন—

আয় আল্লাহ্ ! আপনার রহমতের ওহীলা, এই মোবারক জায়গার ওহীলা এবং আমাদের বুয়ুর্গানে-দ্বীনের আওলাদগণের ওহীলা, আয় আল্লাহ্ ! আমি আমাদের বুয়ুর্গানেদ্বীনের রক্ত-সম্পর্কের ওহীলা পেশ করিয়া ফরিয়াদ করিতেছি, ইহাদের ওহীলায় আপনি আমাদের সকলের ছীনা সমূহকে আপনার মহব্বতের আশুন দ্বারা ভরিয়া দিন ।

আয় আল্লাহ্ !, আমাদের সকলকে 'ছাহেবে-নেছবত' ওলীআল্লাহ্ বানাইয়া দিন ।

আয় আল্লাহ্ ! বায়েযীদ বোস্তামী, জুনাইদ বাগদাদী, বাবা ফরীদুদ্দীন আত্তার, মাওলানা থানবী, মাওলানা গঙ্গূহী, মাওলানা কাসেম নানূতবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম্), এভাবে আমাদের অতীত বুয়ুর্গানের মধ্যে বড় বড় যত আওলিয়ায়ে-কেরাম অতিবাহিত হইয়াছেন, আয় আল্লাহ্ ! ঐ সকল আওলিয়ায়ে-ছিদ্দীকীনের ছীনার মধ্যে যেই মর্তবার ঈমান, মহব্বত ও তাকওয়া আপনি দান করিয়াছিলেন এবং ধ্বংসশীল এই দুনিয়ার প্রতি তাঁহাদের অন্তরে যে রূপ অনাসক্তি পয়দা করিয়াছিলেন, আয় আল্লাহ্ ! দয়া করিয়া ঐসব নেআমত আপনি আমাদের কুলব সমূহকেও নসীব করিয়া দিন ।

আয় আল্লাহ্ ! ধ্বংসশীল এই দুনিয়ার প্রতি আমাদের হৃদয় সমূহকে বিরক্ত ও নিরাসক্ত বানাইয়া দিন ।

আয় আল্লাহ্ ! আপনার মহব্বতকে গালেব করিয়া দিন, প্রবল করিয়া দিন ।

আয় আল্লাহ্ ! আমাদের ইহকালকেও আপনি সুখ-শান্তিময় ও নিরাপদ বানাইয়া দিন । আমাদের পরকালকেও আপনি রাহাত ও আফিয়ত ওয়ালা বানাইয়া দিন । দেনো-জাহানকে আমাদের জন্য আরামদায়ক ও আপদমুক্ত করিয়া দিন ।

আয় আল্লাহ ! আমাদের সকলকে আপনার আশেকদের মোলাকাত ও ছোহুবত নসীব করিয়া দিন ।

يا رب ترے عشاق سے ہو میری ملاقات
قائم ہیں جن کے فیض سے یہ ارض و سماضوات

আয় আল্লাহ !, আপনার আশেক বান্দাগণ মার্শরেক (পূর্ব) হইতে মাগরেব (পশ্চিম), শেমাল (উত্তর) হইতে জুনুব (দক্ষিণ) পর্যন্ত এই পৃথিবীর যেখানেই লুকাইয় থাকুন না কেন, আয় আল্লাহ ! তাঁহাদিগকে চিনিবার মত চক্ষু আমাদিগকে দান করুন এবং তাঁহাদের মোলাকাত, ছোহুবত, ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সম্পর্ক নসীব করিয়া দিন ।

আয় আল্লাহ ! আমরা যদি আমাদের নাদানী বশতঃ তাঁহাদের তালাশ এবং তাঁহাদের সহিত মিলিবার চেষ্টা নাও করিয়া থাকি, তবু আপনি তাঁহাদিগকে আমাদের প্রতি সদয় করিয়া দিয়া তাঁহাদের সহিত আমাদের মোলাকাতের ও ফয়েয-বরকত লাভের এন্তেযাম করিয়া দিন ।

آهن کہ بہ پارس آشنا شد
فی الفور بصورت طلا شد

আয় আল্লাহ ! তাঁহারা আপনার পরশপাথর, আর আমরা হইলাম লোহা । আয় আল্লাহ ! আমাদিগকে ঐ পরশপাথরদের ছোহুবতের নেআমত নসীব করিয়া দিন । লোহা যেভাবে পরশপাথরের পরশ লাগিয়া সোনা হইয়া যায়, আপনি আমাদিগকে আপনার এমন আশেকদের সহিত সাক্ষাত করাইয়া দিন যাঁহাদের হৃদয়ের পরশ-পাথরের স্পর্শ পাইয়া আমাদের হৃদয়-নামের লোহাগুলি সোনা হইয়া যায় । যাহাতে আমরা আপনার আশেক ও দেওয়ানা হইয়া যাইতে পারি এবং মোত্তাকী হইয়া যাইতে পারি ।

আয় আল্লাহ ! আমাদের জিন্দেগীকে আমাদের আছলাফ, আমাদের অতীত কুসুর্গানের জিন্দেগী ও আমলের নমুনা বানাইয়া দিন ।

আয় আল্লাহ ! আমাদিগকে আপনি আপনার আওলিয়ায়ে-কেরামের আমল-আখলাক নসীব করিয়া দিন ।

আয় আল্লাহ ! তাঁহাদের মত হৃদয় আমাদেরকেও নসীব করুন ।

আয় আল্লাহ্ ! আপন দয়ায় আমাদিগকে আপনি ঈমানের সহিত মউত নসীব করিয়া দিয়েন ।

আয় আল্লাহ্ ! সকলের সব রকম জায়েয মাক্ছুদ সমূহ পূরা করিয়া দিন । যাহারা এখানে উপস্থিত নাই, তাহাদেরও সকল জরুরত ও মাক্ছুদ পূরা করিয়া দিন ।

এই বরকতময় হরম শরীফের বরকতে আমাদিগকে কা'বার মহব্বত ও হরমের মহব্বত নসীব করিয়া দিন । হরমের কদর ও সম্মানের তওফীক দান করুন । হরমের অটেল নূর ও বরকত সমূহ দ্বারা আমাদিগকে ধন্য করিয়া দিন ।

আয় আল্লাহ্ ! যাহা কিছু আপনার কাছে চাইতে পারি নাই, আপন রহ্মতে তাহাও আমাদিগকে দান করিয়া দিন । কারণ, সময় খুব কম এবং আখতারও খুব দুর্বল ।

আয় আল্লাহ্ ! আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নয় বরং আপনার দয়া ও এল্‌ম্ অনুযায়ী রহ্মতের বহু দরিয়া আর দরিয়া আপনি আমাদের উপর বর্ষণ করিয়া দিন । এবং সেই রহ্মত সমূহকে জয়ব করার (গ্রহণ ও ধারণ করার) মত যোগ্যতা এবং তওফীকও আমাদিগকে দান করুন । আমীন ।

وَ آخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

ফকীর আমি, অঞ্চলে মোর

রাজার রাজমুকুট,

ছিনায় ভরা প্রেম-জগতের

গুপ্ত-রাজ্য অটুট ।

মাওলাপ্রেমের একটি ফোঁটার

বন্ধু, এতই দাম,

দো-জাহানও বেচলে কি হয়

একটি ফোঁটার দাম ?

عشق ساید کوه راما نند ریگ
عشق جوشد بحر را مانند دیگ

মাওলার তানাশ ও মহক্বত অবলম্বনে
মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন-হুসাইনের
লেখা কয়েকটি
মায়াময় ছন্দমালা

خلق اطفال اند جز مست خدا
نیست بالغ جز رهیده از هوا

সাকী তুই কত দূরে ?

তাকি হায় কত তূরে ?
 ডাকি তায় কত সূরে ?
 আঁখিজল বুকে পূরে,
 সাকী তুই কত দূরে ?

তমিস্র নিশি ভবে,
 অজস্র শশী নভে,
 নীলিমার অবয়বে,
 পাখীদের কলরবে
 খুঁজি হায় এত ওরে,
 সাকী তুই কত দূরে ?

যৌবনা নদী-স্রোতে,
 উতলা বায়ু-ক্রেোধে,
 ধূধু ওই মরু প্রান্তে
 শ্যামলা তরু-কান্তে
 খুঁজি হায় এত ওরে,
 সাকী তুই কত দূরে ?

হৃদয়ের ব্যথাপূজে
 নয়নের বারিকুঞ্জে
 মায়েরই মধু-অন্নে
 গোলাপের রূপে-গন্ধে
 খুঁজি হায় এত ওরে,
 সাকী তুই কত দূরে ?

অশ্রুতে রহমান

পরানে নয়নে গগনে পবনে

কাহারে খুঁজিয়া পাই,

শিশিরে নিশিতে প্রভাতে দিবাতে

কাহাতে মজিয়া যাই।

ব্যথা ও প্রেমেতে, জোয়ারে-ভাটাতে

হৃদয়ে শান্তি পাই

মরম গলিল ডাকিতে ডাকিতে

তবু যে ক্লান্তি নাই।

কত যে চলেছি তাহারে লভিতে

পথের প্রান্ত নাই,

'রহমান' আমার এই ত অশ্রুতে

কী-যে গো তৃপ্তি পাই।

ডাকিলেই তারে কি বলিব হয়,

কত যে নিকটে পাই,

এত যে মায়ালু মাওলা আমার

কে জানিত আগে ভাই।

৪-৭-৮৬ ইং

অশ্রুফুলের মালা

'মাওলা মাওলা' হাঁক্ ছাড়িয়া

অশ্রু দিয়া ডাকো,

'অশ্রু ফুলের মালা' লইয়া

দুয়ার পরে হাঁকো।

অশ্রুফুলের মালা তাহার

বড়ই সখের টীজ

তাই ত মনের মূলে লাগায়

অশ্রুফুলের বীজ।

তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ
 অশ্রুফুলের বীজ বুনিয়া
 ক্ষেতের দিকে চায়
 ফুল ফুটিবার কালে মাওলা
 খুশী হন বেজায় ।
 মহব্বতের সঙ্গে মাওলা
 ফুলে হাত বুলায়
 কোমল হাতের শীতল পরশ
 লাগে ফুলের গায় ।
 কেন্দে কেন্দে ডাক্ দে তারে
 অনাথ হয়ে মাগ্,
 মাতৃ-কোলের শিশুর মতন
 মিল্বে রে সোহাগ ।

রিক্তের মুনাজাত

একটা কথা শোন্‌রে মাওলা
 একটা কথা শোন্
 আমায় কর তোমার পাগল
 মাওলা নিরঞ্জন ।
 চাই না আমি রাজার গদি
 চাইনা আকাশ-তারা,
 বানাও মোরে মাওলা সদা
 তোমার পাগলপারা ।
 জাহান্নামে ফেলিও না
 দিও না আযাব,

ক্ষমার আঁচল-তলে মোরে

ঠাই দিও হে রব্ ।

রাসূলুল্লাহর মুখ দেখাইও

মোরে কাল হাশরে

কালিয়ুক্ত মুখ দেখিয়া

হটাইওনা দূরে ।

তোমার কাছে আনার মত

নাই কিছু মোর কাছে,

আছে শুধু পাপের বোঝা,

হায়রে জীবন মিছে !

মাওলা আমার, কসম লাগে,

সত্য সত্য বলি,

তোমার মেহের্ করম্ বিনে

রিক্ত হস্ত-খলি ।

২৮-২-৯০ ইং

জীর্ণ ঘরে মহাজন

কে তুমি এলে গো আচানক্

আমার গরীব ঘরে ?

কে তুমি এলে গো আচানক্

জীর্ণ শীর্ণ চরে ?

আমি এক দীন-হীন মিস্কীন

আমি এক নিদারুণ অসহায়,

পাপী-তাপী, নালায়েক সঙ্গীন

কেউ ত কখনও যাঁচেনা পুছেনা আমায় ।

তাআ'ল্লুক মাআ'ল্লাহ

অনুভবি তুমি খুবই বড় কেউ

বড় কোন মহাজন,

ধনে ধনী তুমি, গুণে গুণী তুমি

চাহনা কোনও ধন।

তাই ভাবি তুমি কিরূপে আসিলে

হঠাৎ এ কাদ্দাল ঘরে ?

কিছু দিতে এলে ? কিছু নিতে এলে ?

ভাবি ও কাঁপি থরথরে।

অনুপম গুণো, প্রীতিধন ওহে,

তোমারে লভিয়া এথা

নিভিয়া গিয়াছে শোক দুঃখ দাহ

অনাথের যত ব্যথা।

গুণীদের গুণী, জ্ঞানীদের জ্ঞানী

হে জগতের মহাজন,

দানিয়াছ শুধু, চাহনা ত কিছু,

চাহ শুধু কাদ্দাল মন।

জীর্ণ-শীর্ণকে পরশ দানিয়া

কর তাকে মহীয়ান্,

শুক মরমে ফুটাও পুষ্প

তুমি চির গরীয়ান্।

আমি বড় পাপী, উড়িয়া গিয়াছি

হাজারো পাপের ঝড়ে,

তবু তুমি এলে ? তবু কোলে নিলে ?

এলে গো বিদীর্ণ ঘরে ?

শোকর তোমার মাওলা আমার

শোকর হাজার বার

করিয়া রাখিও অধীনে তোমার

চিরকাল আপনার ।

২৬-৬-৮৭ ইং

ঈঙ্গিত মুরাদের পথ

রহিয়া রহিয়া বুকের বেদনা হে

দংশিছ ভিমরুল মত

তবুও ওঝারে ডাকি না কখনও

দংশ পার আরও যত ।

তুমি হে বেদনা বাড়িয়া উঠিলে

বাড়ে কি অসহ জ্বালা,

তবু যে তোমাকে চাহিনা দূরিতে

এয়ে কি আজব বালা ।

জ্বালাতন তোমার ভালো লাগে ভারী

বক্ষ যায় ভরি সুখে

মনের দু'কূল ছাপিয়া বয়ে যায়

প্রশান্তি জোয়ার বুকে ।

তুমি গো বেদনা যেওনা থামিয়া

দংশো সুতীব্র জোরে

লভিব আমি গো মন্খিল মম

এ দংশন-বিষে মরে ।

দংশিত মনে, প্রতি দংশনে

লভি যে কাহারো চুমু

লোভিত সে-ঠোঁটের মধু-চুষনে

দংশনো আমার চুমু ।

চোখে ত দেখিনা, শুধু টের পাই

পরম সোহাগের সুধা

মিটিয়ে দেয় গো একটু পরশে

ভূষিত হৃদয়ের ক্ষুধা ।

ব্যর্থতা মম তৃপ্ততা হাজার

তৃষ্যে যদি তো তোষে

তুষ্টি কণারই তৃষা যে আমার

আতুষ্ট সে পরিতোষে ।

এ দংশনে আজি পরশন সুধা

দর্শনও মিলিবে বা'জি,

এপথে লভেছে ঈঙ্গিত মুরাদ

হাফেয, রুমী ও হাজী ।

২৯-৬-৮৭ ইং

পূর্ণিমা রজনী

আজি পূর্ণিমা রজনী প্রিয়

তোমাতে মনে পড়ে

দিকে দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া

খুঁজি তোমাতে বারে বারে ।

হ'তাম যদি কাছি কাছি ওহে তুমি-আমি

তোমাতে-আমাতে হ'তো কতোনা চুমোচুমি ।

চন্দ্র আলোকে আলোকিত শ্যামলিমা

তন্দ্রা হারিত পুলকিত সবুজিমা

এম্নি মনোহর লগ্নে হতাম যদি গো পাশাপাশি

কতনা হ্রষে উল্লাসে হতো কতো ভালোবাসাবাসি।

ঝরিত আলোর কণা মাঝে

তোমার গন্ধ লভি,

না-জানি এসেছো কতো কাছে

তবুও বুঝিনি আমি।

আলো তো হাসে নিত্য' তবু আজি

ধরিত্রী হাসে বেশী,

তবে কি ওরা গন্ধ শৌকে আজ

তোমার অনেক বেশী ?

চন্দ্র শিশুরে তরুণও হেরেছি

হেরি আজি পূর্ণ যৌবনে,

কখন ও কিভাবে বাড়িয়া উঠিল

ভাবি নীরবে তন্ময় মনে।

লাগে কী যে ভালো, বড় বেশী ভালো

অদ্য নিশীথ কালে

মায়াভরা রাত, জ্বল্ জ্বল্ বাতি

কতো, গগনের তলে।

পুলকিয়া মনে উথলিয়া উঠে

জ্বালাময় প্রেমের ঢেউ

'পূর্ণিমা' ওগো তোমাতে লুকিয়া

টানে মোরে মায়াময় কেউ।

জোয়ার নেমেছে, আলোর জোয়ারে

ডুবিয়া গিয়াছে ধরা

হৃদয়-সাগরে আলোক-জোয়ারে

কাহারে লভিনু তুরা ।

বড় ভালো লাগে, বড় তৃপ্তি লাগে

বড় শান্তি লাগে বুকে

তোমারে লভি কালে হৃদয়-প্রবাহে

ভাসিয়া যাই আমি সুখে ।

আজি পূর্ণিমা ----- ।

২৭-৬-৮৭ ইং

ব্যথিতের কাকুতি

মোরে করো আপন জন

বুকে গড়ো সিংহাসন

ওহে আমার পরমজন

ওহে দয়াল্ নিরঞ্জন ।

আর কত এই দূরে থাকা ?

বুকটা আমার করে খাঁ খাঁ

দাওনা প্রিয় তাড়া তাড়ি

তোমার প্রিয় দরশন ।

তোমায় বিনে এই জীবন

ভাজা কৈয়ের ভাজা মন,

ভাজা-পোড়া বুকে প্রিয়

তুমি আমার তাজা ধন ।

পরকে তুমি আপন কর,
মন্দিরে হায় কা'বা গড়,
তোমার মায়াপূর্ণ বুকে
লওনা তুলে মনমোহন।

বুকে মোর কতো ব্যথা,
কে শোনে এসব কথা
ব্যথিতের তপ্ত বুকে
লও আসন প্রীতিধন।

মা'বুদের মজনু

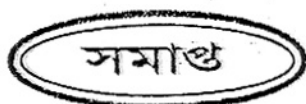
কারে টের পাই বুকের পাজরে
বাঁ-দিকের একটু তলে
ভেতরে থাকিয়া সুপ্ত-কাশিশে
বুক ভাসায় চোখ-জলে।
আন্‌চান-মনে ধড়ফড়িয়াছি
সন্ধ্যো-নিদ্রার কালে
সহসা কে-তুমি এ গহীন-রাতে
মধুর ঘুম ভাঙ্গালে ?
জাগিতেই আমি বেকারার মনে
ডুবানু ঠোট তব মদে
শির সাঁপিয়াছে ব্যাকুলিয়া হিয়া
তোমার রূপ-রাঙা পদে।

লুটিয়াছি সে-যে উঠিতে পারিনি
 উঠিবার দাওনি তুমি
 দেখিনা তোমায়, শুধু আঘ্রাণি,
 বুঝিবা সে মজ্‌নু আমি ?
 ভরিয়াছে মন, তবু যে ভরেনা
 রহিল কি-জানি বাকী,
 দানিবে কি ওগো সেটুকুন তুমি
 আমার মায়াবী সাকী ।
 এত কাছে এলে, এত কিছু দিলে,
 তবু-যে অশ্রু ঝরে ?
 কাঁদিয়া মজ্‌নু লভে 'শারাবান',
 কাঁদে তাই অকাতরে ।
 হারানো মাণিক, ফিরিয়াছ বুকে
 বলনা এগহীন রাতে
 যাবেনা ত ভুলে, টানিবে ত কাছে ?
 রাখিবে তো প্রিয় সাথে ?

৮ - ৭ - ৮৭ ইং

ওয়াল্-হাম্দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ।

آزمودم عقل دوراندیش را
 بعد ازاں دیوانه سازم خویش را



আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন, জীবন গঠন ও আল্লাহ্‌প্রেম অর্জনের অমূল্য উপাদানে সমৃদ্ধ আমাদের কয়েকটি গ্রন্থ

☆ আত্মার ব্যাধি ও প্রতিকার

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ খাযায়েনে কোরআন ও হাদীস (কোরআন ও হাদীসের রত্নভাণ্ডার)

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ আল্লাহর মহব্বত লাভের পরীক্ষিত তিনটি কিতাব

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ ক্রোধ দমন নূর অর্জন

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ অহংকার ও প্রতিকার

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ আল্লাহ্‌প্রেমের সন্ধানে

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ভয়াবহ ক্ষতি ও প্রতিকার

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ মানাযেলে ছলুক (মাওলাপ্রেমের দিগ্‌দিগন্ত)

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ শান্তিময় পারিবারিক জীবন

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ সাম্প্রদায়িক বিভেদ নির্মূল

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ আসমানী আকর্ষণ ও আকৃষ্ট বান্দাদের ঘটনাবলী

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ মা'আরেফে মছনবী

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ কুধারণা ও প্রতিকার

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ ওলী হওয়ার পঞ্চবুনিয়াদ

মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিলাহ
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ সীরাতুল আউলিয়া

(মাওলাপ্রেমিকদের জীবনধারা)
মূল : আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী র.

☆ শওকে ওয়াতান (আখেরাতের প্রেরণা)

মূল : হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.

☆ জান্নাতের দুই রাস্তা তাকওয়া ও তওবা আরেফবিলাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম



হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
মাকতাবা হাকীমুল উম্মত

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০১৯১৪৭৩৫৬১৫, ০১৯৬৩৩৩১৩৬০